শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকোপার্ক-এর

বন্যপ্রানী ও গাছ-গাছড়া

চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ

চট্টগ্রাম

শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকোপার্ক-এর

বন্যপ্রানী ও গাছ-গাছড়া

চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ

চট্টগ্রাম

শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকোপার্ক-এর

বন্যপ্রাণী ও গাছ-গাছড়া

চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ

চট্টগ্রাম

প্রকাশক

চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ
চট্টগ্রাম

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০১৭

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মোঃ ইউনুছ আলী
প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ

পৃষ্ঠপোষক
রফিকুল ইসলাম চৌধুরী
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ

প্রচ্ছদ
দীপক দত্ত

মুদ্রণ
দি এ্যাড কমিউনিকেশন
৬৫ জামালখান, চট্টগ্রাম ✆ ০৩১ ৬১১ ৭১১

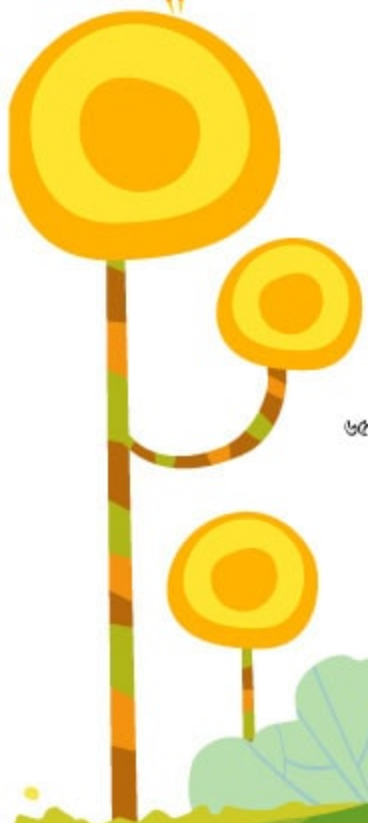

প্রাসঙ্গিকতা

প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ আমাদের এ দেশ বাংলাদেশ। আয়তনে ছোট হলেও ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রতিবেশগত কারণে বাংলাদেশ অসংখ্য বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের অনুকূল আবাসস্থল। বন্যপ্রাণী পরিবেশের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। তন্মধ্যে পাখি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, পরাগায়নসহ বিভিন্ন ধরনের বীজ প্রকৃতিতে ছড়িয়ে দেয়ার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সংলগ্ন চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলাধীন হোসনাবাদ ইউনিয়নের নিশ্চিন্তাপুর মৌজার পাহাড়ি বনে গড়ে তোলা হয়েছে দেশের একমাত্র এভিয়ারী পার্ক যার নামকরণ করা হয়েছে "শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকোপার্ক"।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিকল্পিত ও মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, আবাসস্থল বিনষ্ট, কীটনাশকের অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার, গণ-সচেতনতার অভাব সর্বোপরি টেকসই ব্যবস্থাপনার অভাবে সমৃদ্ধ বন্যপ্রাণীর অবস্থা আজ হুমকির

সম্মুখীন। এ সব বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে বন অধিদপ্তর পাখি সংরক্ষণকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং জনসাধারণের চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করে ২০১০ সালে 'শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকোপার্কের' কাজ শুরু করেছে। এ পার্কের বিভিন্ন বেষ্টনীতে প্রায় ৩০ প্রজাতির ৭০০ (সাতশত) এর অধিক পাখি সংরক্ষণ করা হয়েছে। বেষ্টনীর বাহিরেও প্রাকৃতিক বনে প্রায় শতাধিক প্রজাতির পাখি রয়েছে। তা ছাড়া এ পার্কটি মূল্যবান বৃক্ষরাজি ও লতাগুল্মে সমৃদ্ধ। বর্তমান সরকার এ পার্কটি সংরক্ষণ ও আধুনিকায়নে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ, চট্টগ্রাম পার্কে ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকদের জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকো-পার্কের পাখি, বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদরাজির ছবি ও তথ্য সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। আমার বিশ্বাস এ সংকলনটি দর্শনার্থী, শিক্ষার্থী, গবেষক ও মাঠকর্মীদের জ্ঞান আহরণ তথা পাখি, বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদরাজি সংরক্ষণে অবদান রাখবে।

মোঃ ইউনুছ আলী
প্রধান বন সংরক্ষক
বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

আয়তনে ছোট হলেও বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে ভরপুর একটি দেশ। ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় এ দেশে ৫৭০০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৩০০ প্রজাতির স্থানীয় পাখি, ১১৬ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩১০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি, ১৩৯ প্রজাতির সরীসৃপ, ৫৩ প্রজাতির উভচর এবং ২৬৬ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ ছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত আজ হুমকির সম্মুখীন।

আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আবাসস্থলের কাঠামোগত পরিবর্তন কিংবা ধ্বংসের কারণে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য তথা প্রাণীকুল বৈচিত্র্য হুমকির মুখে। তথাপি দেশের যে কয়টি এলাকা জীববৈচিত্র্যে ভরপুর তন্মধ্যে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল অন্যতম।

এতদাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তথা পাখি সংরক্ষণকে প্রাধান্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংলগ্ন চট্টগ্রাম জেলার রাংগুনিয়া উপজেলার হোছনাবাদ ইউনিয়নে প্রায় ২১০ হেক্টর বনভূমি নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের নামে ২০১০ সালে চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ কর্তৃক 'শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকোপার্ক, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম' নামে দেশের একমাত্র এভিয়ারী পার্কটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বনাঞ্চলটি মূলত ক্রান্তিয় চিরহরিৎ ও মিশ্র চিরহরিৎ বনের অবশিষ্টাংশ। এ বনে রয়েছে মূল্যবান জারুল, কড়ই, সেগুন, চাপালিশ, ডুমুর, বহেরা, আমলকি, শিমুল, পিতরাজ, উদল ইত্যাদি প্রজাতির মূল্যবান বৃক্ষ। তা ছাড়া রয়েছে পাখির খাদ্য উপযোগী ও ঔষধি

গুণসম্পন্ন বৃক্ষ, লতা-গুল্মরাজি। দেশীয় পাখির মধ্যে রয়েছে বন মোরগ, শালিক, টুনটুনিসহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। রয়েছে শুকর, সজারু, বানর, শেয়াল, মেছোবাঘ ইত্যাদি প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। আরও রয়েছে নানা প্রজাতির ব্যাঙসহ অজগর, দুধরাজ, গুইসাপ, গোখরো সাপ।

এ পার্কে ছোট বড় পাঁচটি এভিয়ারীতে সংরক্ষণ করা হয়েছে প্রায় ৩০ (ত্রিশ) প্রজাতির ৭০০ এর অধিক পাখি। সরকার এ পার্কটি উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

দেশি-বিদেশি অসংখ্য পর্যটক এ পার্কটি পরিদর্শন করে থাকেন। ভ্রমণ পিপাসু দর্শনার্থীদের আরও সচেতন করে তোলা এবং শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে সহায়তার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ পার্কটির পাখি, প্রাণী ও উদ্ভিদের পরিচিতিমূলক একটি পুস্তিকা প্রকাশের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ পুস্তিকাটি সকলের জ্ঞান আহরণে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ বইটি লেখার কাজে উৎসাহিত করার জন্য জনাব মোঃ ইউনুছ আলী, প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন সংরক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ মিয়াকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটি লেখার কাজে তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য জনাব কাজল তালুকদার, সহকারী বন সংরক্ষক, সদর, মিসেস ইসমত আরা নূর, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা ও ডা. আলীমুল রাজী, সহকারী, ভেটেরিনারী সার্জনকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তা ছাড়া বইটি প্রস্তুতের সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সর্বজনাব আতিকুল আলম (রনি), মোঃ ইব্রাহিম খান ও মোঃ জসীম উদ্দিন কে।

বিশ্বব্যাপী আজ জীববৈচিত্র্য তথা পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠেছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রত্যয় নিয়ে সংকলিত পুস্তিকাটি এতদাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কিছুটা অবদান রাখলেই আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

রফিকুল ইসলাম চৌধুরী
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ, চট্টগ্রাম

শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকোপার্ক
রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার রাংগুনিয়া উপজেলাধীন হোসনাবাদ ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর মৌজায়, দক্ষিণ এশিয়ার বিখ্যাত কর্ণফুলী পেপার মিল ও কাপ্তাই হ্রদের নিকটে ২১০.০ হে: বনভূমি নিয়ে ২০১০ সালের জুলাই মাসে "শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকো-পার্ক, রাংগুনিয়া, চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম শুরু হয়। চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ এর আওতাধীন এ ইকো-পার্কটির উত্তর ও পূর্বাংশে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, পশ্চিমে গুমাই বিল এবং দক্ষিণে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই মহাসড়কের অবস্থান। ইকো-পার্কটি অক্ষাংশ ২২° ২৪ ৮´ থেকে ২২° ২৯ ৫৬´´ উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৯২° ০৪ ৪৭´´ থেকে ৯২° ০৬ ২৮´´ পূর্বে অবস্থিত। ইকো-পার্কটি চট্টগ্রাম-কাপ্তাই মহাসড়কের নিকটবর্তী যা চট্টগ্রাম শহর হতে আনুমানিক ৩৫.০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত। রাঙ্গামাটি জেলার সীমান্ত বরাবর অবস্থিত রাংগুনিয়া উপজেলায় রয়েছে ছোট, বড় পাহাড় বেষ্টিত সবুজ বনাঞ্চল। এ বনাঞ্চলের উঁচু নিচু পাহাড়ে সুদীর্ঘকাল হতে মহামূল্যবান বৃক্ষরাজি, লতাগুল্ম ও বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী রয়েছে। তাই এ অঞ্চলে দেশের প্রথম পাখির অভয়ারণ্য সৃষ্টি, দেশি ও পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল সংরক্ষণের লক্ষ্যে "শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকোপার্ক" এর যাত্রা। ইকোপার্কে দেশীয় পাখির আবাসস্থল সংরক্ষণের পাশাপাশি বিদেশি নানা প্রজাতির আকর্ষণীয় পাখির সংগ্রহশালা বা এভিয়ারী নির্মাণ করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন, শিক্ষা গবেষণা ও বিনোদন এর সুযোগ সৃষ্টিসহ এ অঞ্চলের পাহাড়ি প্রাকৃতিক বনভূমিকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যই "শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকোপার্ক" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

এ বনাঞ্চলটি মূলত ক্রান্তিয় চিরহরিৎ এবং মিশ্র-চিরহরিৎ বনের অবশিষ্টাংশ যা এক সময় সমগ্র দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এ বনে চিরহরিৎ, কিন্তু পত্রমোচী বৃক্ষেরও প্রাধান্য রয়েছে। সুদীর্ঘকাল হতে এ পাহাড় ঘেরা বনাঞ্চলে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির মহামূল্যবান সেগুন, জারুল, আমলকি, করই, শিমুল, চাপালিশ, পিতরাজ, ডুমুর, উদাল, বহেরা, পেয়ারা, আম, জাম, জামরুল, বিবিধ পাখির খাদ্য উপযোগী, ঔষধিগুণ সম্পন্ন বৃক্ষ ও লতাগুল্মরাজি। এ অঞ্চলের পাহাড়ি বনভূমিতে রয়েছে কোকিল, বনমোরগ, টিয়া, ময়না, ভীমরাজ, ফিঙ্গে, মাছরাঙ্গা, বক, চড়ুই, ঘুঘু, শালিক, টুনটুনিসহ বিবিধ প্রজাতির পাখি। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে শুকর, সজারু, শিয়াল, বানর, নকুল, মেছোবাঘ প্রভৃতি। এছাড়াও উভচরের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েক প্রজাতির ব্যাঙ ও সরীসৃপের মধ্যে গুইসাপ, অজগর, দুধরাজ, গোখরা সাপ উল্লেখযোগ্য।

দেশের প্রথম পাখির অভয়ারণ্য তৈরির পাশাপাশি এ ইকোপার্কে বিবিধ প্রকারের বিদেশি ও দেশীয় প্রজাতির পাখির সংগ্রহশালা বা এভিয়ারী নির্মাণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পাখি সংরক্ষণের জন্য বিবিধ আকারের ৫ (পাঁচ)টি এভিয়ারী নির্মিত হয়েছে। ক্রাউন ক্রেন, ফ্লেমিংগো, মদনটাক, পেলিক্যান, ধনেশ, ভিমরাজ, রোজেলা, ম্যাকাও, ইলেকটাস প্যারট, গালা কাকাতুয়া, আফ্রিকান গ্রে প্যারট, সানদিয়া কনিউর, জানদিয়া কনিউর, ময়ূর, ককাটেইল, টিয়া, পেঁচা, কালেম, ডাহুক, ঘুঘু, কবুতর, টার্কি, তিতির, বন মোরগ, মিউট সোয়ান, ব্ল্যাকনেক সোয়ান, ব্ল্যাক সোয়ান, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, দেশি হাঁস প্রভৃতিসহ প্রায় ৩০ প্রজাতির প্রায় সাতশত প্রকারের পাখি সংগ্রহ করে বিভিন্ন আকারের ছোট বড় এভিয়ারীতে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

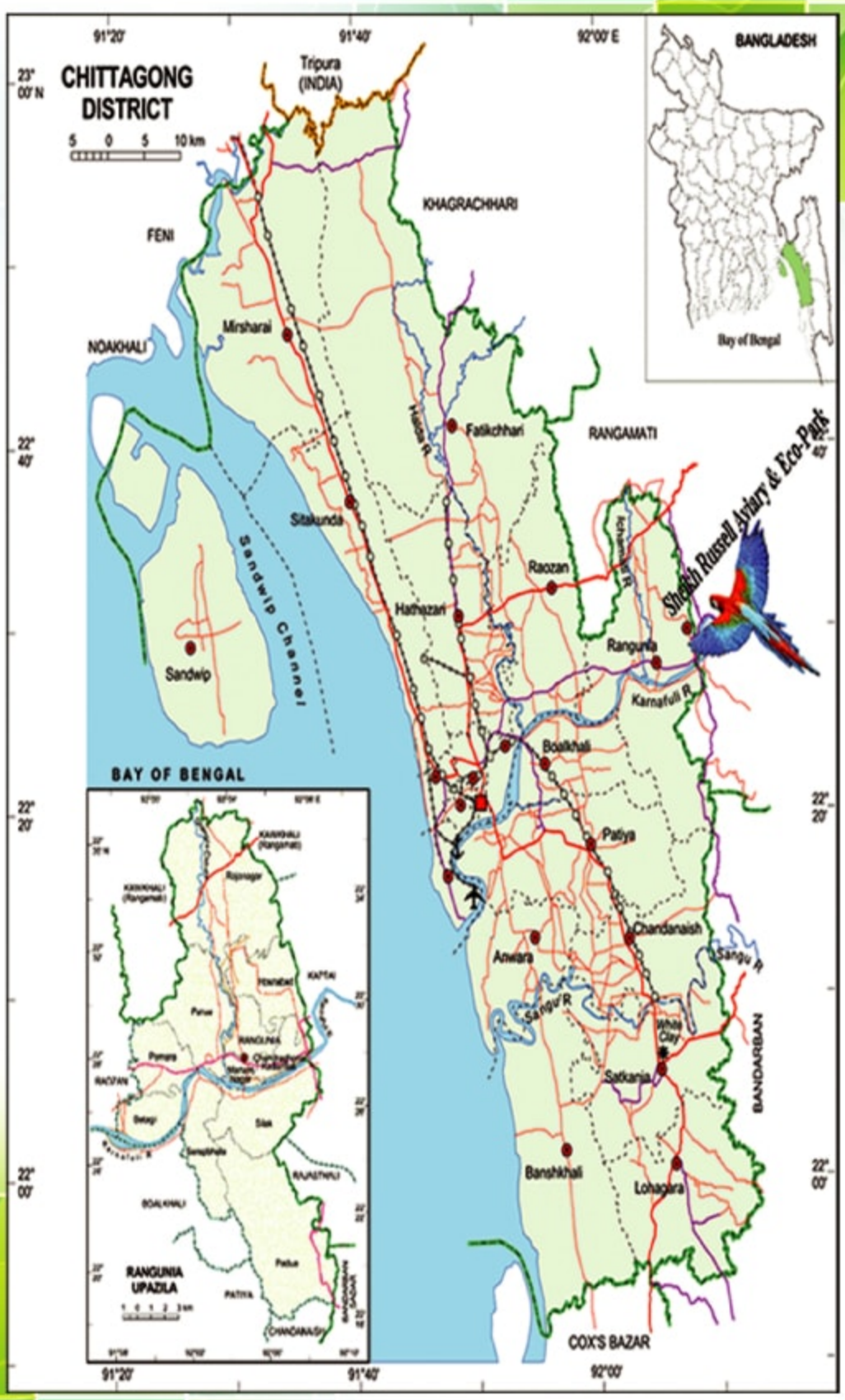
CHITTAGONG DISTRICT
5 0 5 10 km
Tripura (INDIA)
BANGLADESH
Bay of Bengal
KHAGRACHHARI
FENI
NOAKHALI
Mirsharai
Fatikchhari
RANGAMATI
Halda R.
Sitakunda
Sandwip Channel
Sandwip
Raozan
Hathazari
Rangunia
Karnafuli R.
Sheikh Russel Aviary & Eco-Park
Boalkhali
BAY OF BENGAL
Patiya
Chandanaish
Anwara
Sangu R.
White Clay
Satkania
BANDARBAN
Banshkhali
Lohagara
COX'S BAZAR
RANGUNIA UPAZILA
91°20'
91°40'
92°00' E
23° 00' N
22° 40'
22° 20'
22° 00'

CONTENTS

English Name	Scientific Name	Page no
Aviary Birds & Wild Bird		
Great White Palican	*Pelecanus onocrotalus*	18
Black Swan	*Cygnus atratus*	19
Mute Swan	*Cygnus olor*	20
Black Neck Swan	*Cygnus melancoryphus*	21
Flamingo	*Phoenicopterus spp.*	22
Barheaded Goose	*Anser indicus*	23
Wild Duck (Mallard)	*Anas platyrhynchos*	24
Lesser Whistling Duck	*Dendrocygna javanica*	25
Fulvous Whistling Duck	*Dendrocygna bicolor*	26
Ruddy Shelduck	*Tadorna ferruginea*	27
Grey Crowned Crane	*Balearica regulorum*	28
Lesser Adjutant	*Leptoptilos javanicus*	29
Purple Moorhen	*Porphyrio porphyrio*	30
Black Francolin	*Francolinus francolinus*	31
Common Pea Fowl	*Pavo cristatus*	32
Red Jungle Fowl	*Gallus gallus*	33
Wild Turkey	*Meleagris Gallopavo*	34
Golden Pheasant	*Chrysolophus pictus*	35
Blue and Yellow Macaw	*Ara ararauna*	36
Yellow Collared Macaw	*Primolius auricollis*	37
African Grey Parrot	*Psittacus erithacus*	38
Mutation Ring Nack Parakeet	*Psittacula krameri*	39
Sun Parakeet/Sun Conure	*Aratinga solstitialis*	40
Jandaya Parakeet	*Aratinga Jandaya*	41
Eclecus Parrot	*Eclectus roratus*	42
Rainbow Lorikeet	*Trichoglossus moluccanus*	43
Rosella (Yellow and Red)	*Platycercus eximius*	44
Rose-Ringed Parakeet	*Psittacula krameri*	45
Galah Cockatoo	*Eolophus roseicapilla*	46

Cockatiel	*Nymphicus hollandicus*	47
Great Indian Hornbill	*Buceros biocornis*	48
Greater Racket-Tailed Drongo	*Dicrurus paradiseus*	49
Spotted Dove	*Streptoplia chinensis*	50
Hill Moyna	*Gracula religiosa*	51
Starling	*Acridotheres spp*	52
Brahminy Kite	*Haliastur indus*	53
Rock Pigeon	*Columba livia*	54
Indian Pond Heron	*Ardeola grayii*	55
Little Egret	*Egretta garzetta*	56
Cattle Egret	*Bubulcus ibis*	57
Intermediate Egret	*Egretta intermedia*	58
Night Heron	*Nycticorax nycticorax*	59
Pariah Kite	*Milvus migrans*	60
Spotted Dove	*Streptopelia chinensis*	61
Eurasian Collared Dove	*streptopelia decaocto*	62
Yellow-Footed Green Pigeon	*Treron phoenicopterus*	63
Spotted Owlet	*Athene brama*	64
Lesser coucal	*Centropus bengalensis*	65
Asian Koel	*Eudynamys scolopacea*	66
Pied Cuckoo	*Clamator jacobinus*	67
Common Kingfisher	*Alcedo atthis*	68
White Breasted Kingfisher	*Halcyon smyrnensis*	69
Jungle Crow	*Corvus macrorhynchos*	70
Red Vented Bulbul	*pycnonotus cafer*	71
Red Whiskered Bulbul	*pycnonotus jocosus*	72
Asian Palm Swift	*Cypsiurus balasiensis*	73
Black Backed Forktail	*Enicurus immaculatus*	74
Green Bee Eater	*Merops orientalis*	75
Common Myna	*Acridotheres tristis*	76
Jungle Myna	*Acridotheres fuscus*	77
Pied Myna	*Sturnus contra*	78

Bengal Bush Lark	*Mirafra assamica*	79
White Wagtail	*Motacilla alba*	80
Black Drongo	*Dicrurus macrocercus*	81
Bronzed Drongo	*Dicrurus aeneus*	82
Greater Racket Tailed Drongo	*Dicrurus paradiseus*	83
Oriental Magpie Robin	*copsychus saularis*	84
Common Tailor Bird	*Orthotomus sutorius*	85
House Sparrow	*Passer domesticus*	86
Pied Bush Chat	*Saxicola caprata*	87
Baya Weaver	*Ploceus philippinus*	88
Mammals		
Indian Hare	*Lepus nigricollis*	90
Irrawaddy Squirrel	*Callosciurus pygerythrus*	91
Masked Palm Civet	*Paguma larvata*	92
Small Indian Mongoose	*Herpestes auropunctatus*	93
Indian Crested Porcupine	*Hystrix indica*	94
Fishing Cat	*Felis viverrina*	95
Eurasian Wild Boar	*Sus scrofa*	96
Golden Jackal	*Canis aureus*	97
Greater Short-Nosed Fruit Bat	*Cynopterus sphinx*	98
Indian Flying Fox	*Pteropus giganteus*	99
Rhesus Macaque	*Macaca mulatta*	100
Barking Deer	*Muntiacus muntjak*	101
Reptiles		
Common Garden Lizard	*Calotes versicolor*	103
Green Fan-Throated Lizard	*Ptyctolaemus gularis*	104
Tokay Gecko	*Gekko gecko*	105
Flat-Tailed Gecko	*Hemidactylus platyurus*	106
Keeled Grass Skink	*Mabuya carinata*	107
Spotted Litter Skink	*Sphenomorphus maculatus*	108
Bengal Monitor	*Varanus bengalensis*	109
Rock Python	*Python molurus*	110

Common Bronzback Tree Snake	*Dendrelaphis tristis*	111
Common Wolf Snake	*Lycodon aulicus*	112
Mock Viper	*Dynastes pulverulentus*	113
Stripped Keel Back	*Amphiesma stolata*	114
King Cobra	*Ophiophagus hannah*	115
Amphibians		
Cricket Frog	*Fejervarya limnocharis*	117
Indian Bull Frog	*Hoplobatrachus tigerinus*	118
Asian Painted Frog	*Kaloula pulchra*	119
Striped Asian Tree Frog	*Chirixalus vittatus*	120
Asian Brown Tree Frog	*Polypedates leucomystax*	121
HTUN WIN's Tree Frog	*Rhacophorus htunwini*	122
Tree Species		
Teak	*Tectona grandis*	124
Sal	*Shorea robusta*	125
Jarul	*Largerstroemia speciosa*	126
Kadam	*Anthocephalus chinensis*	127
Silk Cotton Tree	*Bombax ceiba*	128
Fig	*Ficus hispida*	129
Black Berry	*Syzygium Spp*	130
Minjiri	*Cassia siamea*	131
Sajna	*Moringa oleifera*	132
Krisnochuda	*Delonix regia*	133
Tetul	*Tamarindus indicus*	134
Pani Mandar	*Erythrina variegata*	135
Polash	*Butea monosperma*	136
Chakua Koroi	*Albizia chinensis*	137
Chala Udal	*Sterculia villasa*	138
Mohua	*Madhuca indica*	139
Mast Tree	*Polyalthia longifolia*	140
Bokul	*Mimusops elengi*	141
Lotkon (dye plant)	*Bixa orellana*	142

Cashew nut	*Anacardium occidentale*	143
Dewa	*Artocarpus lacucha*	144
Olive	*Elaeocarpus robustus*	145
Kul	*Zizyphus mauritiana*	146
Sheora	*Streblus asper Lour*	147
Karanja	*Pongamia pinnata*	148
Jial Bhadi	*Garuga pinnata*	149
Kat Badam	*Terminalia catappa*	150
Toon Tree	*Toona ciliata*	151
Bhadi	*Lannea coromandelica*	152
Pitha	*Erioglossum rubiginosum*	153
Chalta	*Dillenia indica*	154
Hijal	*Barringtonia acutangula*	155
Pitraj	*Aphanamixis Polystachya*	156
Bohal	*Cordia dichotoma*	157
Peepul Tree	*Ficus religiosa*	158
Banyan Tree	*Ficus benghalensis*	159
Jagya Fig	*Ficus racemosa*	160
Jackfruit	*Artocarpus heterophyllus*	161
Bel	*Aegle marmelos*	162
Nim	*Azadirachta indica*	163
Asoka Tree	*Saraca indica*	164
Arjun	*Terminalia arjuna*	165
Bohera	*Terminalia belerica*	166
Horitoki	*Terminalia Chebula*	167
Amloki	*Phyllanthus embelica*	168
Chatim	*Alstonia Scholaris*	169
Sada Koroi	*Albizia procera*	170
Kalo koroi	*Albizia Lebbeck*	171
Akashmoni	*Acacia auriculiformis*	172
Sonalu	*Cassia fistula*	173
Chapalish	*Artocarpus chaplasha*	174

Gamar	*Gmelina arborea*	175
Gab	*Diospyros peregrina*	176
Champa	*Michelia champaca*	177
Ban Naranga	*Suregada multiflora*	178
Kanaka Champa	*Pterouspermum acerifolium*	179
Garjan	*Dipterocarpus turbinatus*	180
Goda Horina	*Vitex glabrata*	181
Bon Sonalu	*Cassia nodosa*	182
Bandarhola	*Duabanga grandiflora (Roxb.)*	183
Boilam	*Anisoptera Scaphula*	184
Shil Batna	*Quercas Velutina*	185
Baruna	*Crataeva nurvala*	186
Hargaza	*Dillenia pentagyna*	187
Telsur	*Hopea odorata*	188
Raktan	*Lophopetalum fimbriatum*	189
Uriam	*Mangifera sylvastica*	190
Kusum Tree	*Scheichera oleosa*	191
Dharmara	*Stereospermum personatum*	192
Civit	*Swintonia floribunda*	193
Bazna	*Zanthoxylum rhetsa*	194
Chickrassi	*Chikrassia tabularis*	195
Iron Wood	*Xylia dolabriformis*	196
Karabi	*Nerium indicum*	197
Kanchan	*Bauhinia acuminata*	198
Kao	*Garcinia Cowa*	199
Kurchi	*Holarrhena antidysentirica*	200
Akond	*Calotropis gigantea*	201
China Rose	*Hibiscus rosa-sinensis*	202
Dakhi Jam	*Syzygium grandis*	203
Reference		208

এভিয়ারীতে সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রজাতির দেশি-বিদেশি পাখিসমূহের বর্ণনা

পেলিক্যান

English Name: Great White Pelican
Scientific Name: *Pelecanus onocrotalus*
Local Name: গগন বেড়।

পেলিক্যান পানিতে বসবাসকারী বিরল প্রজাতির পরিযায়ী পাখি। এর পা হাঁসের মত যুক্ত থাকে। ঠোঁট লম্বা, নিচের ঠোঁটের সাথে মাছ ধরার জন্য একটি গোলাকার থলি থাকে- যা ঝালের মত ব্যবহার করে। মাথার ঝুঁটি ও ঘাড়ের মাথা সাদা। ডানার উপরে আছে গোলাপি আভা। বুক ও পেটের দিকে হলদে। পেলিক্যান মূলত জলজ পাখি এবং মাছ শিকারে অত্যন্ত দক্ষ। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পাখি হলেও ইউরোপ, আমেরিকায় রয়েছে অনেক প্রজাতির পেলিক্যান। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এদের প্রধান খাদ্য। শীত প্রধান দেশসমূহে এদের প্রজননকাল এপ্রিল হতে মে। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ফেব্রুয়ারি হতে এপ্রিল তাদের প্রজননকাল।

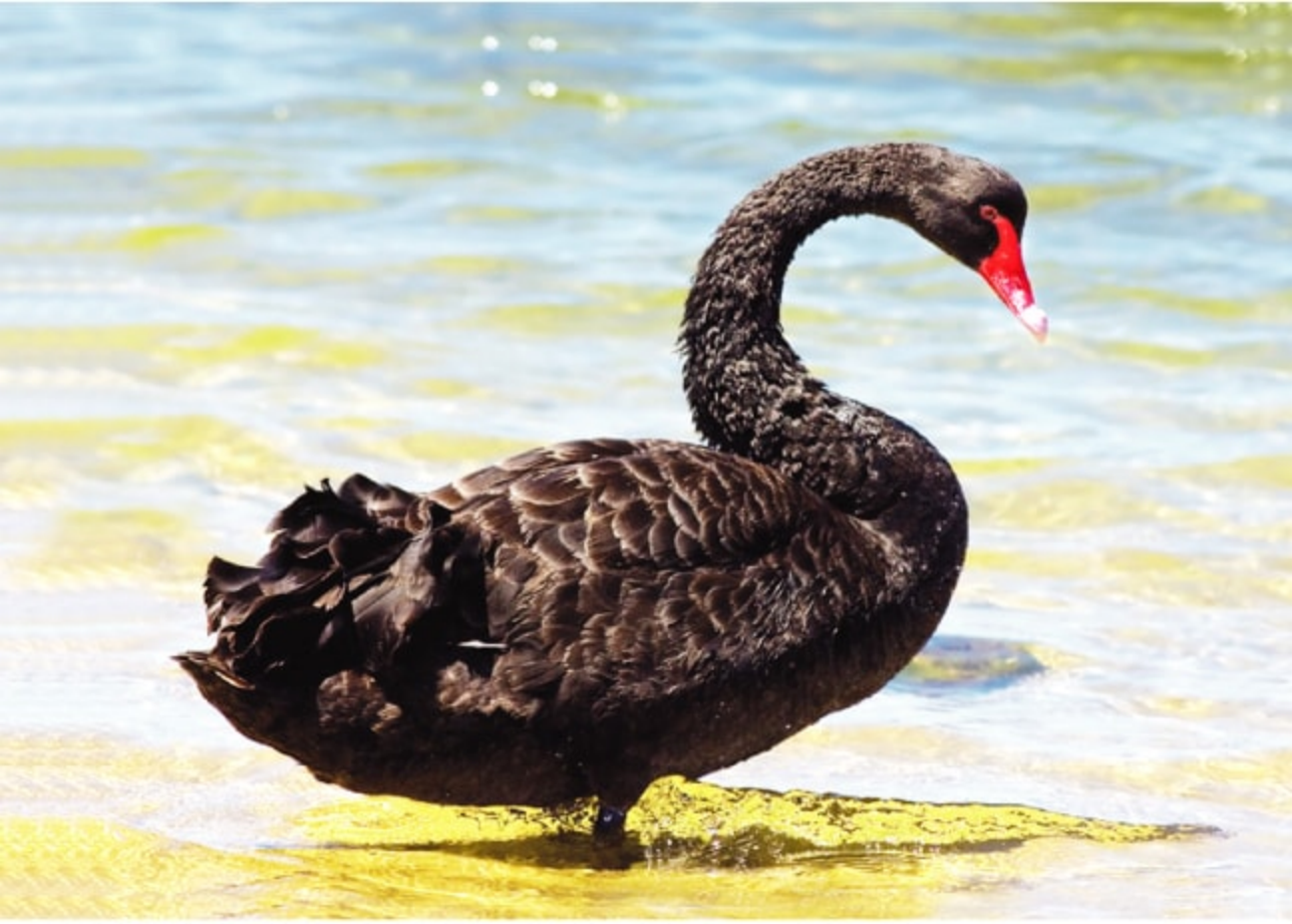

কালো রাজহাঁস

English Name : Black Swan
Scientific Name : *Cygnus atratus*

কালো রাজহাঁস মূলত জলচর পাখি যার পুরোদেহ কালো বর্ণের পালকদ্বারা আবৃত। ঠোঁট উজ্জ্বল লাল বর্ণের। পা ধূসর কালো বর্ণের। গলা লম্বা যা ইংরেজি "S" আকৃতির হয়ে থাকে। কালো রাজহাঁসের আবাসস্থল হল স্বাদু পানি, লোনা পানির হ্রদ, জলাভূমি ও নদী। এছাড়াও প্লাবিত চারণভূমি, দ্বীপ ও উন্মুক্ত সমুদ্রে এদের দেখতে পাওয়া যায়। কালো রাজহাঁস অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম এবং পূর্ব অংশের জলাভূমির পাখি। এছাড়াও নিকটবর্তী দ্বীপসমূহ এদের আবাসস্থল। এরা সম্পূর্ণ তৃণভোজী, জলজ উদ্ভিদ, ঘাস, তৃণ ইত্যাদি এদের প্রধান খাদ্য। কালো রাজহাঁসের প্রজননকাল ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর।

মিউট সোয়ান

English Name : Mute Swan
Scientific Name : *Cygnus olor*

মিউট সোয়ান একটি জলচর পাখি। অন্যান্য রাজহাঁসের তুলনায় এদের ডাক অনেকটা মৃদু হওয়ার কারণে এদের মিউট সোয়ান বলা হয়। পুরুষ সোয়ান স্ত্রী সোয়ান হতে বড় এবং তাদের ঠোঁটে বড় স্ফীতি রয়েছে। শীতপ্রধান দেশে এটি হচ্ছে বৃহত্তম জলজ পাখি। পূর্ণাঙ্গ বয়সী মিউট সোয়ান সাদা হয়ে থাকে। শীত প্রধান দেশসমূহ ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়া, রাশিয়া উপকূলে এদের দেখা যায়। এরা পার্শ্বীয় পরিযায়ী পাখি, উত্তর আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলেও এদের পাওয়া যায়। এছাড়া শহর অঞ্চলের পুকুর, লেক, নদী, ঝর্ণা ইত্যাদিতে তাদের দেখতে পাওয়া যায়। জলজ তৃণ, লতা, পাতা, পোকামাকড়, মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি খেয়ে থাকে। মার্চ-এপ্রিল মাস পর্যন্ত এদের প্রজননকাল।

ব্ল্যাক নেকড সোয়ান

English Name : Black Necked Swan
Scientific Name : *Cygnus melancoryphus*

ব্ল্যাক নেকড সোয়ান বৃহৎ জলজ পাখি যা দক্ষিণ আমেরিকার স্থানীয় পাখি। সারা দেহের পালক সাদা, কালো গলা এবং মাথা, ঠোঁটের রং ধূসর। ঠোঁটের উপরের অংশে লাল স্ফীতি রয়েছে। চোখের পেছনে সাদা রং এর দাগ রয়েছে। পুরুষ ও স্ত্রী পাখি একই রকম দেখতে তবে স্ত্রী পাখি পুরুষ পাখি থেকে কিছুটা ছোট। জলাভূমি, স্বাদু পানির জলা, খাড়ি, অগভীর লেক এদের বাসস্থান। দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চল হতে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা তৃণভোজী, জলজ লতা, পাতা, ঘাস ইত্যাদি খেয়ে থাকে। প্রজননকাল জুলাই হতে আরম্ভ হয়ে নভেম্বর পর্যন্ত হয়।

ফ্লেমিংগো

English Name : Flamingo
Scientific Name : *Phoenicopterus spp*

দীর্ঘপদযুক্ত জলচর পাখি ফ্লেমিংগো। এদের গায়ের রঙের কারণেই এ পাখির নামকরণ। এ পাখি দিনের বেশির ভাগ সময় এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পূর্ণবয়স্ক ফ্লেমিংগো লম্বা, গোলাপি বর্ণের পাখি। লম্বা, চিকন বাকানো গলা এবং ঠোঁটের অগ্রভাগ কালচে বর্ণের। ঠোঁট উল্লেখযোগ্যভাবে বাঁকানো। লম্বা পা এবং পায়ের পাতা হাঁসের পায়ের মত যুক্ত। এদের পা অনেক লম্বা যা তাদের পুরো শরীরের চাইতেও দীর্ঘ। দেহ বর্ণ হালকা গোলাপি হতে লাল বা কমলা রঙের পর্যন্ত হয়। মূলত প্লাঙ্কটন, ব্রেইন শ্রিম্প এবং নীল সবুজ শৈবাল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এ সকল খাদ্যে Carotenoids এর উপস্থিতি থাকে যা তাদের শরীরে এ আকর্ষণীয় রঙের সৃষ্টি করে। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি প্রাপ্ত গ্রেটার ফ্লেমিংগো হচ্ছে আফ্রিকা, দক্ষিণ ইউরোপ এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার পাখি। এছাড়াও লেসার ফ্লেমিংগো বসবাস করে আফ্রিকার গ্রেট রিফ ভ্যালি হতে উত্তর পশ্চিম ভারত পর্যন্ত। এরা বড় অগভীর জলাভূমি, লেগুন, ম্যানগ্রোভ, সোয়াম্প, টাইডাল ফরেস্ট এবং সমুদ্র তীরবর্তী বালুময় স্থান ও দ্বীপসমূহে বসবাস করে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে- প্লাঙ্কটন, এ্যালজি, ব্রেইন শ্রিম্প, ফ্লাই লারভি, ছোট মাছ, মোলাস্ক, ক্রাসটাশিয়ান, তৃণ, ঘাস ইত্যাদি। গ্রীষ্মকাল থেকে বর্ষাকাল পর্যন্ত তাদের প্রজনন সময়।

দাগি রাজহাঁস

English Name : Bar-headed Goose
Scientific Name : *Anser indicus*

দাগি রাজহাঁস সর্বোচ্চ উচ্চতায় উড্ডয়নক্ষম পরিযায়ী পাখি। সেন্ট্রাল এশিয়া হতে দক্ষিণে এবং উত্তর ভারত ও তার আশপাশের দেশসমূহে শীতকালে এই পরিযায়ী পাখি দেখা যায়। বাংলাদেশে দুর্লভ এ পারিযায়ী পাখিটি শীতকালে উপকূলীয় অঞ্চল বরিশাল, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট বিভাগের বড় জলাভূমিতে কালে ভদ্রে দেখা যায়। পাখির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মাথার অংশটি সম্পূর্ণ সাদা এবং আনুভূমিকভাবে দুটি কালো বার বা দাগ রয়েছে। উপরের দাগটি বড় এবং এক পাশের চোখের অংশ থেকে দাগটি শুরু হয় সম্পূর্ণ মাথা আবৃত করে অপর চোখের অংশে এসে মেশে। গলা, ঘাড় সম্পূর্ণ সাদা, তবে ঘাড়ের পেছনের অংশ ফ্যাকাসে কালো। হলদে-কমলা ঠোঁট এবং এর অগ্রভাগ কালো। বাদামি চোখ। ফ্যাকাসে হলদে-কমলা রঙের পা ও পায়ের পাতা। স্ত্রী ও পুরুষ পাখি দেখতে প্রায় অভিন্ন। নিম্নভূমি, জলাভূমি, নদী, হ্রদ, জলমগ্ন চাষের জমি, তৃণভূমি ইত্যাদি স্থানে তাদের জোড়ায় বা দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।হ্রদ বা ঝর্ণা স্থিত জলমগ্ন তৃণ, গাছপালা ইত্যাদি এদের প্রধান খাদ্য। এছাড়া বিভিন্ন শস্যদানা যেমন: কর্ণ, গম, বার্লি, চাল ইত্যাদি এরা খেয়ে থাকে। এপ্রিল-জুন এর মধ্যে এরা প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

ওয়াইল্ড ডাক

English Name : Wild Duck (Mallard)
Scientific Name : *Anas platyrhynchos*

পুরুষ পাখির মাথার অংশটি উজ্জ্বল চকচকে সবুজ বর্ণের, পেট এবং পাখা ধূসর বর্ণের। স্ত্রী পাখি বাদামি পালকে আবৃত। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পাখির ডানার ভিতরের অংশে "স্পেকুলাম ফেদার" থাকে। পুরুষ পাখির ক্ষেত্রে সাদা কিনারা যুক্ত নীল পালক থাকে। ওয়াইল্ড ডাক বা দেশি হাঁস জলচর পাখি। নদী, পুকুর, জলাভূমিতে এরা জোড়া বা দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। শীত প্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ সকল অঞ্চলে এ হাঁসের দেখা পাওয়া যায়। এরা পানিতে হয় এমন উদ্ভিদ, ঘাস, কচিকা, পোকামাকড়, ছোট প্রাণী ইত্যাদি খেয়ে থাকে। অক্টোবর হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত এরা জোড়া বাঁধে এবং বসন্তের শুরুতে স্ত্রী পাখি ডিম পাড়ে।

পাতি সরালি হাঁস

English Name : Lesser Whistling Duck
Scientific Name : *Dendrocygna javanica*

পাতি সরালি হাঁসের দেহ কালচে- বাদামি রংয়ের ও ঘাড় লম্বা। প্রাপ্ত বয়স্ক পাখির পিঠ গাঢ় কালচে-বাদামি ও দেহতল তামাটে। মাথার চাঁদি গাঢ় বাদামি, মাথা ধূসরাভ পীত রংয়ের। ওড়ার পালক কালচে। ডানার আগা, কোমর ও লেজ-ঢাকনি উজ্জ্বল তামাটে। চোখ মলিন, বাদামি ঠোঁট স্লেট-ধূসর। উদ্ভিদপূর্ণ মিঠা পানির হ্রদ; বিল, ঝিল, হাওড়, অগভীর জলাশয় নদীতে বিচরণ করে। সাধারণত ঝাঁকে ঝাঁকে থাকতে দেখা যায়। এদের খাদ্য তালিকায় আছে জলজ আগাছা, বীজ-কচিকা, মাছ, পোকামাকড়, শামুক ইত্যাদি। এপ্রিল-সেপ্টেম্বর মাসে প্রজনন সম্পন্ন করে।

বড় সরালী

English Name : Fulvous Whistling Duck
Scientific Name : *Dendrocygna bicolor*

অত্যন্ত সুলভ এক প্রজাতির হাঁস। সারা পৃথিবীতে বিশাল এলাকা জুড়ে এদের আবাস। বড় সরালী আকারে অনেক বড়। এদের গলা লম্বা। দেহের বর্ণ লালচে বাদামি। ডানার বর্ণ কালচে বাদামি, তাতে অনিয়মিত লালচে পালকের সারি দেখা যায়। গলায় পালকের বর্ণ একটু হালকা। পার্শ্ব দেশের পালকের রং হালকা। লেজের বর্ণ সাদা। পায়ের বর্ণ কালচে ধূসর। পা অনেকটা দেহের শেষ ভাগে অবস্থিত। ঠোঁট ধূসর বর্ণের, লম্বা ঠোঁটের অগ্রভাগে ত্রিকোণাকার কালো ত্রিভুজ থাকে। চোখের মণি কালো। বড় সরালী একই সাথে স্থানিক ও পরিযায়ী স্বভাবের। এরা অস্থির স্বভাবের ও পরিযায়ন করে অনেক দূর দুরান্তে চলে যায়। এরা একই সাথে দিবাচর ও নিশাচর। সরালীরা জোড়া বাঁধে তবে প্রজনন ও শীতকালে দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে। বড় সরালী মিঠা পানির হাঁস। হ্রদ, বিল, জলাভূমি, জলমগ্ন আবাদি জমি এদের প্রিয় আবাসস্থল। উদ্ভিদপূর্ণ জলাশয় ও ধানক্ষেত এদের অন্যতম বিচরণস্থল। প্রধানত তৃণভোজী, জলজ উদ্ভিদ, উদ্ভিদের বীজ, ধান এদের প্রধান খাদ্য। জলজ পোকামাকড়ও খেয়ে থাকে। বড় সরালীর প্রজননের নির্দিষ্ট কোনো ঋতু নেই। স্থানভেদে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে একবারই ডিম পাড়ে।

খয়রা চখাচখি

English Name : Ruddy Shelduck
Scientific Name : *Tadorna ferruginea*

খয়রা চখাচখি দারুচিনি রঙের হাঁস। চখাচখি বলতে আসলে একটি হাঁসকে বুঝায় না বরং একজোড়া হাঁসকে বোঝায়। পুরুষ হাঁসকে চখা ও স্ত্রী হাঁসকে চখি বলা হয়। এরা সবসময় জোড়ায় থাকে, একারণেই এদের এমন নাম। চখাচখি বেশ বড় আকারের হাঁস। চখা ও চখির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। চখা কমলা-বাদামি থেকে দারুচিনি বর্ণের। মাথা ও ঘাড় হালকা বাদামি। ডানায় ধাতব সবুজ পতাকা ও সাদা ঢাকনি-পালক থাকে। প্রান্ত পালক ও লেজ কালো। চখি, চখার চেয়ে আকারে ছোট। চোখের রং বাদামি। ঠোঁট, পা ও পায়ের পাতা কালো। চখাচখি পলিময় উপকূল, হ্রদ, বড় নদীর চর ও হাওড়ে বিচরণ করে। ঘন বন বা ঝোপ সমৃদ্ধ জলাশয় এড়িয়ে চলে। সাধারণত জোড়ায় দেখা যায় তবে শীতকালে ছোট ছোট ঝাঁকে বিচরণ করে। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার উত্তর ও দক্ষিণাংশে চখাচখি দেখা যায়। বিশ্বে অনেক দেশে এরা পরিযায়ী হয়ে আসে। এশিয়ার তুরস্ক থেকে জার্মান পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি। শীতকালে বাংলাদেশের বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট, রাজশাহী বিভাগের হাওর ও নদ নদীতে দেখা যায়। চখাচখি সর্বভূক। এদের খাদ্য তালিকায় আছে শস্যদানা, অঙ্কুরিত উদ্ভিদ, নরম পাতা, চিংড়ি, কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী, শামুক, জলজ পোকামাকড়, কেঁচো, ব্যাঙ, সরীসৃপ ইত্যাদি। মে-জুন মাস এদের প্রজননকাল।

গ্রে ক্রাউনড ক্রেন

English Name : Grey Crowned Crane
Scientific Name : *Balearica regulorum*

দক্ষিণ সাহারা এবং আফ্রিকান সাভানা অঞ্চল এ পাখির আদি নিবাস। গ্রে ক্রাউনড ক্রেন এর দেহের পালক ধূসর বর্ণের। ডানায় সাদা রঙের প্রাধান্য রয়েছে। মাথার চূড়ায় সোনালি পালকের মুকুট থাকে। মুখ পার্শ্ব সাদা এবং গলার দিকে লাল বর্ণের মাংসল লতিকা থাকে। ঠোঁট তুলনামূলকভাবে ছোট ও ধূসর। পা কালো, ঘাসের মধ্যে হেঁটে চলার জন্য তাদের রয়েছে লম্বা পা। পায়ের পাতা অনেক বড়। এদের জলাভূমি, তৃণভূমি, কৃষি জমি, নদী উপকূলে ঘাসযুক্ত জলাভূমি, হ্রদ এ সকল স্থানে এদের দেখতে পাওয়া যায়। উঁচু গাছের ডালে বিশ্রাম নেয়। এরা সর্বভূক, উদ্ভিদ, বীজ, শস্য, পোকা, ব্যাঙ, কেঁচো, সাপ, ছোট মাছ, বিভিন্ন জলজ প্রাণীর ডিম ইত্যাদি খায়। গ্রীষ্মকাল এদের প্রজননকাল।

মদনটাক

English Name : Lesser Adjutant
Scientific Name : *Leptoptilos javanicus*

মদনটাক বা ছোট মদনটাক একটি বৃহদাকার জলচর পাখি। এর নগ্ন ঘাড় ও মাথা রয়েছে। বৃহদাকৃতির পাখিটির সম্মুখাংশে নগ্ন বা টেকো মাথা এবং ঘাড় ছাড়াও বড় ধরনের অনুজ্জ্বল হলদে চক্ষু রয়েছে। প্রাপ্ত বয়স্ক পাখির পিঠের দিক উজ্জ্বল কালো। দেহতল সাদা। ডানার গোড়ায় কালো তিলা থাকে। এছাড়া ডানার মধ্যে পালক ঢাকনি, কাঁধ-ঢাকনি ও ডানার বর্ণ কালো। ডানা ঢাকনি ও ডানার ভেতরে বড় পালক-ঢাকনির পাড় সরু সাদা। টেকো মাথার চাঁদি ও ঘাড়ে হলদে ধূসর রঙের বিক্ষিপ্ত চুলের মত পালক থাকে। পালকহীন মুখের চামড়া ও ঘাড় লালচে, গলা হলদে বা লালচে, চোখ সাদা বা স্লেট ধূসর, পা লম্বা, পায়ের পাতা, নখর ও পা সবুজে-ধূসর হতে স্লেট কালো। স্ত্রী ও পুরুষ পাখি দেখতে একই রকম। মদনটাক বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রায়শই এদেরকে বড় নদ-নদী বা হ্রদ এলাকায় দেখা যায়। ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়শিয়া, ভিয়েতনাম এদের প্রধান আবাসস্থল। এরা প্রায় সময় একাকী পানিতে চরে বেড়ায়। একমাত্র প্রজনন মৌসুমে এরা জোড়া বাঁধে। এরা জলচর পাখি। মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ এবং অন্যান্য পোকামাকড়, মেরুদণ্ডী প্রাণী ভক্ষন করে থাকে। কদাচিৎ এরা গলিত পচা মাংস খেয়ে থাকে। এছাড়াও ছোট ছোট পাখি, ইঁদুর ইত্যাদিও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ভারতের দক্ষিণাংশে ফেব্রুয়ারি-মে, উত্তর পূর্বাংশে নভেম্বর-জানুয়ারি এ সময়কাল এদের প্রজননকাল হিসেবে ধরা হয়।

কালেম

English Name : Purple Moorhen
Scientific Name : *Porphyrio porphyrio*

বেগুনি কালেম কালচে বেগুনি রং এর জলচর পাখি। পাখিটি বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, ওশেনিয়া, আফ্রিকা আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। বেগুনি কালেম মুরগির আকারের বেগুনি বর্ণের একটি পাখি। এদের মাথার চাঁদি বর্মে ঢাকা। ঠোঁটের গোড়া মোটা দুপাশ থেকে চাপা, ডানা গোলাকার। পা এবং আঙুল বেশ লম্বা ও শক্তিশালী। কালেমের শরীর নীলচে বেগুনি রং এর শোভা। তবে মাথা ও গলা ফিকে রঙের, ডানা সবুজ ও লেজ তল সাদা রঙের। স্ত্রী ও পুরুষ পাখির চোখের রং রক্তলাল। বেগুনি কালেম হাওর, বিল, নলবন ও ঘাসযুক্ত জলাভূমিতে বিচরণ করে। দলবদ্ধ বা জোড়ায় এদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের হাওরে পাওয়া যায়। কচুরিপানা তাদের প্রিয় স্থান। জলজ ঘাস, উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, মোলাস্ক ইত্যাদি তাদের খাদ্য। জুলাই হতে ডিসেম্বর এর মধ্যে এরা প্রজনন সম্পন্ন করে।

কালো তিতির

English Name : Black Francolin
Scientific Name : *Francolinus francolinus*

কালো তিতির আমাদের দেশি মুরগির পরিবার অন্তর্ভুক্ত। পুরুষ তিতির দেখতে খুব সুন্দর। পিঠের দিকটায় কাজল কালোর উপর সাদা লালচে ফোঁটা দাগ রয়েছে। ঠোঁট-মুখ কালো, গাল সাদা। গলা লাল রঙের। পেটের দিকটা কালো, পাখা কালো, হালকা বাদামির উপর সাদা ফুটকি দেওয়া। স্ত্রী কালো তিতিরের পিঠের দিকটা হালকা বাদামি, ঘাড়ের পেছনে লাল, কান ও চোখের উপরিভাগের রং লাল। দেহের নিচের দিকটা সাদা কালোয় দাগানো। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পাখির চোখের রং বাদামি, ঠোঁট কালো। কালো তিতির বাংলাদেশের বিরল আবাসিক পাখি। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, তুরস্ক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান- এ দেখা যায়। এরা সাধারণত মাটিতে থাকে, উঁচু ঘাসের বন, ঝোপঝাড়, চা বাগান, কৃষি খামারে বিচরণ করে বেড়ায়। এরা ঘাসের বীজ, শস্যকণা, ঘাসের মোথা, খল, পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে। মার্চ-অক্টোবর মাস এদের প্রজনন সময়।

ময়ূর

English Name : Common Pea Fowl
Scientific Name : *Pavo cristatus*

দেশি ময়ুর বড় আকারের ভূ-চর পাখি। পুরুষ পাখির চেহারা ও আকার স্ত্রী পাখি থেকে অনেকটা আলাদা। পুরুষ পাখির মাথায় খাড়া চূড়া; মাথা ও ঘাড় উজ্জ্বল নীল; পিঠ ও কোমর ধাতব সবুজ, প্রজনন ঋতুতে লেজের ওপর দীর্ঘ বেগুনি পেখম হয়। পেখমের দীর্ঘ পালকের প্রান্তে কালো চক্রের মধ্যে নীল চোখ থাকে। উজ্জ্বল নীল ডানা-ঢাকনির উপরে ও ডানায় কালো ডোরা আছে। ডানার প্রান্তে পালক বাদামি। স্ত্রী পাখির ঘাড় সবুজ, মুখ, গলা ও পেট সাদা, ঘাড়ের নিচের দিক ধাতব সবুজ, লেজের উপর পেখম হয় না। পুরুষ ও স্ত্রী পাখি উভয় এর চোখ পিঙ্গল বাদামি, ঠোঁট গাঢ় শিং রঙের। পা ও পায়ের পাতা ধূসর বাদামি এবং নখর কালচে। দেশি ময়ুর পাতা ঝরা বনে, বনতলে, বন সংলগ্ন গ্রাম ও মাঠে বিচরণ করে। সাধারণত এক ঝাঁকে একটি পুরুষ ও ৩-৫ টি স্ত্রী পাখি থাকে। দেশি ময়ুর বাংলাদেশের প্রাক্তন আবাসিক পাখি এখন আর এটি দেখা যায় না। মালদ্বীপ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র এর বৈশ্বিক বিস্তৃতি রয়েছে। মাটি আঁচড়ে, ঝরা পাতা উল্টে এরা খাবার খোঁজে। খাদ্য তালিকায় আছে শস্যদানা, বীজ, ফল, কেঁচো, পোকামাকড়, টিকটিকি ও সাপ। জানুয়ারি-মার্চ মাস পর্যন্ত এদের প্রজনন সময়।

বন মোরগ

English Name : Red Jungle Fowl
Scientific Name : *Gallus gallus*

বন মোরগ বর্ণাঢ্য ভূ-চর পাখি হিসাবে পরিচিত। পুরুষ পাখির ঘাড় থেকে গাঢ় কমলা লাল রং এর উপর সোনালি হলুদ মেশানো ঝুলন্ত পালক পিঠ পর্যন্ত নেমে গেছে। দেহতল কালচে বাদামি বর্ণের। লেজ কাস্তের মত লম্বা। কেন্দ্রীয় পালক দেখতে সবুজাভ কালো। ঠোঁট লাল, ঠোঁটের গোড়া বাদামি, চোখ কমলা লাল রংয়ের। নিচের ঠোঁটে ঝুলন্ত লাল লতিকা ও উপরের ঠোঁট হতে মাংসল ঝুঁটি থাকে। স্ত্রী পাখির মাথার চূড়া অনুজ্জ্বল লাল ও কপাল তামাটে। বন মোরগ সব ধরনের বন ও বাঁশের ঝোপে বিচরণ করে। সাধারণত জোড়া ও পারিবারিক দলে ঘুরে বেড়ায়। এরা মাটিতে হেঁটে চড়ে বেরিয়ে খাবার খোঁজে। বন মোরগ খাদ্য হিসেবে শস্যদানা, ঘাসের কচিকা, ফসলাদি, ফল, কেঁচো, পোকামাকড় ইত্যাদি খেয়ে থাকে। জানুয়ারি-অক্টোবর মাসে এরা প্রজনন সম্পন্ন করে।

ওয়াইল্ড টার্কি

English Name : Wild Turkey
Scientific Name : *Meleagris gallopavo*

পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ টার্কির গায়ের পালক কালচে বর্ণের। মাঝে মধ্যে বাদামি বর্ণেরও হয়ে থাকে। এদের বড়, লাল বর্ণের পালকবিহীন মাথা। গলা ও গলার সামনের মাংসল অংশ লাল রঙের। পুরুষ পাখির লম্বা গাঢ় বর্ণের ফ্যান আকৃতির লেজ এবং উজ্জ্বল তামাটে বর্ণের পাখা রয়েছে। পুরুষ টার্কি সাধারণত স্ত্রী টার্কি অপেক্ষা বড়। স্ত্রী টার্কি অনুজ্জ্বল, বাদামি বা ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে। মিশ্র কনিফার বনাঞ্চল, খোলা তৃণভূমি, বাগান, জলা অঞ্চল, ঝোপঝাড় ইত্যাদি এলাকায় এরা বসবাস করে। এ পাখি উত্তর আমেরিকা মহাদেশের স্থানীয় পাখি, বুৎপত্তিগতভাবে দক্ষিণ মেক্সিকান। টার্কি সাধারণত সর্বভূক পাখি, মাটিতে চরে খাবার খুঁজে বেড়ায়। ছোট উদ্ভিদ ও ঝোপঝাড়ে লাফিয়ে উঠে যেতে পারে খাবার খোঁজার জন্য। তারা শস্য দানা, বাদাম, বীজ, রুট, পোকামাকড় ইত্যাদি খায়। এছাড়াও ছোট সাপ, ব্যাঙ, সরীসৃপ খেয়ে থাকে। মার্চ-এপ্রিল মাস এদের প্রজননকাল।

গোল্ডেন ফিজেন্ট

English Name : Golden Pheasant
Scientific Name : *Chrysolophus pictus*

পুরুষ পাখির সোনালি হলুদ বর্ণের ঝুঁটি রয়েছে মাথার চাঁদিতে। মুখ, গলা, ঘাড়ের পাশের অংশ বিবর্ণ ও তামাটে বর্ণের। গলার মাংসল অংশ হলুদ বর্ণের এবং মাথার উপরিভাগ উজ্জ্বল কমলা রং এর। শরীর এর উপরিভাগ সবুজ এবং বাকী অংশ ও লেজ হলদে সোনালি বর্ণের। পুরুষ পাখির লেজের মধ্যাংশের পালক কালো ফোটা দাগ যুক্ত। স্ত্রী পাখি কম আকর্ষণীয় বাদামি বর্ণের পালকযুক্ত। উভয়ের পা ফ্যাকাসে হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। পশ্চিম চীন দেশীয় পাহাড়ি বনাঞ্চলের স্থানীয় পাখি গোল্ডেন ফিজেন্ট। তবে বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে এই পাখি দেখতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে এদের খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। ঘন অন্ধকার কনিফার ফরেস্ট এদের বাসস্থান। রাত্রিকালে উঁচু গাছের ডালে এরা বিশ্রাম নেয়। মাটি থেকে শস্য দানা, পাতা, কুঁড়ি, কীটপতঙ্গ খেয়ে থাকে। এপ্রিল-জুলাই মাস এদের প্রজননকাল।

ব্লু এন্ড গোল্ড ম্যাকাও

English Name : Blue and Yellow Macaw
Scientific Name : *Ara ararauna*

ব্লু এন্ড গোল্ড ম্যাকাও হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকান প্যারট। এর শরীরে উপরিভাগ নীল এবং নিচের অংশ হলুদ। আকর্ষণীয় রঙ ও কথা বলতে পারার সক্ষমতার জন্য সারা বিশ্বে এ পাখি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ব্লু এন্ড গোল্ড ম্যাকাও হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান অরণ্যের ম্যাকাও গোত্রের সর্ববৃহৎ প্রজাতির একটি পাখি। নীল রঙের ডানা ও লেজ, ঘন নীল চিবুক, নীচের দিকে সোনালি রং এবং মাথার দিকে সবুজ রঙে সজ্জিত। চঞ্চুগুলো কালো রঙের হয় আবার চোখের নিচে মুখাকৃতি সাদা রঙের। মুখের নিচে ছোট কালো পালক রয়েছে। ভেনিজুয়েলা, দক্ষিণ পেরু, ব্রাজিল, বলিভিয়া ইত্যাদি দক্ষিণ আমেরিকান দেশসমূহে এ পাখির বিস্তৃতি। দক্ষিণ আমেরিকার ট্রপিকাল বনাঞ্চলে এ পাখি পাওয়া যায়। এদের আবাসস্থল স্বাদুপানির এলাকায়। অনেক ধরনের ম্যাকাওকে দক্ষিণ আমেরিকার বন্যামুক্ত পরিবেশ কিংবা গাছ গাছালিতে পূর্ণ গহীন বনাঞ্চলে বাস করতে দেখা যায়। পোষ্য অবস্থায় এরা বিভিন্ন তাজা সবজি, ফল খেয়ে থাকে। এরা মূলত ফলভোজী, শক্ত ঠোঁটের দ্বারা বাদাম জাতীয় শস্যে খোলস ভেঙে খেতে সক্ষম। এদের প্রজনন বছরের যে কোনো সময় হয়ে থাকে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শীতের মধ্যভাগ হতে বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎকাল পর্যন্ত হতে পারে।

ইয়োলো কালার ম্যাকাও

English Name : Yellow Collared Macaw
Scientific Name : *Primolius auricollis*

ইয়োলো কালার ম্যাকাও সবচেয়ে ছোট মধ্য দক্ষিণ আমেরিকান প্যারট। এটি নিউট্রপিকান প্যারট গ্রুপের সদস্য এবং ম্যাকাও নামে পরিচিত। পাখিটির শরীরের উপরিভাগ উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের। সাধারণত পালক সবুজ বর্ণের, প্রাপ্ত বয়স্ক হবার সাথে সাথে শরীরের উপরি অংশ হলুদ বর্ণ ধারণ করে। লম্বা লেজ ভেতরের পালক লাল রঙের, সংকীর্ণ মধ্যাংশ সবুজ এবং লেজের আগা নীল বর্ণের হয়ে থাকে। এদের পা ফ্যাকাসে গোলাপি বর্ণের, চোখের আইরিস লাল হতে হলুদ বর্ণের। ঠোঁট অত্যন্ত শক্ত এবং কালো বর্ণের হয়। ব্রাজিল, উত্তর আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া, ইত্যাদি দক্ষিণ আমেরিকান দেশসমূহের পাখি এই ম্যাকাও গভীর বনাঞ্চল, তৃনভূমি, সাভানাহ, ছোট অগভীর বনাঞ্চলে এদের বাসস্থান। ফল, ফুল, ফুলের কলি, বীজ, শস্যদানা ইত্যাদি খেয়ে থাকে।

আফ্রিকান গ্রে প্যারোট

English Name : African Grey Parrot
Scientific Name : *Psittacus erithacus*

আফ্রিকান গ্রে প্যারোট মধ্যম আকৃতির তোতা পাখি। গায়ের রঙ ধূসর বর্ণের। কালো রঙের ঠোঁট। আফ্রিকান গ্রে প্যারোট এর বুৎপত্তি পশ্চিম ও মধ্যম আফ্রিকার নিম্নভূমি হতে উত্তর এঙ্গোলা এবং গায়ানা পর্যন্ত। সারা পৃথিবীতে দুই প্রজাতির আফ্রিকান গ্রে প্যারোট পাওয়া যায়। আফ্রিকান গ্রে প্যারোট গভীর ঘন বনাঞ্চলে থাকতে পছন্দ করে। এদেরকে বনভূমির প্রান্তে অথবা খোলা তৃণভূমিতে পাওয়া যায়। এরা সম্পূর্ণভাবে ফলভোজী পাখি। বিভিন্ন প্রকার ফল, বীজ, বাদাম, ফুল, গাছের বাকল ইত্যাদি এদের প্রধান খাদ্য। এছাড়াও বিভিন্ন সবজি, গাজর, সিদ্ধআলু, মটরশুটি, শিম ইত্যাদি তারা পোষ্য অবস্থায় খায়। মার্চ হতে এপ্রিল এদের প্রজননকাল।

মিউটেশন রিং নেক প্যারাকিট/রোজ-রিং প্যারাকিট

English Name : Mutation Ring Nack Parakeet
Scientific Name : Psittacula Krameri

মিউটেশন রিং নেক প্যারাকিট মধ্যম আকৃতি, লম্বা পাখা ও লেজ বিশিষ্ট, ফ্যাকাসে সবুজ রং এর টিয়া। ঠোঁটের রঙ উজ্জ্বল লাল বর্ণের। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ পাখির লাল বা কালো বর্ণের নেক রিং রয়েছে। তবে স্ত্রী পাখি ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাখির গলায় ফ্যাকাসে থেকে গাঢ় ধূসর বর্ণের নেক রিং থাকে যা মাঝে মধ্যে অনুপস্থিত থাকে। সাধারণত রোজ রিং প্যারাকিট ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, সাব-সাহারান উত্তর আফ্রিকায় পাওয়া যায়। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় Caged Bird হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বন্য রোজরিং প্যারাকিট গভীর বনাঞ্চল হতে হালকা, তৃণভূমির অঞ্চল এমনকি শহর অঞ্চলে দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এরা ফলভোজী, বিভিন্ন প্রকার বীজ, ফল, বেরী, বাদাম, ফুলের পাপড়ি, মধু, কুঁড়ি, সবজি এরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। বসন্ত ঋতু এদের প্রজনন সময়। এরা গাছের কোঠরে বাসা তৈরি করে এবং ডিম পেড়ে থাকে।

সান কনিউর

English Name : Sun Parakeet/Sun Conure.
Scientific Name : *Aratinga solstitialis*

সান প্যারাকিট বা সান কনিউর উজ্জ্বল বর্ণের মধ্যম আকৃতির পাখি। পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ সান কনিউর একই বর্ণ ও আকৃতির হয়ে থাকে। উজ্জ্বল সোনালি-হলুদ বর্ণের পাখা এবং পেটের ও মুখের অংশে কমলা বর্ণের ছোপ রয়েছে। আকর্ষণীয় এ পাখিটি সামাজিক এবং দলবদ্ধ হয়ে থাকতে পছন্দ করে। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের স্থানীয় পাখি সান কনিউর। এছাড়াও ব্রাজিল, সাউদার্ন গায়ানা, সুরিনাম, ফ্রেঞ্চ গায়ানার উপকূলীয় অংশেও এদের বিস্তৃতি রয়েছে। ট্রপিকাল অঞ্চলসহ উষ্ণ সাভানাহ বনাঞ্চল, উপকূলীয় বনভূমিতে এদের দেখতে পাওয়া যায়। আমাজান নদীর অববাহিকা, আর্দ্র উষ্ণ বনাঞ্চল এদের আবাসস্থল। বন্য অবস্থায় এরা মূলত ফল,ফুল, বেরী, বীজ, বাদাম, শস্য, দানা, ছোট পোকা খেয়ে থাকে। আগস্ট হতে অক্টোবর পর্যন্ত এদের প্রজননকাল।

জানদিয়া কনিউর

English Name : Jandaya Parakeet/Jandaya Conure
Scientific Name : *Aratinga jandaya*

জানদিয়া কনিউর ছোট আকৃতির নিউট্রপিকান প্যারট। সবুজ পাখা ও লেজ বিশিষ্ট এ পাখির শরীরের নীচের অংশ লালচে কমলা বর্ণের। মাথা ও ঘাড় হলুদ বর্ণের এবং ঠোঁট কালো বর্ণের হয়ে থাকে। লেজের শেষ অংশের পাখা নীল বর্ণের। ব্রাজিলের উত্তর পূর্বাংশের নিজস্ব পাখি জানদিয়া কনিউর। এছাড়াও প্যারাগুয়ের কিছু অংশেও এ পাখিটি পাওয়া যায়। এরা দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। সাধারণত নিম্নভূমি, ডেসিডুয়াস বনাঞ্চলে এদের দেখা যায়। মূলত ফলভোজী, বিভিন্ন ফল শস্যদানা, ফুল, ছোট পোকা এদের প্রধান খাদ্য। আগস্ট হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এদের প্রজননকাল।

ইলেকটাস প্যারোট

English Name : Eclectus Parrot
Scientific Name : *Eclectus roratus*

উজ্জ্বল আকর্ষণীয় বর্ণের মধ্যম আকৃতির এ পাখি সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তর পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় পাখি। পুরুষ ইলেকটাস প্যারোট উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের পালক যুক্ত এবং স্ত্রী পাখি উজ্জ্বল লাল ও পার্পল বা নীল পালকযুক্ত। পাখার প্রান্তদেশ নীল রঙের। পুরুষ পাখির প্রাথমিক পালক নীল বর্ণের। পার্শ্বদেশ ও ডানার ঢাকনি লাল বর্ণের। লেজের পালকগুলো মধ্যাংশ বরাবর সবুজ তবে কিনারার দিকে পালকগুলো নীল রঙ ধারণ করে। স্ত্রী পাখির ডানার ঢাকনি আবরণ গাঢ় বেগুনি বর্ণের। ডানার প্রান্তীয় অংশ ফিকে লাল-নীল বর্ণের। লেজের কিনারা হলুদ, কমলা উপরিভাগে, নিচের অংশ গাঢ় হলুদ বর্ণের। প্রাপ্ত বয়স্ক পাখির চোখের আইরিশ হলুদ ও কমলা বর্ণের। তবে বাচ্চা পাখির চোখের আইরিশ বাদামি কালো। সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, সুম্বা, নিউগায়ানা এবং এর নিকটবর্তী দ্বীপসমূহ, উত্তরপূর্ব অস্ট্রেলিয়া, মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জের স্থানীয় পাখি। এরা একসঙ্গে প্রচুর সংখ্যক দলবদ্ধ হয়ে বনাঞ্চলে, গাছের উঁচু অংশে বাস করে। বন্য ইলেকটাস প্যারট ফল, বাদাম, ফুল, কুঁড়ি, পাতা, শস্য দানা ইত্যাদি খায়। পোষ্য অবস্থায় বিভিন্ন রকম ফল (আম, পেয়ারা, কলা, তরমুজ, বাঙ্গি, পেঁপে, শস্য) খেয়ে থাকে। খাদ্যপ্রাপ্তি ও সুবিধাজনক পরিবেশে বছরে একবার যে কোনো সময় প্রজনন করে থাকে।

রেইনবো লরিকিট

English Name : Rainbow Lorikeet
Scientific Name : *Trichoglossus moluccanus*

রেইনবো লরিকিট অস্ট্রেলিয়া মহাদেশীয় পাখি। উত্তর কুইন্সল্যান্ড থেকে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া এবং তাসমানিয়া পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। এদের পালক অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং আকর্ষণীয় এদের মাথা গাঢ় নীল বর্ণের এবং সবুজাভ হলুদ কলার রয়েছে। পাখা, পিঠ, লেজের উপরিভাগ হচ্ছে গাঢ় সবুজবর্ণের। স্ত্রী এবং পুরুষ পাখি প্রায় অভিন্ন। রেইনবো লরিকিট অস্ট্রেলিয়ার আবাসিক পাখি। Caged বার্ড হিসেবে সারা বিশ্বে এ পাখি জনপ্রিয়। এটি রেইন ফরেস্ট উপকূলীয় বনভূমি, ঝোপঝাড় ইত্যাদি জায়গায় থাকে। এরা জোড়ায় বা দলবদ্ধ হয়ে একত্রে ভ্রমণ করে। মূলত এরা ফলভোজী। এছাড়াও পরাগরেণু, নেক্টার ইত্যাদি খায়। ফুল হতে নেক্টার ও মধু সংগ্রহের জন্য তাদের জিহ্বাতে প্যাপিলেট অঙ্গ সংযুক্ত রয়েছে। সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত এদের প্রজননকাল।

রোসেলা

English Name : Rosella (Yellow and Red)
Scientific Name : *Platycercus eximius*

রোসেলা অস্ট্রেলিয়ান প্যারট। *Platycercus* গণের প্রায় ছয় প্রজাতির রোসেলা প্যারট পাওয়া যায়। মধ্যমাকৃতির পাখিটির রয়েছে লম্বা লেজ। পিঠের দিকের পালক রঙিন শামুক খোলের ন্যায় থাকে যা বিভিন্ন প্রজাতির পাখি শনাক্ত করতে সাহায্য করে। এর মাথা লাল। গণ্ডদেশ সাদা। ঠোঁট সাদা এবং আইরিশ বাদামি। বুকের উপরাংশ লাল এবং নিচের অংশ হলদে হয়ে পেটের অংশে এসে সবুজে শেষ হয়। পেছনের পালক ও ঘাড়ের অংশ কালো যার মধ্যে হলুদ ও সবুজ দাগ কাটা রয়েছে। ডানা এবং লেজের পার্শ্বীয় পালক নীল এবং লেজ সম্পূর্ণ সবুজ। পা ধূসর, স্ত্রী ও পুরুষ প্রায় অভিন্ন হলেও স্ত্রী পাখি অনেকটা অনুজ্জ্বল ও মলিন হয়ে থাকে। স্ত্রী পাখির ডানার ভেতরের দিকে স্ট্রাইপ বা দাগকাটা থাকে। পূর্ব অস্ট্রেলিয়া হতে তাসমানিয়া এদের প্রাকৃতিক বিস্তৃতি। খোলা বনাঞ্চল, বনভূমি, উঁচু গাছ, বাগান, ঝোপঝাড় এমনকি পার্ক এলাকায় এ পাখি দেখতে পাওয়া যায়। কৃষি জমি, শস্যক্ষেত্রের আশেপাশে এদের দলবদ্ধ আকারে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। শস্যদানা, ফল তাদের প্রধান খাদ্য। বসন্তকাল হতে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত এদের প্রজনন সময়।

সবুজ টিয়া

English Name : Rose-Ringed Parakeet
Scientific Name : *Psittacula krameri*

সবুজ টিয়া কলাপাতা সুবজ রংয়ের দীর্ঘ সুপরিচিত স্থানীয় পাখি। দেহের কিছু অংশ ব্যতীত পুরো দেহই সবুজ। সরু ও লম্বা লেজে নীলের ছোপ, ঠোঁট লাল ও বড়শির মত। পুরুষ পাখির থুতনিতে কালো রেখা ও গলা ঘাড়ের পিছনে গোলাপি পাটল বর্ণ এবং স্ত্রী পাখির ঘাড় পান্না সবুজে ঘেরা থাকে। খোলা বনভূমি, পত্রঝরা বন, বাগান ও লোকালয়ে বিচরণ করে। সচরাচর ছোট ছোট দলে থাকে। ফলজ বৃক্ষের বাগান ও শস্য ক্ষেতে খাবার খায়। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে ফুল, ফল, শস্যবীজ লতাপাতা, পত্রগুচ্ছ ইত্যাদি। জানুয়ারি-জুলাই মাসের দিকে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

গালা ককাটেইল

English Name : Galah Cockatoo
Scientific Name : *Eolophus roseicapilla*

এ পাখির শরীরের উপরিভাগ ফ্যাকাসে রুপালি থেকে মধ্যম ধূসর বর্ণের, ফ্যাকাসে ধূসর লেজ, গোলাপি মুখ এবং বুক, মাথায় উজ্জ্বল গোলাপি বর্ণের ঝুঁটি রয়েছে। সাদা ঠোঁট এবং পা ধূসর বর্ণের, স্ত্রী পাখির চোখের আইরিশ লাল এবং পুরুষ পাখির কালো গাঢ় বাদামি বর্ণের। গালা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান পাখি। তাসমানিয়া অঞ্চলে এ পাখির বিস্তৃতি রয়েছে। এরা খোলা জায়গা, গাছের ডালে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। এরা ফল, শস্য, বীজ, তৃণ ইত্যাদি খেয়ে থাকে। এছাড়া কীটপতঙ্গও খেয়ে থাকে। বছরে একবার ডিসেম্বর হতে মার্চ পর্যন্ত এরা প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

ককাটেইল/কাকাতুয়া

English Name : Cockatiel
Scientific Name : *Nymphicus hollandicus*

ককাটেইল ভীষণ বুদ্ধিমান ও সামাজিক পাখি। সারা বিশ্বে caged bird হিসেবে ভীষণ জনপ্রিয়। এই পাখিটির আদিনিবাস অস্ট্রেলিয়া। মাথার উপরে খাড়া ক্রেস্ট হচ্ছে এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বন্য ককাটেইলসমূহ ধূসর বর্ণের এবং সাদা ছোপ যুক্ত পাখার কিনারায়। পুরুষ পাখির মুখ হলুদ বা সাদা বর্ণের, স্ত্রীর পাখির মুখের অংশের বর্ণ ধূসর বা উজ্জ্বল ধূসর বর্ণের। ককাটেইল অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের স্থানীয় পাখি। শুষ্ক বা অর্ধশুষ্ক স্থান এবং পানি প্রাপ্তি স্থানে পাওয়া যায়। এছাড়া খাদ্য ও পানির উৎস স্থানভেদে এদের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়। দলবদ্ধ হয়ে এরা বসবাস করে। এরা ফলভোজী, বিভিন্ন রকমের ফল, বীজ, বাদাম, ছোট পোকা, শস্য দানা খেয়ে থাকে। বছরের শেষভাগে বেশির ভাগ প্রজনন সম্পন্ন হয়।

ধনেশ

English Name: Great Indian Hornbill
Scientific Name: *Buceros biocornis*

গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্নবিল বা Great Pied Hornbill দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার স্থানীয় বিরাট আকারের পাখি। স্ত্রী পাখি পুরুষ পাখি হতে ছোট এবং চোখের রং নীলচে সাদা। এ পাখির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর অত্যন্ত বৃহদাকার ভারী ঠোঁট। এদের প্রকাণ্ড ঠোঁটটি নিচের দিকে বাঁকানো আর ঠোঁটের উপরে আছে শিংয়ের মতো গঠন। আপাত দৃষ্টিতে ঠোঁট অনেক ভারি মনে হলেও আসলে বেশ হালকা। কারণ ঠোঁট আর শিং ভিতরে ফাঁপা প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। এদের গায়ের পালক কালো, সাদা আর হলদে। ডানার মাঝ বরাবর লম্বা সাদা দাগ রয়েছে। সাদা লেজের শেষের দিকে আছে মোট কালো ব্যান্ড। এ পাখির মাথা, গলা, ঘাড় ও বুকের উপরের অংশ হলুদ। নিচের দিকে বাঁকানো মস্ত বড় ঠোঁটটি হলুদ। উপরের ঠোঁট লালচে। ঠোঁটের গোড়া কপালের পাশে থেকে গলা ও থুতনি কালো। ডানার কিনারা কালো, মাঝ বরাবর আলাদা মোটা পট্টি। পুরুষ পাখির বর্মে আগে পিছে কালো, বুক কালো। পেট, পা, অবসারণী ও লেজের নীচের ঢাকনা পালক সাদা। চোখের তারা লাল। স্ত্রী পাখির বর্মে কালো রং নেই বললেই চলে। চোখের তারা সাদা। গহীন বন এদের বাসস্থান। একটি জোড়া একই এলাকায় আজীবন থাকে। ধনেশরা গাছ ও পাথরের প্রাকৃতিক খোড়লে বাসা বানায়। বন্য হর্নবিল সাধারণত বিভিন্ন রকম ফল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়াও ছোট পোকামাকড়, ছোট সরীসৃপ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তবে টিকটিকি, ইঁদুর, সাপ ও গাছের কোটর থেকে অন্য পাখির ছানাও খেয়ে থাকে। জানুয়ারি-এপ্রিল এর মধ্য এরা প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

ভিমরাজ, বড় র‍্যাকেট ফিঙ্গে

English Name : Greater Racket-Tailed Drongo
Scientific Name : *Dicrurus paradiseus*

বড় র‍্যাকেট ফিঙ্গে ব্যতিক্রমী লেজ ও মাথার ঝুঁটিযুক্ত, পোকা শিকারি স্থানীয় পাখি। প্রাপ্ত বয়স্ক পাখির সম্পূর্ণ দেহ চকচকে কালো। কপালের ঝুঁটির পালক বাঁকা হয়ে ঘাড়ের পেছনে পড়েছে। লেজ মাঝারি, শেষ ভাগ সামান্য বাঁকানো উজ্জ্বল ফিতা থাকে। চোখ কালচে বাদামি, ঠোঁট কালো, পা ও পায়ের পাতা, নখর কালো। স্ত্রী ও পুরুষ পাখি দেখতে অভিন্ন। বড় র‍্যাকেট ফিঙ্গে চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট অঞ্চলের বনে দেখা যায়। এরা সাধারণত সকল বন, প্যারাবন, বাঁশঝাড়ে বিচরণ করে। সচরাচর একা বা জোড়ায় থাকে। বনের বড় গাছের পাতা ও ঘাস দিয়ে বাসা বানায়। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে উইপোকা, মথ, গোবরে পোকা, ফড়িং, টিকটিকি, ফুলের মধু ইত্যাদি। ফেব্রুয়ারি-জুলাই মাস এদের প্রজননকাল।

তিলা ঘুঘু

English Name : Spotted Dove
Scientific Name : *Streptoplia chinensis*

তিলাঘুঘু জনপদে ও বনে বিচরণকারী স্থানীয় শস্যভূক পাখি। এরা দেখতে বাদামি-পীতাভ রংয়ের। বাদামি পিঠ ও ডানায় পীতাভ তিলা রয়েছে। মাথার উপরিভাগ ও কান ঢাকনি ধূসর। ঘাড়ের পশ্চাৎভাগ পাটল বর্ণের এবং নিচের ভাগ ও ঘাড়ের পার্শ্ব ভাগ সাদা-কালো তিলার পট্টিযুক্ত। দেহের নিম্নভাগ আঙুর লালচে, গলা ও বুক ফিকে। চোখ লালচে বাদামি। ঠোঁট কালচে বর্ণের, পুরুষ ও স্ত্রী পাখি দেখতে অভিন্ন। তিলাঘুঘু আর্দ্র পাতা ঝরা বন, বাগান, কুঞ্জবন, আবাদি জমি, গ্রাম ও শহরে বিচরণ করে। সচরাচর জোড়ায় বা ছোট দলে থাকে। কাঁটাওয়ালা ঝোপ, বাঁশ ঝাড়, ছোট গাছে খড়কুটা দিয়ে বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে। এদের খাদ্য তালিকায় আছে বীজ ও খাদ্য শস্যকণা। এপ্রিল-জুলাই মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

হিল ময়না

English Name : Hill Moyna
Scientific Name : *Gracula religiosa*

পাহাড়ি পাখি হিল ময়না। গায়ের পালক কালো। মাথা কুচকুচে কালো। ঘাড়ের উপরের দিক বেয়ে দুপাশে দুটি বড় হলুদ লতিকা দুভাগ হয়ে চোখের নিচে নেমেছে। এদের কালো ডানায় একটি ছোট্ট সাদাটে পট্টি রয়েছে। চোখ গাঢ় বাদামি। ঠোঁট মজবুত গড়নের বর্ণ কমলা-হলুদ। পা ও পায়ের পাতা হলুদ। প্রজননের সময় গলা ও ঘাড়ে বেগুনি আভা দেখা যায়। স্ত্রী ও পুরুষ দেখতে একই রকম। এরা বৃক্ষচারী এরা সাধারণত মাটিতে নামে না। সারাদিন গাছে গাছে বিচরণ করেই খাবার সংগ্রহ করে। জোড়ায় বা ছোট দলেও তাদের বিচরণ করতে দেখা যায়। দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র এ পাখি দেখতে পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম, সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘন বনাঞ্চলে এদেরকে দেখতে পাওয়া যায়। ময়না সর্বভূক পাখি। পোকামাকড় হতে শুরু করে ফুলের মধু এবং ফল সবই খায়। পোষা ময়না ভাতও খায়। প্রজননকাল মূলত বর্ষাকাল।

শালিক

English Name : Starling
Scientific Name : *Acridotheres spp*

শালিক বাংলাদেশের সুপরিচিত আবাসিক পাখি। এদের আকার মাঝারি, লেজ খাটো, ঠোঁট সোজা, লম্বা। এদের পা ও পায়ের পাতা মজবুত, ডানা খাটো এবং গোলাকার থেকে লম্বা ও চোখা। স্ত্রী ও পুরুষ অভিন্ন। সারা বিশ্বে শালিকের প্রজাতি সংখ্যা প্রায় ১০৪ টি। বাংলাদেশে পাওয়া যায় ১২ টি প্রজাতি। তার মধ্যে ৩ টি পরিযায়ী। সাধারণত দল বেঁধে ওড়ে, বেশি দেখা যায় লোকালয়ে ও ক্ষেত খামারে। কোনো কোনো শালিক সর্বক্ষণ গরুর সাথে ঘুরে। উচ্চ ও কর্কশ সুরে ডাকে। গাছের খোড়ল, দালানের ফোকড়ে বাসা বানায়। কখনও গাছের উপর খড় ও ডালপালার বড় গোলাকার কাঠামো তৈরি করে। এরা সর্বভূক। কীটপতঙ্গ, ফল, শস্যদানা, ফুলের নির্যাস খায়। এছাড়াও পোকা, কেঁচো, বীজ, সরীসৃপ, মানুষের ফেলে দেয়া খাবার ও উচ্ছিষ্ট, মৃত প্রাণী ইত্যাদি খায়। মার্চ থেকে এপ্রিল মাস প্রজনন মৌসুম।

শঙ্খ চিল

English Name : Brahminy Kite
Scientific Name : *Haliastur indus*

শঙ্খচিল সাদা মাথা ও তামাটে বর্ণের শিকারি পাখি। প্রাপ্ত বয়স্ক পাখির ডানার কালো প্রান্ত পালক এবং সাদা মাথা, ঘাড় ও বুক ছাড়া পুরো দেহ অতি তামাটে। কাছ থেকে সাদা অংশে কালচে সরু ডোরা দেখা যায়। নীলচে-শিং রঙের ঠোঁটের আগা ফিকে; ঝিল্লি হলুদ; চোখ বাদামি এবং পা ও পায়ের পাতা অনুজ্জ্বল হলুদ। পুরুষ ও স্ত্রী পাখির চেহারা অভিন্ন। উপকূলীয় এলাকা, প্যারাবন, জলাভূমি, প্লাবিত ধানক্ষেত, পুকুর, মোহনা, জলাধার; আবর্জনার স্তূপ ও বনের প্রান্তে বিচরণ করে। প্রজননকালে এরা বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে মাছ, কাঁকড়া, ব্যাঙ, টিকটিকি, ছোট সাপ, পোকা, মুরগি ছানা, রোগা পাখি, ইঁদুর ও উচ্ছিষ্ট। ডিসেম্বর-এপ্রিল মাস এদের প্রজননকাল।

কবুতর

English Name : Rock pigeon
Scientific Name : *Columba livia*

জালালী কবুতর বাংলাদেশের অতি পরিচিত একটি পাখি। একে রক ডাভ বা রক পিজিয়ন বলা হয়। সব ধরনের রেসিং কবুতর, ফ্যান্সি কবুতর ও বুনো কবুতরের পূর্ব পুরুষ ধরা হয় এ প্রজাতিটিকে। পাখিটির আদি আবাস ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় হলেও অস্ট্রেলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়ও এর বিস্তৃতি রয়েছে। এদের দেহ শক্ত; ঘাড় খাটো, ঠোঁটের গোড়ায় মাংসল উপাঙ্গ রয়েছে। গাঢ়, নীলচে-ধূসর মাথা, গলা এবং বুক এর উপর উজ্জ্বল হলুদাভ, সবুজ এবং লালচে বেগুনী বর্ণের শোভা রয়েছে এর গলা এবং ডানার পালকে। চোখ আইরিশ কমলা রঙের, ঠোঁট ধূসর-কালো, পা গোলাপি লাল। স্ত্রী ও পুরুষ পাখি প্রায় অভিন্ন তবে স্ত্রী পাখি তুলনামূলক কম উজ্জ্বল। ধূসর ডানার উপর দুটি নির্দিষ্ট কালো দাগ এদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সারা বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এরা মোটামুটি বিস্তৃত। বাংলাদেশের সর্বত্র এদের দেখতে পাওয়া যায়। বাণিজ্যিকভাবেও ঘরে মানুষ শখের বসে কবুতর পুষে থাকে। এছাড়া বন্য অবস্থায় কবুতর, বৃক্ষ, ঝোপঝাড়, দালানের ফোকড় বা মাটিতে শুকনো লতাপাতা, খড় বা আবর্জনা দিয়ে বাসা তৈরি করে। শস্য, বীজ, ফল ও অন্যান্য উদ্ভিদাংশ এদের মূল খাদ্য।

কোঁচ বক

English Name : Indian Pond Heron, Paddy Bird
Scientific Name : *Ardeola grayii*

ভারতবর্ষ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে এ বক দেখা যায়। বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার, শ্রীলংকায় এ বক প্রচুর দেখা যায়। এদের আকার অনেকটা দেশি মুরগীর মত, অন্যান্য বকের তুলনায় এদের গলা বেশ খাটো। বসে থাকার সময় এদের গায়ের রং কালচে বা মেঠে দেখায়। পিঠে এবং বুকে খয়েরী রঙের লম্বা দাগ রয়েছে। পাখার প্রান্ত ভাগে সাদা পালক থাকে। উড়ে যাওয়ার সময় সাদা পালকে ঢাকা পাখা প্রকাশিত হয় এবং তখন এদেরকে সাদা বর্ণের বলে মনে হয়। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ বকের পিঠে গাঢ় বাদামি রঙের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ঠোঁট বেশ ধারালো। নিচের ঠোঁট হলুদ, উপরের ঠোঁট কালচে ও ঠোঁটের আগা কালচে রঙের। চোখ সবসময়ই কালো, বৃত্ত হলুদ। এরা মূলত সারা বছর একাকী থাকে। কখনো কখনো অনেক কোঁচ বক একত্রে দেখা গেলেও এরা দলের ভিতরেও একাকীই থাকে। এদেরকে সাধারণত ছোট ছোট জলাশয়ের কাছাকাছি চুপচাপ বসে থাকতে দেখা যায়। এছাড়া অল্প পানি আছে এমন মাঠে বসে থাকে। এরা মূলত খাবারের জন্য এভাবে বসে থাকে। হাওর, বিল, জলাশয়, খাল-বিল, নদী, ধান খেত ও প্যারাবনে বিচরণ করে। এরা ছোট ছোট মাছ, শামুক, ব্যাঙ ইত্যাদি খায়। এদের প্রজনন এর সময় বর্ষাকাল।

ছোট ধলা বক

English Name : Little Egret
Scientific Name : *Egretta garzetta*

এরা ছোট ধলা বক নামেও পরিচিত। দেহের গড়ন লম্বাটে চিকন। দেহের পালক সমস্ত ধবধবে সাদা। ঠোঁট সরু, লম্বা, কালো। পা লম্বা কালো। প্রজনন মৌসুমে পাখার ঝুঁটির পালক পিঠের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়ে। গলা অনেক লম্বা এবং দেখতে ইংরেজি S অক্ষরের মতো। পুচ্ছ খাটো থাকে। জলচর পাখি বক। পৃথিবী জুড়ে প্রায় ৬৫ প্রজাতির বক থাকলেও অ্যান্টার্কটিকায় কোনো বক দেখা যায় না। বাংলাদেশে রয়েছে ১৮ প্রজাতির বক। এরা জলাভূমির পাখি, তবে এরা সাঁতারু নয়। খাল, বিল, পুকুর, হ্রদ, নদী, ঝিল, হাওড়, বাওড় ও সমুদ্রকূল এদের বসবাস স্থান। ছোট ধলা বক পানির ধার ঘেঁষে বিশ্রাম নেয় ও বাসা বাঁধে ৭-১২ মিঃ উঁচু গাছে। বড় গাছে দলে দলে কলোনি করে বাসা বাঁধে। এরা ছোট মাছ, ব্যাঙ, কীটপতঙ্গ, ছোট ছোট সরীসৃপ শিকার করে। প্রজনন মৌসুম জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর।

গো-বক

English Name : Cattle Egret
Scientific Name : *Bubulcus ibis*

গো-বক এদেশেরই পাখি। দেশের সর্বত্র নজরে পড়ে। গবাদি পশুর চারণভূমিতে এদের দেখা যায় বেশি। নিরীহ স্বভাব। গবাদি পশুর কাছাকাছি অথবা পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। গবাদি পশুর গায়ে লেগে থাকা জোঁক, এটুলি এদের প্রিয় খাদ্য। সে কারণে গরু-মোষের সঙ্গে এদের বিশেষ সখ্য। তাই এদের নাম গো-বক। ঘাড় ছোট ও মোটা। ঠোঁট শক্ত, মোটা ও হলদেটে। ঠোঁটের গোড়া পালকহীন সবুজ ও হলুদ। দেহের সমস্ত পালক সাদা। প্রজনন সময়ে রঙ বদলায়। তখন মাথা, ঘাড়, পিঠ, গলার নিচে এবং বুক সোনালি বা বাদামি কমলা রঙ ধারণ করে। স্ত্রী-পুরুষ পাখি দেখতে একই রকম। পুরুষ পাখি আকারে খানিকটা বড়। গবাদি পশুর সাথে চারণভূমিতে বেশি দেখা যায়। এদের পুরো বাংলাদেশেই দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত মাঠে বিচরণরত গরুর পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায় ও মাটি থেকে পোকামাকড় খুঁটে খায়। প্রধান খাবার পোকামাকড়, জোঁক, ব্যাঙাচি, ফড়িং। মাছের প্রতি এদের আসক্তি কম। প্রজনন সময় মে-জুলাই। বাসা বাঁধে জলাশয়ের কাছাকাছি উঁচু গাছে। এছাড়াও বাঁশ ঝাড়ে এরা কলোনি টাইপের বাসা বাঁধে। ডিম পাড়ে ৩-৫টি। ডিম ফুটতে সময় লাগে ২১-২৩ দিন।

ইন্টারমিডিয়েট বা মধ্যমা বক

English Name : Intermediate Egret
Scientific Name : *Egretta intermedia*

Intermediete egret, Yellow- Billed Egret বা Mediam নামে পরিচিত। সারা শরীর সাদা পালকে ঢাকা। গাঢ়, কালো এবং মোটা হলুদ ঠোঁট। প্রজননকালে এদের ঠোঁটের রঙ লালচে বা কালো হয়। দুই ঠোঁটের যুক্ত স্থানের চামড়ার রং সবুজে-হলুদ রঙ ধারণ করে। Asia থেকে Australia ও East Africa তে দেখা যায়। নলবন, ঢোল কলমি, কচুরিপানা, জলজ উদ্ভিদ পূর্ণ জলাধার, বিল, বাদা খাল, পুকুর, ধানক্ষেতে বিচরণ করতে পছন্দ করে। এরা একাকী চরে বেড়ায়। অত্যন্ত সাবধানী ও লাজুক পাখি। ছোট মাছ, Crustaceans, ব্যাঙ, কীট পতঙ্গ ইত্যাদি এদের প্রধান খাদ্য। মে-জুলাই এদের প্রজননকাল।

নিশি বক

English Name : Night Heron
Scientific Name : *Nycticorax nycticorax*

নিশিবক মাঝারি আকৃতির অত্যন্ত সুলভ প্রজাতির বক। নিশি বক অনেকটা দেখতে ছোট বকের মত। মাথা ও পিঠ কালো, বাকি সারা দেহ, ডানা ধূসর বর্ণের। দেহের নিচের দিক ধূসরের আভাসহ সাদা। চোখ খুব বড় ও লালচে। পা কমলা, হলুদ। কপাল সাদা যা চোখের উপরে সাদা ভুরুর সাথে এসে মিশেছে। ঠোঁট হলদে আভাযুক্ত কালো বা পুরো কালো। প্রজননের সময় মাথার উপর থেকে খুব লম্বা দুটি বা তিনটি সুঁচালো পালক বের হয় এবং পা হয় লালচে। স্ত্রী ও পুরুষ বক উভয়ে দেখতে একই রকম তবে পুরুষ বক আকারে একটু বড় হয়। শীতপ্রধান ও মরু এলাকা ব্যতীত ইউরেশিয়া, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা এদের মূল আবাসস্থল। পুকুর, দিঘি, নদী, বিল, হ্রদ, জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ, কৃষিভূমি, ধানক্ষেত নিশি বকের প্রধান বিচরণস্থল। পরিযায়ী অবস্থায় এদের মোহনা, ঘাসভুমি ও উপকূলীয় এলাকাতে দেখা যায়। নিশি বক একশ ভাগ নিশাচর। মূলত পানির ধারে বা পানির উপরে ডালপালায় লম্বা সময় ধরে দাঁড়িয়ে সুযোগ মত মাছ ধরে খায়। ব্যাঙ, মাছ, ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী, ছোট সরীসৃপ, জলজ পোকা ও লাভা ইত্যাদি খায়। এপ্রিল-সেপ্টেম্বর এদের প্রজননকাল।

Pariah Kite, ভুবন চিল, বাদামি চিল, গোদা চিল

English Name : Black Kite
Scientific Name : *Milvus migrans*

ভুবনচিল সুলভ শিকারি পাখি। দুই মেরু ও দুই আমেরিকা মহাদেশ বাদে প্রায় পুরো পৃথিবী জুড়ে এদের বিস্তৃতি। লম্বা চেরা। লেজওয়ালা কালচে বাদামি শিকারি পাখি। প্রাপ্ত বয়স্ক পাখির দেহ স্পষ্ট গাঢ় লালচে বাদামি। পিঠ কালচে বাদামি, ডানার উপরের অংশের মধ্য ঢাকনি বরাবর ফিকে বাদামি রঙের ফিতা থাকে। ওড়ার সময় এর ডানার নিচের সাদা প্রাথমিক পালকগুলো নজরে পড়ে। ঠোঁট, স্লেট কালো। চোখ বাদামি। পা ও পায়ের পাতা ফিকে হলুদ। অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাখির মাথা ও পেটে প্রশস্ত সাদাটে কিংবা পিতাভ ডোরা থাকে। খোলা বিস্তীর্ণ এলাকা ভুবন চিলের প্রিয় এলাকা। এছাড়া ঘন বন, পাতলা বন, পার্বত্য অঞ্চল, নদীর পাড়, বেলা ভূমি, বন প্রান্ত, ঘাসবন সাভানা প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা যায়। এছাড়া বড় বড় বন্দর, শহরাঞ্চল, গ্রামাঞ্চলেও দেখা যায়। বড় বড় গাছে দলবদ্ধ হয়ে রাত কাটায়। শীতে বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী ভুবন চিল এসে বাংলাদেশে আবাসিক পাখির সাথে যোগ দেয়। ভুবন চিল সুযোগ সন্ধানী খাদক। এদের বসবাস পানির আশেপাশে হলে মাছই এদের প্রধান শিকার। এরা মৃত বা রুগ্ন মাছও খায়। আহত, মৃত বাচ্চা পাখি, সাপ, ব্যাঙ, সরীসৃপ ও পোকামাকড় খায়। এছাড়া উচ্ছিষ্ট বা পশুর মৃতদেহও খায়। মার্চ থেকে মে ভুবন চিলের প্রধান প্রজনন ঋতু।

তিলা ঘুঘু, টেডিকল, শিট ঘুঘু

English Name : Spotted Dove
Scientific Name : *Streptopelia chinensis*

তিলা ঘুঘু জনপদে ও বনে বিচরণশীল স্থানীয় শস্যভুক পাখি। এরা দেখতে বাদামি-পীতাভ রঙের। বাদামি পিঠ ও ডানায় পীতাভ তিলা রয়েছে। মাথার উপরিভাগ ও কান-ঢাকনি ধূসর; ঘাড়ের পশ্চাৎভাগ পাটল বর্ণের এবং নিচের ভাগ ও ঘাড়ের পার্শ্বভাগ সাদা কালো তিলার পট্টিযুক্ত। দেহের নিম্নভাগে সাদাসিধা আঙুল-লালচে, গলা ও বুক ফিকে এবং অবসারণী ও লেজতল ফাকনি সাদাটে। চোখ ফিকে লালচে-বাদামি, ঠোঁট কালো, পা ও পায়ের পাতা নীল-লালে মেশানো এবং নখর বাদামি। তিলা ঘুঘু বাংলাদেশের সকল বনাঞ্চল, গ্রাম ও শহরে দেখা যায়। এরা আর্দ্র পাতাঝরা বন, বাগান, কুঞ্জবন, আবাদি জমি, শহর ও গ্রামে বিচরণ করে। জোড়া বা ছোট দলে থাকে। কাঁটাওয়ালা ঝোপ, বাঁশঝাড়, খেজুর ও অন্যান্য ছোট গাছে খড়কুটা দিয়ে বাসা বানিয়ে এরা ডিম পাড়ে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে বীজ ও খাদ্যশস্য। এপ্রিল-জুলাই মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

রাজ ঘুঘু, ধলা ঘুঘু ইউরেশীয় কণ্ঠী ঘুঘু

English Name : Eurasian Collared Dove
Scientific Name : *Streptopelia decaocto*

ইউরেশীয় কণ্ঠী ঘুঘু ঘাড়ে কালো রিং এর মত কণ্ঠী পড়া অতি চমৎকার পাখি। এদের পৃষ্ঠীয় ভাগ সাদাটে ও দেহের নিম্নভাগ ফিকে বেগুনি- ধূসর । ডানাতল-ঢাকনি সাদা, প্রান্তীয় পালক কালচে, লেজের দু-পাশ সাদা ও লেজের উপপ্রান্তে দাগ থাকে। চোখ গাঢ় লাল, ঠোঁট বাদামি ও কালোয় মেশানো। পা ও পায়ের পাতা নীল লালে মেশানো এবং নখর কালো। পুরুষ ও স্ত্রী পাখির চেহারা অভিন্ন। বাংলাদেশের সর্বত্র, বনে, গ্রামে, খোলা প্রান্তরে বিচরণ করে। প্যারাবন, উপকূলীয় এলাকা, আবাদি জমি, বনের প্রান্ত, বাগান ও লোকালয়ে বিচরণ করে। জোড়া বা ছোট দলে এদের দেখা যায়। এরা খড়কুটা দিয়ে বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে বীজ ও শস্যদানা। বছরে একবার সুবিধামত সময়ে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

হলদে পা-হরিয়াল, বটকল

English Name : Yellow-Footed Green Pigeon
Scientific Name : *Treron phoenicopterus*

হলদে পা- হরিয়াল কোমল কলাপাতা সবুজ দেহের বৃক্ষচারী স্থানীয় পাখি। এর কপাল ফিকে সবুজ হলুদ, মাথার চাঁদি ধূসর, ঘাড়ের চতুর্পার্শ্বে প্রশস্ত জলপাই হলুদে মিশানো ফিতার মত। দেহতল ফিকে ধূসর সবুজাভ। বুকের তল, পেট, বগল ধূসর এবং গলা ফিকে ধূসর । চোখের বাইরের বলয় পাটল বর্ণের ও ভিতরে বলয় নীল, ঠোঁট ফিকে সবুজাভ। পা ও পায়ের পাতা উজ্জ্বল হলুদ। স্ত্রী পাখি পুরুষ পাখি থেকে অনুজ্জ্বল। হলদে পা হরিয়াল বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী বিভাগের বনাঞ্চলে পাওয়া যায়। আর্দ্র বনের ফলদ গাছ, কুঞ্জবন, বন প্রান্ত, বড় বট বৃক্ষ ও লোকালয়ে বিচরণ করে। সচরাচর ৫-২০টি পাখির দলে থাকে। গাছের ডালে পাতার পাতলা মাচার মত বাসা বানায়। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে ফল, বট, পাকুর, খেজুর, ডুমুর ইত্যাদি। মার্চ- জুন মাসের দিকে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

খুড়ুলে প্যাঁচা বা কোটরে প্যাঁচা

English Name : Spotted Owlet
Scientific Name : *Athene brama*

খুড়ুলে প্যাঁচা বাদামি তিলাওয়ালা নিশাচর শিকারি পাখি। এর পিঠ ধূসর-বাদামি, লম্বা, সাদা তিলার সারি আছে। দেহতল অনুজ্জ্বল সাদা, বাদামি তিলা আছে। মাথার বাদামি চাঁদিতে সাদা তিলা, ভ্রু-রেখা, মুখ চাকতি ও গলা বন্ধের পিছনটা ফিকে, গলা সাদা ঝিল্লি স্ফিত ও সবুজে বাদামি বর্ণের। চোখ সোনালি-হলুদ, ঠোঁট সবুজাভ। পা ও পায়ের পাতা অনুজ্জ্বল হলদে সবুজ ও নখ কালো। পুরুষ ও স্ত্রী পাখি দেখতে অভিন্ন। খুড়ুলে প্যাঁচা বাংলাদেশের সকল বনাঞ্চলে ও গ্রামে পাওয়া যায়। বনের প্রান্ত, আবাদি জমি, গ্রাম ও লোকালয়ে বিচরণ করে। জোড়া বা পারিবারিক দলে থাকে। তৃণময় খাড়া পাহাড়, গাছের ফাটল বা পুরানো দালানে বাসা বাঁধে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে উড়ন্ত পোকা, টিকটিকি, ছোট পাখি ইত্যাদি। এরা নভেম্বর-এপ্রিল মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

বাংলা কুবো, ছোট কানাকুক্কা

English Name : Lesser Coucal
Scientific Name : *Centropus bengalensis*

বাংলা কুবো পর্যায়ক্রমে সজ্জিত পালকে ঘেরা লম্বা লেজওয়ালা পাখি। অনুজ্জ্বল তামাটে কাঁধ-ঢাকনি ও ডানা ছাড়া পুরো দেহই চকচকে কালো। প্রাথমিক ও তৃতীয় সারির পালকের আগা বাদামি ও লেজ কালো। প্রজনন ঋতুতে পিঠ তামাটে ও দেহতল কালো হয়। প্রজননকাল ছাড়া পাখির কালচে বাদামি মাথা ও কাঁধ-ঢাকনিতে পিতাভ ডোরা এবং কোমরে কালচে বাদামি ও লালচে ডোরা যুক্ত থাকে। দেহতল পীতাভ এবং গলা ও বুকে ফিকে ডোরা যুক্ত থাকে। সব ঋতুতেই চোখ গাঢ় লাল, ঠোঁট কালো এবং পা, পায়ের পাতা ও নখর স্লেট কালো। স্ত্রী ও পুরুষ পাখির চেহারায় কোনো পার্থক্য নেই। বাংলা কুবো বাংলাদেশের স্থানীয় পাখি। উঁচু ঘাসের জমি, নল বন, ঘন গুল্ম, ঝোপ ও চা বাগানে বিচরণ করে, সচরাচর একা বা জোড়া থাকে। ভূমির কাছাকাছি ঘন ঝোপ, পত্রফলক, ঘাসের ডগা দিয়ে পার্শ্ব প্রবেশপথসহ ডিম্বাকার বাসা বানায়। এদের খাদ্য তালিকায় আছে ফড়িং ও অন্যান্য বড় পোকা। এরা মার্চ-অক্টোবর মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

কোকিল

English Name : Asian Koel
Scientific Name : *Eudynamys scolopacea*

এশীয় কোকিল লাল চোখের লম্বা লেজের কালচে পাখি যা অতি সুপরিচিত স্থানীয় পাখি। পুরুষ পাখিদের পুরো চকচকে কালো রঙের মধ্যে নীল ও সবুজের আমেজ থাকে। স্ত্রী পাখিদের পিঠে বাদামির ওপর সাদা ও পীতাভ চিতি। এদের উভয়েরই চোখ লাল, ঠোঁট আপেল সবুজ, পা ও পায়ের পাতা ফিকে নখর শিঙ রঙা ও পদতল সাদাটে। এছাড়াও স্ত্রী পাখিদের সাদা থুতনি গলা, বুক- পেট-বগল-লেজ-ঢাকনি ও আবসারণীতে কালচে বাদামি ডোরা আছে। বাংলাদেশের সব ধরনের বনে, বাগানে ও লোকালয়ে বিচরণ করতে দেখা যায়। বৃক্ষভূমি, বন, আবাদি জমি, গ্রামাঞ্চল, রাস্তার পাশের গাছে বিচরণ করে। সাধারণত একা থাকে। বেশ চুপিসারে থাকে। তাদের ডাক খুব কম এবং প্রায় শোনা যায় না। বাসা তৈরি, ডিম ফোঁটানো বা ছানার যত্ন নেয় না। স্ত্রী পাখি কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। এদের খাদ্য হল শুয়োপোকা, ছারপোকা, ছোট পাখির ডিম, ডুমুর ও অন্যান্য ফল। মার্চ-জুন মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

চাতক/পাকড়া পাপিয়া/পাপিয়া

English Name : Pied Cuckoo
Scientific Name : *Clamator jacobinus*

চাতক/পাকড়া পাপিয়া/পাপিয়া বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন পরিযায়ী হিসেবে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের দেহ হাল্কা সাদা কালো এবং মাথার উপর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঝুঁটি থাকে। এদের ডানাগুলো সাদা। এই ডানার উপর কালো ছোপ ছোপ চিহ্ন রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যের জন্য এদের দূর থেকে বা উড়ন্ত অবস্থাতেও চিনতে পারা যায়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাকড়া পাপিয়াদের চামড়া গাঢ় গোলাপি থেকে বেগুনি বাদামি বর্ণের হয়। বাংলাদেশের সব বনাঞ্চল, বাগান, ঝোপঝাড়ে দেখতে পাওয়া যায়। এরা নিজেরা বাসা বানাতে পারে না, তাই অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। এই কারণে এদেরকে বাসা পরজীবী পাখিও বলা হয়। এরা শিকারি পাখি। মাটি থেকে লোমযুক্ত শুয়োপোকা, কীটপতঙ্গ খেয়ে থাকে। মূলত বর্ষাকাল তাদের প্রজনন সময়।

পাতি মাছরাঙ্গা

English Name : Common Kingfisher
Scientific Name : *Alcedo atthis*

পাতি মাছরাঙা কমলাপেট ও নীল পিঠওয়ালা খুদে মাছ শিকারি। প্রাপ্তবয়স্ক পাখির পিঠ সবুজাভ নীল ও দেহতল কমলা। কোমড়, মাথার চাঁদি, কাঁধ- ঢাকনি ও ডানা ফিকে সবুজাভ নীল। পিঠের নিচ, তিলা ও লেজ বরাবরে নীল টান নেমে গেছে। গলা সাদা, চোখের উপরে ও ঘাড়ে সাদা ফুটকি আছে। কান, ঢাকনি লালচে ও চোখ পিঙ্গল বাদামি। পা ও পায়ের পাতা প্রবাল লাল। পুরুষ পাখির ঠোঁট সম্পূর্ণ কালচে শিঙ রঙের, কিন্তু স্ত্রী পাখির ঠোঁটের নিচের পাটির গোড়া ও ঠোঁটের সংযোগস্থল লাল। পাতি মাছরাঙা বাংলাদেশের ছোট-বড় জলাভূমিতে বিচরণ করে। এরা সব ধরনের প্যারাবন, জলাভূমি, বেলাভূমিতে বিচরণ করে। একা বা জোড়ায় দেখা যায়। জলাশয়ের সামান্য উপরে খুঁটিতে বসে থাকে ও হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে পানিতে শিকার করে। জলাশয়ের তীরের খাড়া মাটির ডিবিতে গর্ত খুড়ে বাসা বাঁধে। ছোট মাছ, ব্যাঙের ছানা ও জলজ পোকামাকড় এদের খাদ্য। মার্চ- জুন মাসে এরা প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

সাদা বুক মাছরাঙা

English Name : White Breasted Kingfisher
Scientific Name : *Halcyon smyrnensis*

বাংলাদেশের স্থানীয় পাখি সাদা বুক মাছরাঙা। প্রাপ্ত বয়স্ক পাখির দেহতল চকলেট-বাদামি ও দেহের উপরিভাগ নীলকান্ত মণি নীল। চোখ বাদামি, মুখ কমলা রঙের ও ঠোঁট লাল। পা ও পায়ের পাতা প্রবাল লাল। এরা বনের প্রান্ত দেশ, জলাধার, আবাদি জমি ও প্যারাবনে বিচরণ করে। এরা একা বা জোড়ায় দেখা যায়। উঁচু খুঁটিতে বসে শিকারের দিকে লক্ষ্য রাখে। খাড়া পাড়ে গর্ত করে বাসা বানায়। পোকামাকড়, ফড়িং, ঝিঁ ঝিঁ, ম্যানটিস, পিঁপড়া, গোবরে পোকা ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে। মার্চ-জুন মাসে প্রজনন কার্যাদি সম্পন্ন করে।

জংলী কাক/জাঙ্গল ক্রো

English Name : Jungle Crow
Scientific Name : *Corvus macrorhynchos*

দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। ঠোঁট বড়, মোটা ও সামান্য বাঁকানো শক্তিশালী। মাথার পিছন, গলা, কাঁধ, শরীরের নিম্নাংশ ধূসর কালো বর্ণের। তাদের পাখা, লেজ, চেহারা এবং গলা চকচকে কালো রঙের হয়। বাংলাদেশের বনাঞ্চল, বাগান, পার্ক, আবাদি জমি, গাছের উপর এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা দলবদ্ধ হয়ে কলোনি গঠন করে বসবাস করে। রাতের বেলায় গাছের ডালে দলবদ্ধ হয়ে বিশ্রাম নেয়। এরা শিকারি পাখি। মৃত বা জীবিত প্রাণী ভক্ষণ করে। ময়লা, আবর্জনা, উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি খায়। এছাড়া এরা সরীসৃপ, ছোট প্রাণী ইত্যাদি শিকারে পটু। মার্চ- মে মাস এদের প্রজননকাল।

বাংলা বুলবুল বা বুলবুলি

English Name : Red Vented Bulbul
Scientific Name : *Pycnonotus cafer*

বাংলা বুলবুল অতি পরিচিত, বাদামি বর্ণের ছোট চঞ্চল পাখি। প্রাপ্ত বয়স্ক পাখিদের বাদামি দেহের শেষাংশ ও ডানা কালচে বাদামি, মাথা কালো, কান, ঢাকনি, কালো। দেহের নিম্নাঞ্চলে ফিকে আঁইশের দাগ ও অপেক্ষাকৃত ফিকে বাদামি হয়। ওড়ার সময় এর মাথার ঝুঁটি কালো, লেজের অগ্রভাগ সাদা, কোমর ও লেজ উপরি ঢাকনা এবং লাল অবসারণী ছিদ্র স্পষ্ট দেখা যায়। ঠোঁট কালচে নীল, চোখ কালচে বাদামি, পা ও পায়ের পাতা সামান্য বাদামি নীল। বাংলা বুলবুল বাংলাদেশের সকল ধরনের বনাঞ্চল ও গ্রামে দেখা যায়। শহর, গ্রাম, পাতা ঝরা বন, প্যারাবন, বনের প্রান্তে ও বাগানে বিচরণ করতে দেখা যায়। ক্ষুদ্র ঝোপের ছোট ডালে, শিকড়, পাতা, ঘাস মাকড়সা দিয়ে জড়িয়ে বাটির মতো সুন্দর বাসা বানায়। পোকা, ফুলের মধু, ফল ইত্যাদি এরা খেয়ে থাকে। এপ্রিল-আগস্ট মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

সিপাহি বুলবুল

English Name : Red-Whiskered Bulbul
Scientific Name : *Pycnonotus jocosus*

সিপাহি বুলবুল বাদামি ও সাদা রঙের মাঝারি আকারের স্থানীয় গায়ক পাখি। প্রাপ্ত বয়স্ক পাখির মাথায় আকর্ষণীয় ঝুঁটিসহ চাঁদি ও ঘাড়ের পশ্চাৎভাগ উজ্জ্বল কালো। চোখের গোড়ায় লাল পট্টি ও কানতল ঢাকনিতে সাদা পট্টি থাকে। বুকের কালচে ফিতা অনিয়মিত, অবসারণী লাল বর্ণের ও থুতনি থেকে পেট পর্যন্ত সাদা। পিঠ বাদামি, সাদা প্রান্তভাগসহ লেজ অপেক্ষাকৃত কালচে। ঠোঁট শিঙ-কালো, চোখ পিঙ্গল-বাদামি, পা, পায়ের পাতা ও নখর শিঙ বাদামি। সিপাহি বুলবুল বাংলাদেশের সকল বনাঞ্চল ও গ্রামে পাওয়া যায়। এরা বন, বাগান, গ্রামাঞ্চলে বিচরণ করে। জোড়ায় কিংবা খাদ্য সন্ধানী দলে থাকে। নিচু ঝোপে লতা, মরা পাতা, মাকড়সার জাল জড়িয়ে বাসা বানায়। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে ফল, ফুলের কুঁড়ি, ফুলের রস, পিঁপড়া, মাকড়সা ইত্যাদি। মার্চ-সেপ্টেম্বর মাস প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

তাল বাতাসি

English Name : Palm Swift/Asian Palm Swift
Scientific Name : *Cypsiurus balasiensis*

বাতাসি (Swift) কালো বা ছাই রঙের শরীরে সাদা বা ধূসর ছাপযুক্ত ছোট পাখি। লম্বা কাস্তের মতো ডানা ও ছোট পা এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশ্বে ক্ষুদে বাতাসির প্রজাতি সংখ্যা ২৮। বাংলাদেশে সাত প্রজাতির স্থায়ী এবং এক প্রজাতির পরিযায়ী বাতাসি আছে। ডানার উপরিভাগ ঘন বাদামি। গলা, বুক, পেট ও ডানার তলা চকচকে বাদামি। চ্যাপ্টা ধরনের ছোট মাথা। ঠোঁট ও পা কালো। পায়ের নখ বরই কাঁটার মতো ধারালো। দুই পাখা মেললে তা ছিলা ছাড়া ধনুকের মতো মনে হয়। সরু লেজের আগাটা যখন মেলে ধরে, তখন দুই পাশের পালক মিলে ইলিশ মাছের লেজের মতো মনে হয়। সারা দেশেই এদের বিস্তৃতি। তাল জাতীয় গাছের পাতার ভেতরে থাকে, এবং বাসা ও করে। মাটিতে নামতে পারে না, বসতেও পারে না তাই বাসা তৈরির উপকরণ তারা সংগ্রহ করে উড়ে উড়েই। কিছু বাতাসি পরিযায়ী স্বভাবের। প্রজনন ঋতুতে এদের লালাগ্রন্থি ফুলে উঠে এবং এরা আঠালো লালা দিয়ে বাসা তৈরি করে। সব প্রজাতির বাতাসি সারাদিন উড়ে উড়ে তাদের খাদ্য উড়ন্ত কীটপতঙ্গ ধরে, শুধু রাতটা কাটায় ঘুমের জায়গায়। উইপোকা, মে ফ্লাই, উড়ুক্কু পিঁপড়ে, বোলতা ও মৌমাছি খেয়ে থাকে।

কালাপিঠ চেরালেজ

English Name : Black Backed Forktail
Scientific Name : *Enicurus immaculatus*

কালাপিঠ চেরালেজ সরু ও লম্বা আকারের পতঙ্গভুক পাখি। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পাখির পিঠের উপরিভাগ কালো এবং কালোর মাঝে সাদা ডোরা সুস্পষ্ট, গলা কালো। দেহের নিম্নতল সাদা। কপাল থেকে চোখ পর্যন্ত সাদাটে। মাথার উপরিভাগ ও কাঁধ ঢাকনি কালো। ডানা কালো এবং প্রশস্ত সাদা ফিতার মত রয়েছে। ডানার ২য় প্রান্ত পালকের অগ্রভাগ সাদা, কোমর সাদা, দীর্ঘ চেরা লেজের পালক পর্যায়ক্রমে সজ্জিত। চেপে থাকা খাটো পালকের অগ্রভাগ লেজের সাদা প্রান্তের সঙ্গে লেগে অনুক্রমিক তিলা বা ফিতার মত দেখায়। চোখ বাদামি, ঠোঁট কালো, পা, পায়ের পাতা মেঠে সাদা। কালাপিঠ চেরালেজ চট্টগ্রাম, সিলেট বিভাগের চির সবুজ বনে দেখা যায়। এরা পাহাড়ি বনের দ্রুত বহতা জলধারে বিচরণ করে। একা বা জোড়ায় থাকে। জলাধারের পাড়ে, পতিত গাছের নিচে, শেওলা, মূল ও পাতা দিয়ে বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে। এদের খাদ্য তালিকায় আছে জলজ পোকা ও কেঁচো। মার্চ-মে মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

সবুজ সুঁইচোরা, বাঁশপাতি

English Name : Green Bee-Eater
Scientific Name : *Merops orientalis*

সবুজ সুঁইচোরা সোনালি মুকুট পরা ছোট ঘাস সবুজ-রঙের স্থানীয় পাখি। প্রাপ্তবয়স্ক পাখির মাথা ও ঘাড়ের সোনালি অংশ ছাড়া পুরো দেহই সবুজ। লেজের কেন্দ্রীয় অভিক্ষেপটি অন্য পালককে ছাড়িয়ে গেছে। চোখ বরাবর কালো মাস্ক ও ফিকে নীল গলায় কালো বেড় থাকে। লেজের কেন্দ্রীয় পালক জোড়ার অভিক্ষেপ ভোঁতা আলপিনের মত। চোখ গাঢ় লাল ও ঠোঁট বাঁকা, বর্ণ বাদামি-কালো। পা ও পায়ের পাতা হলুদাভ বাদামি। নখর শিঙ বাদামি। পুরুষ ও স্ত্রী পাখি দেখতে অভিন্ন। সবুজ সুঁইচোরা বাংলাদেশের সকল বনাঞ্চল, গ্রামীণ কুঞ্জবন ও খোলা মাঠে দেখা যায়। এরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা গাছপালা, আবাদি জমি, বেলাভূমি ও চারণভূমিতে বিচরণ করে। সচরাচর ছোট দলে থাকে। দ্রুত ছোঁ মেরে শিকার ধরে। খাড়া বালিময় ভূমিতে গর্ত খুঁড়ে বাসা বানায়। এদের খাদ্য তালিকায় আছে মৌমাছি, পিঁপড়া, বোলতা, প্রজাপতি, মথ, ফড়িং ইত্যাদি। ফেব্রুয়ারি-জুন মাসে এরা প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

ভাত-শালিক

English Name : Common Myna
Scientific Name : *Acridotheres tristis*

ভাত শালিক অতি পরিচিত বাদামি দেহের একটি মাঝারি আকারের স্থানীয় পাখি। প্রাপ্ত বয়স্ক পাখিদের মাথা উজ্জ্বল কালো। দেহের নিম্নতল ও লেজ উপরি ঢাকনি ছাড়া পুরো দেহই কালচে বাদামি। ডানার সাদা পট্টি ওড়ার সময় স্পষ্ট হয়। যেমনটি হয় লেজের সাদা প্রান্তভাগ। চোখের নিচে ও পেছনের পালকহীন চামড়া হলুদ। লালচে-বাদামি চোখে সাদা ছাপযুক্ত থাকে। ঠোঁটের গোড়া হলদে এবং নিচের ঠোঁট বাদামি সবুজ। পা, পায়ের পাতা ও নখর হলুদ। পুরুষ ও স্ত্রী পাখি দেখতে অভিন্ন। ভাত-শালিক বাংলাদেশের সকল বনাঞ্চল, গ্রাম ও শহরে দেখা যায়। আবাদি জমি, গ্রাম, শহর, মুক্ত বনভূমিতে বিচরণ করে। গাছের কোটরে, মাটির আলে ও পত্রগুচ্ছে শিকড় ও আবর্জনা দিয়ে অপরিপাটি বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে ফল, শস্য, শস্য দানা, ফুলের রস, মৃত প্রাণী ও পোকা। মার্চ-এপ্রিল মাসে এরা প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

ঝুঁটি শালিক, জঙ্গলি শালিক

English Name : Jungle Myna
Scientific Name : *Acridotheres fuscus*

ঝুঁটি শালিক কালচে রঙের ও মাথায় সুস্পষ্ট ঝুঁটি ওয়ালা মাঝারি আকারের পাখি। প্রাপ্ত বয়স্ক পাখিদের ডানা কালচে ধূসর । লেজসহ পিঠ ও বুক মাঝামাঝি ধূসর, দেহের নিম্নাঞ্চল পাটকিলে ধূসর, লেজতল ঢাকনি সাদা, ডানার পট্টি সাদা, লেজের প্রান্তদেশ বিস্তৃতভাবে সাদা, ঠোঁটের গোড়ায়, মাথার শুরুতে কালচে ধূসর পালকের খাটো খাড়া ঝুঁটি বিদ্যমান। ঠোঁট হলুদ-কমলা কিন্তু নিচের ঠোঁটের গোড়া স্পষ্টত নীলচে কালো। পা ও পায়ের পাতা হলুদ গিরিমেটে, নখর বাদামি, চোখ লেবু-হলুদ। পুরুষ ও স্ত্রী পাখির চেহারা অভিন্ন। ঝুঁটি শালিক বাংলাদেশের সকল বনাঞ্চলে দেখা যায়। ঝুঁটি শালিক বনের ধার, গ্রাম, মুক্ত বনভূমি ও আবাদি জমির প্রান্তদেশের ক্ষুদ্র ঝোপে ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করে। গাছের গর্তে, বৈদ্যুতিক খুঁটি, দেয়াল ও সেতুতে বাসা বানায় এরা। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে ফুলের রস, খেজুর রস, কেঁচো ও পোকামাকড়। ফেব্রুয়ারি-জুলাই মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

গো-শালিক

English Name : Pied Myna/Asian Pied Starling
Scientific Name : *Sturnus contra*

গো শালিক ভারতীয় উপমহাদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এক প্রজাতির শালিক। সমতল ও পাহাড়ের পাদদেশে সহজেই এদের দেখা যায়। এরা ভাত শালিকের মতো মানুষের আশেপাশে থাকতে ভালবাসে। এদের ঠোঁট লম্বা, হলুদাভ, ঠোঁটের গোড়া লালচে। কালো পুতির মতো দুটো চোখ এবং চোখের দু পাশে, দু ডানার পাশে লম্বা রেখার মতো সাদা পালক এদের আকর্ষণীয় করে তোলে। এদের বুকের পালক সাদা বা সাদাটে; লেজ পুরোটাই কালো। এছাড়া পিঠ, মাথা, গলার পালকের রং কালো। স্ত্রী ও পুরুষে কোনো ভিন্নতা নেই। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শালিকের গায়ের রঙ গাঢ় বাদামি। বাংলাদেশের সকল বনাঞ্চল, গ্রাম, আবাদি জমি, শহর অঞ্চলে সর্বত্র এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা মানুষের আশে পাশে থাকতে ভালবাসে। সে কারণে শহরে ও গ্রামে গঞ্জে অতি সহজেই এদের দেখা মেলে। খড়, শুকনো ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি দিয়ে অগোছালো বাসা বানায়। এরা মূলত পোকামাকড় খেতেই বেশি ভালবাসে। এদের গোবরে শালিক নামকরণের অন্যতম কারণ হল এদের গরু, ঘোড়া, অন্যান্য পশুর গোবর ঘেঁটে পোকামাকড় খেতেই দেখা যায় বেশি। মার্চ-সেপ্টেম্বর এদের প্রজনন সময়।

বাংলা ঝাড় ভরত/বাংলা ভরত পাখি

English Name : Bengal Bushlark
Scientific Name : *Mirafra assamica*

প্রজাতিটি বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা। বাংলাদেশ ছাড়া, ভারত, নেপাল, ভুটান ও মিয়ানমার পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। দেখতে অনেকটাই চড়ুই বা বাবুই পাখির মত। আমাদের দেশে সাত প্রজাতির ভারত পাখি দেখা যায়। তার মধ্যে দুই প্রজাতি পরিযায়ী। স্ত্রী ও পুরুষ পাখি দেখতে অভিন্ন হলেও সামান্য পার্থক্য রয়েছে। মাথা, ঘাড়, পিঠ ও লেজ হলুদাভ পাটকিলের ওপর কালচে চওড়া বুটিক। বুক, পেট ও লেজতল হলুদাভ ধূসর সঙ্গে লালচে আভা। ঠোঁট হালকা হলুদের সঙ্গে পোড়া মাটির আভা। চোখ লালচে বাদামি। পা ও পায়ের আঙুল হলদেটে ত্বক বর্ণের। ভরত গায়ক পাখি। খুব ভোরে গান গায়। প্রজননের সময় পুরুষ পাখি শূন্যে উড়ে গান গাইতে থাকে। ভরত পাখিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা নিজেদের গানের তালে চমৎকার নাচতে পারে। ভূমিতে নাচে না বেশির ভাগই শূন্যে উড়ে উড়ে নাচে। বাসা বাঁধে ঘাসবনে বা নল বনে। শুকনো ঘাস-লতা, শুকনো ধান পাতা, খড় কুটো ইত্যাদি দিয়ে বাসা বানায়। এদের প্রধান খাবার ছোট পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, ঘাসের বীজ, ধান, কচি ঘাসের ডগা ইত্যাদি। মার্চ-আগস্ট পর্যন্ত এদের প্রজননকাল।

সাদা খঞ্জন/ধলা খঞ্জন, মোহক, লেজ নাড়া

English Name : White Wagtail
Scientific Name : *Motacilla alba*

খঞ্জনা নানা নামে পরিচিত, যেমন: সাদা খঞ্জন, মোহক, ধোবিন, লেজ নাড়া। স্ত্রী পাখিদের খঞ্জনিকা বলা হয়। এরা লম্বা লেজ বিশিষ্ট চড়ুই আকৃতির পাখি। এদের বাইরের পালক সাদা। মাথার উপরের দিকে কালো, পিট ছাই বর্ণ, চোখ, ঠোঁট, পা এবং গলার নিচ থেকে বুকের দিকটা অনেকটা ইউ আকার এর মতো করে কালো, মুখ এবং বুকের নিচের বাকি অংশ সাদা ও লেজ কালো। শীতকালে পালকের কৃষ্ণতা কমে গিয়ে নিচের অংশের মত থুতনি ও গলা সাদা হয়ে উঠে। সারা পৃথিবীতে এই পাখির বিস্তৃতি, এদের প্রজাতির সংখ্যা ১২টি, বাংলাদেশে ৬টি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে ১টি মাত্র স্থায়ী আর বাকিরা পরিযায়ী। এদের বেশিরভাগ সময় মাটিতে দেখতে পাওয়া যায়। এরা দ্রুত হাঁটে ও দৌড়ায় এবং শিকার করে। অন্যান্য পাখিদের মতো সোজাসুজি উড়তে পারে না, ঢেউয়ের মতো উঁচু-নিচু হয়ে উড়ে বেড়ায়। খঞ্জন সর্বক্ষণ লেজ নাড়ে এবং কিচমিচ করে ডাকে। নদী-নালা ও আর্দ্র তৃণভূমির কাছে বসবাস করে। এরা বীজ, শস্যদানা, পোকামাকড়, ক্ষুদ্র শামুক, কেঁচো ইত্যাদি খায়। প্রজনন সময় মে- জুলাই।

কালো ফিঙে

English Name : Black Drongo
Scientific Name : *Dicrurus macrocercus*

ফিঙে গায়ক পাখি মাঝারি আকার, উজ্জ্বল কালো রং,লম্বা ও চোখা ডানা, সামান্য বাঁকা শক্ত ঠোঁট যার গোড়ায় লম্বা গোঁফ, দীর্ঘ ও খাঁজ কাটা লেজ এদের বৈশিষ্ট্য, এদের লেজ অনেকটা দেখতে মাছের লেজের মত। পৃথিবীতে প্রায় ২৪ প্রজাতির ফিঙের মধ্যে বাংলাদেশে ৬ প্রজাতি বিদ্যমান। গাছের তিন ডালের ফাঁকে বাসা বানায়। অনেক সময় এই পাখি নিজের থেকে বড় আকারের পাখিকে তাড়া করে এবং নিরীহ পাখিদের রক্ষা করে অন্যান্য শিকারি পাখিদের হাত থেকে। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ায় দেখা গেলেও দক্ষিণ এশিয়ায় এই গোত্রের প্রাধান্য লক্ষণীয়। কালো ফিঙে প্রায় সর্বদাই টেলিগ্রাফের তার বা গাছের মরা ডালে বসে থাকে। প্রধানত পতঙ্গভুক, উড়ন্ত কীট পতঙ্গ ধরে খায়। আবার কখনও ছোটখাটো মেরদণ্ডী প্রাণী খায়। এপ্রিল-আগস্ট মাস এদের প্রজনন সময়।

ছোট ফিঙে

English Name : Bronzed Drongo
Scientific Name : *Dicrurus aeneus*

ছোট ফিঙে বুলবুলির আকারের উজ্জ্বল পাখি। কালো শরীরে তামাটে সবুজ ও নীলের চকচকে পালিশ। লেজ ততটা খাঁজকাটা নয়। দেশের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। এরা পতঙ্গভুক। মার্চ- জুন মাস প্রজনন সময়।

ভিমরাজ

English Name : Greater Racket-Tailed Drongo
Scientific Name : *Dicrurus paradiseus*

বড় র‍্যাকেট ফিঙ্গে ব্যতিক্রমী লেজ ও মাথার ঝুঁটিযুক্ত, পোকা শিকারি স্থানীয় পাখি। প্রাপ্ত বয়স্ক পাখির সম্পূর্ণ দেহ চকচকে কালো। কপালের ঝুঁটির পালক বাঁকা হয়ে ঘাড়ের পেছনে পড়েছে। লেজ মাঝারি, শেষ প্রান্ত সামান্য চেরা। লেজের প্রান্তে দুটি তারের মত লম্বা পালকের অগ্রভাগে সামান্য বাঁকানো উজ্জ্বল ফিতা থাকে। চোখ কালচে বাদামি, ঠোঁট কালো, পা ও পায়ের পাতা, নখর কালো। স্ত্রী ও পুরুষ পাখি দেখতে অভিন্ন। বড় র‍্যাকেট ফিঙ্গে চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট অঞ্চলের বনে দেখা যায়। এরা সাধারণত সকল বন, প্যারাবন, বাঁশঝাড়ে বিচরণ করে। সচরাচর একা বা জোড়ায় থাকে। বনের বড় গাছের পাতা ও ঘাস দিয়ে বাসা বানায়। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে উইপোকা, মথ, গোবরে পোকা, ফড়িং, টিকটিকি, ফুলের মধু ইত্যাদি। ফেব্রুয়ারি-জুলাই মাস এদের প্রজননকাল।

দোয়েল, উদয়ী দোয়েল

English Name : Oriental Magpie Robin
Scientific Name : *Copsychus saularis*

দোয়েল নীলাভ-কালচে দেহ ও সাদা পেটের পোকা শিকারি বাংলাদেশের জাতীয় পাখি। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ পাখির পিঠ চকচকে নীলাভ-কালো। দেহের নিচের অংশ সাদা, বুক ও গলা চকচকে কালো রঙের, স্ত্রী পাখির পিঠের দিক স্লেট-রঙা, দেহের নিম্নাংশ ধূসর । পুরুষ ও স্ত্রী উভয় পাখির কালচে বাদামি ডানায় স্পষ্ট লম্বা সাদা টান থাকে। ঠোঁট ও চোখ কালো। পা ও পায়ের পাতা স্লেট বাদামি বা কালো। দোয়েল বাংলাদেশের সর্বত্রই দেখা যায়। সাধারণত গ্রাম, শহর, বাগান, ফলের বাগান, বনবনানী, মুক্ত বন প্রায় সর্বত্রই বিচরণ করে। একা কিংবা জোড়ায় থাকে। গাছের গর্ত, দেয়াল, ফোকরে, খড়কুটা, পাতা দিয়ে বাসা বানায়। পোকা, পিঁপড়া, ফড়িং, কেঁচো, শুয়া পোকা, বিছা ইত্যাদি এদের খাদ্য। মার্চ থেকে জুলাই মাস প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

পাতি টুনটুনি/টুনটুনি

English Name : Common Tailor Bird
Scientific Name : *Orthotomus sutorius*

পাতি টুনটুনি সবুজ রঙের ক্ষুদ্র পোকা শিকারি পাখি। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পাখির লেজের মধ্যে পালক দীর্ঘায়িত। অপেক্ষাকৃত খাটো লেজের কারণে স্ত্রী পাখি পুরুষ পাখির চেয়ে আকারে ছোট। পিঠ সবুজাভ হলুদ। কপাল ও মাথার চাঁদি লালচে। গলা থেকে লেজতল ঢাকনি পর্যন্ত সাদাটে। চোখ ফিকে বাদামি। লম্বা ঠোঁট কালচে বাদামি। পা ও পায়ের পাতা মেটে রঙের। লেজ ব্যতীত পুরুষ ও স্ত্রী পাখি দেখতে অভিন্ন। পাতি টুনটুনি সাধারণত বনের ধার, ক্ষুদ্র ঝোপ, নিচু বাগান, পাহাড়ের ২৮০০ মিঃ পর্যন্ত উঁচুতে বিচরণ করে। জোড়া বা পারিবারিক দলে ঘুরে খাবার খোঁজে। একটি বা দুটি ঝুলন্ত পাতার প্রান্তদেশ একত্রে জোড়া লাগিয়ে কোমল পালক, তুলা বিছিয়ে বাসা বানায়। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে ক্ষুদ্র পোকা ও লার্ভা। এরা বছরে একবার সুবিধামত সময়ে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

চড়ুই, পাতি চড়ুই

English Name : House Sparrow
Scientific Name : *Passer domesticus*

পাতি চড়ুই মোটা ঠোঁটধারী বাদামি গায়ক পাখি। প্রজননকালে পুরুষ পাখির চাঁদি ধূসর দেখায়। ঘাড়ের পিছনের অংশ ও চক্ষুজোরা তামাটে; সাদা কাঁধের পট্টিসহ ডানা লালচে, কোমর ধূসর ও ঠোঁট লালচে বাদামি। কান-ঢাকনি ও গলা সাদা, বুক কালো, দেহতলের শেষাংশ ধূসরাভ-সাদা, চোখ কালো। প্রজননকাল ছাড়া পুরুষ পাখির মাথার চাঁদি ও বুকের প্রান্ত পীতাভ দাগসহ পিঠ বাদামি, ভ্রু রেখা ফিকে এবং দেহতল কম বাদামি সাদা, ঠোঁট ফিকে বাদামি। পাতি চড়ুই বাংলাদেশের সকল বনাঞ্চল ও লোকালয়ে পাওয়া যায়। দালান, নগর, বাগান, কুঞ্জবন, ক্ষুদ্র ঝোপ, বনের প্রান্তে জোড়ায় বা ছোট দলে বিচরণ করে। পাথরের ফোকর বা গাছে খড় কুটা দিয়ে বাসা বানায়। খাদ্যতালিকায় রয়েছে ঘাস, বীজ, খাদ্যশস্য, ফল, ফুলের কুঁড়ি, নব পল্লব, পোকা ইত্যাদি। মার্চ- জুন মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

পাকড়া ঝারফিদ্দা/পাইয়েড বুশচ্যাট

English Name : Pied Bush Chat
Scientific Name : *Saxicola caprata*

পাকরা ঝারফিদ্দা ছোট চড়ুই জাতীয় পাখি। পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া হতে ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি। এ পাখি মূলত পতঙ্গভুক। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ পাখি সম্পূর্ণ কালো শুধুমাত্র সাদা অবসারণী পথ, ডানায় সাদা দাগ, লেজ ঢাকনি সাদা, নিম্ন উদরের কিছু অংশ সাদা। স্ত্রী পাখির গাঢ় বাদামি শরীর উপরে ও নীচে গাঢ় ডোরাকাটা, উপরের লেজ ঢাকনি, পেটের অংশ বিবর্ণ বাদামি। কোনো সাদা ডোরা দাগ নেই ডানায়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বুশচ্যাট অনেকটা স্ত্রী পাখির অনুরূপ। মূলত পরিযায়ী পাখিটি খোলা জায়গা, তৃণভূমি, আবাদি ফসলি জমি, নদীর কিনারা, সমতল ভূমিতে দেখতে পাওয়া যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এদের প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। ভূমি, ঝোপঝাড় হতে কীটপতঙ্গ শিকার করে খেয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি-আগস্ট পর্যন্ত এদের প্রজননকাল।

বাবুই/দেশি বাবুই

English Name : Baya Weaver
Scientific Name : *Ploceus philippinus*

বাবুই চড়ুই জাতীয় পাখি। খুব সুন্দর বাসা বোনে বলে এরা "তাঁতি পাখি" বা Weaver Bird নামে পরিচিত। অধিকাংশ বাবুই প্রজাতির আবাস সাব-সাহারান আফ্রিকায় তবে কয়েকটি প্রজাতি এশিয়ায় স্থায়ী। বাংলাদেশে মোট তিন প্রজাতির বাবুই পাওয়া যায়। প্রজনন ঋতু ছাড়া অন্য সময় পুরুষ ও স্ত্রী পাখির কালো দাগসহ পিঠ হয় তামাটে বর্ণের, শরীরের নিচের দিকে দাগ নেই, শুধুই তামাটে, ঠোঁট পুরু, মোচাকার, লেজ চৌকা প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখির পিঠ হয় গাঢ় বাদামি। বুক হলুদাভ বর্ণের, বুকের উপরি অংশ ফ্যাকাসে। বেশির ভাগ পুরুষ বাবুই উজ্জ্বল রঙের হয়। বাবুই পাখি নল খাগড়া ও হোগলার বনে বাসা তৈরি করে। এদের বাসা উল্টানো কলসির ন্যায়। খড়, তাল গাছের কচি পাতা, ঝাউ ও কাশবনের লতাপাতা দিয়ে উঁচু তালগাছে চমৎকার বাসা তৈরি করে। এরা সাধারণত মানুষের কাছাকাছি বসবাস করে। তাই দেখা যায় এদের বাসা মানুষের হাতের নাগালে মাত্র ৫ বা ৬ ফুট উপরে। সাধারণত এরা খুটে খুটে বিভিন্ন ধরনের বীজ, ধান, ভাত, পোকা, ঘাস, ছোট উদ্ভিদের পাতা, ফুলের মধু, রেণু ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে। গ্রীষ্মকাল এদের প্রজনন ঋতু।

স্তন্যপায়ী (Mammals)

খরগোশ

English Name : Indian Hare
Scientific Name : *Lepus nigricollis*

খরগোশ লম্বা ও খাড়া কানওয়ালা কোমল দেহের স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদের দেহের উপরিভাগ কালোসহ লালচে-বাদামি ও দেহতল সাদা। মুখ, ঘাড়, দেহ ও লেজতল সাদা। চোখের অবস্থা ঊর্ধ্বাভিমুখী ও উপরের ঠোঁট চেরা। চোখ বড় ও বাদামি-কালো রঙের। চোখের অরবিটালের চতুর্দিকে সাদাটে। স্ত্রী খরগোশ পুরুষের তুলনায় আকারে ছোট হয়। লেজ খাটো, লেজের উপরিভাগ লালচে বাদামি, নিম্নতল সাদা। এরা সাধারণত নিশাচর প্রাণী। তবে কোলাহলমুক্ত ও নির্জন স্থানেও এদের দেখা যায়। সচরাচর একা বা জোড়ায় থাকে। মিশ্র চির সবুজ বন, পত্রঝরা বন, ঝোপঝাড় এবং ঘাসযুক্ত এলাকা ও চা বাগানে এরা অবস্থান করে। খরগোশ বাংলাদেশের খুলনা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের বনে দেখা যায়। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে কচি সবুজ ঘাস, মূল, বীজ ও ফল ইত্যাদি। অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

বাদামি কাঠবিড়ালি

English Name : Irrawaddy Squirrel
Scientific Name : *Callosciurus pygerythrus*

বাদামি কাঠবিড়ালি লম্বা দেহের ও অবিন্যস্ত কালচে-বাদামি রঙের মাঝারি আকারের স্থানীয় প্রাণী। এদের দেহের নিম্নতল ফ্যাকাশে ধূসর, পৃষ্ঠীয় ভাগ কালচে-বাদামি পশমে আবৃত এবং পিঠের উপরিভাগে দুটি হলদে দাগ কিংবা দাগবিহীনও থাকে। পায়ের নিম্নতল লালচে আভাযুক্ত। লেজ দীর্ঘ ও বাদামি রঙের। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে এদের দেহের পশম ও রং পরিবর্তন হয়। এরা দিবাচর ও বৃক্ষচারী স্তন্যপায়ী প্রাণী। এরা গাছের ডালপালার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, মাটিতেও বিচরণ করে। একা বা জোড়ায় থাকে। এরা গাছের ডালপালার মধ্যে পাতা ও কাঠি দিয়ে অগোছালোভাবে গোলাকার বাসা বানায়। এদের খাদ্য তালিকায় আছে কচি পাতা, বাদাম ইত্যাদি। মার্চ-আগস্ট মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

মুখোশধারী গন্ধগোকুল

English Name : Masked Palm Civet
Scientific Name : *Paguma larvata*

মুখোশধারী গন্ধগোকুল দেখতে গাঢ় বাদামি কালচে বাদামি রঙের মাঝারি আকারের প্রাণী। দেহের নিম্নতল ফ্যাকাশে; মাত্র কয়েকটি ডোরা দেহে স্পষ্ট হয়। থুতনি, গলা, লেজ ও নাক কালো। লেজে কোনো বলয় থাকে না। মুখের মুখোশ এর জন্য সহজেই অন্যান্যদের থেকে চেনা যায়। লেজ আকারে মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্যের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি। পা ও পায়ের আঙুলি কালো। এরা নিশাচর প্রাণী। কিন্তু সকালে ও বিকেলে খাবারের সন্ধানে বের হয়। প্রধানত বৃক্ষবাসী তবে মাঝে মাঝে ভূমির কাছে আসে। এর মিশ্র চিরসবুজ বনের ডালপালায় পাতা, গাছের শেকড় দিয়ে বাসা বানিয়ে থাকে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে ইঁদুর, পাখি, ব্যাঙ ও পোকামাকড়সহ বিভিন্ন ফল। মে-আগস্ট মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে। মুখোশধারী গন্ধগোকুল বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের মিশ্র চিরসবুজ বনে দেখা যায়।

ছোট বেজি

English Name : Small Indian Mongoose
Scientific Name : *Herpestes auropunctatus*

ছোট বেজির দেহের বর্ণ হালকা ধূসর থেকে কালচে বাদামি রঙের আভায় আবৃত থাকে। এদের লেজ লম্বাকার, দেহ ছোট ও সরু, পা খাটো লেজ আকারে মাথাসহ দেহের দৈর্ঘ্যের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি। দেহে কিছুট কালো ও সোনালি ছিটা দাগ থাকে। দেহের নিম্নতল ধূসর-ফ্যাকাসে সাদা। দেহের উপরের লোম ত্বক বাদামি কিংবা হলুদ। চোখ, মুখ, নাক, বাদামি থেকে গাঢ় লালচে। এরা প্রধানত দিবাচর প্রাণী, কিন্তু এরা ছায়াঘেরা নিরিবিলি পরিবেশে থাকতে পছন্দ করে। মাঝে মাঝে একা বা জোড়ায় থাকে। এরা বনের ভিতরে বা জলজ পরিবেশে চুপটি মেরে শিকার ধরে। ছোট বেজি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সংরক্ষিত বন ও গ্রামের ঝোপঝাড়ে দেখা যায়। এদের খাদ্য তালিকায় আছে ছোট মেরুদণ্ডী প্রাণী, কীটপতঙ্গ ও বিভিন্ন ধরনের ফল। এরা মার্চ-জুলাই মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

দেশি সজারু

English Name : Indian Crested Porcupine
Scientific Name : H*ystrix indica*

তীক্ষ্ম দন্ত বিশিষ্ট ইঁদুর জাতীয় প্রাণী হিসেবে পরিচিত। দেহের বহিরাবরণের পশমগুলো মোটা। এতে কয়েক স্তর বিশিষ্ট শক্তিশালী, ধারালো ও তীক্ষ্মকাটা রয়েছে। দীর্ঘতম কাঁটাটি কাঁধের দিকে জন্মায় যা প্রাণীর দেহের এক-তৃতীয়াংশ হয়। এর লেজও ছোট কাঁটার আবরণে পূর্ণ যা আত্মরক্ষার্থে ও বিচ্ছুরণে ব্যবহার হয়। এর বিস্তৃত পা এবং লম্বা থাবা রয়েছে। দেশি সজারুর গায়ের কাঁটা বিষাক্ত যা শিকারির মৃত্যুর কারণও ঘটে। এরা নিরামিষভোজী পাতা, ঘাস, ছোট ছোট গাছপালা খেয়ে জীবনধারণ করে। গায়ের রং কালো, মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বাসস্থানের উপযোগী পরিবেশ গড়ে। খাবার সংগ্রহের জন্য এরা ফলমূল, শস্য, গাছের শিকড় পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। এরা নিশাচর প্রাণী। এদের প্রজননকাল ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত।

মেছো বাঘ/মেছো বিড়াল

English Name : Fishing Cat
Scientific Name : *Felis viverrina*

মেছো বিড়াল, বিড়ালদের মধ্যে বড় প্রাণী। দেহ সুঠাম ও মোটাসোটা, পা খাটো, মাথা দীর্ঘ, লেজ ছোট। গাঢ় ধূসর দাগ ও ডোরার সমন্বয়ে দেহে আড়াআড়িভাবে সজ্জিত থাকে। লোম মোটা, স্পষ্ট কালো দাগসহ হালকা বাদামি ধূসর, খাড়া দাগ দেহে খাড়াভাবে বিন্যস্ত। দেহতলের লোম দীর্ঘকার ও তিলাযুক্ত এবং লেজে বলয় থাকে। কানের সম্মুখে সাদা তিলা আছে। পা ও পায়ের আঙুলি ধূসরাভ ও কালো। এরা নিশাচর প্রাণী। শিকারের জন্য নিঃসঙ্গভাবে রাতে জলাভূমি ও মৎস্য খামারে এবং বনের ছড়ায় শিকার সংগ্রহ করে খায়। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে ছোট প্রাণী, মাছ ও শামুক জাতীয় প্রাণী। এরা মার্চ-জুন মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে। মেছো বিড়াল বাংলাদেশের সকল গ্রামীণ বন-জঙ্গল ও জলাভূমির পার্শ্বে দেখা যায়।

বুনো শুকর

English Name : Eurasian Wild Boar
Scientific Name : *Sus scrofa*

বুনো শুকর বাদামি বা কালচে প্রলেপ আবৃত এবং সে সাথে ঘাড় থেকে কোমড় পর্যন্ত কালচে কেশর বিস্তৃত রয়েছে। ছোট লেজ উজ্জ্বল বাদামি রঙের এবং ফ্যাকাশে ডোরাযুক্ত। এদের সামনের পায়ের পাতা পেছনের পায়ের পাতার চেয়ে অধিক উন্নত। মাথা বড় কিন্তু পা পাতলা, লম্বা নাক, সরু ও ধারালো যা মাটি খননে সাহায্য করে। এরা সাধারণত নিশাচর এবং দিবাচর। সচরাচর একা, জোড়ায় বা পারিবারিক দলে বিচরণ করে। মিশ্র চিরসবুজ বন ও বনের প্রান্তে অবস্থান করে। এরা গাছের বন্য ফল, ডুমুর, মূল কচি ঘাস, গুল্ম জাতীয় লতা, পোকামাকড় এবং ছোট মেরদণ্ডী প্রাণী খেয়ে থাকে। এরা প্রধানত মার্চ-মে মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে। বুনো শুকর বাংলাদেশের খুলনা, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের প্রাকৃতিক বনে দেখা যায়।

শিয়াল

English Name : Golden Jackal
Scientific Name : *Canis aureus*

শিয়াল পোষা কুকুরের চেয়ে আকারে ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী। দেহ হলুদ ও লালচে বাদামি লোমে আবৃত থাকে। দেহের পশ্চাৎ দিক ধূসর কালচে বর্ণের, দেহের নিম্নতল হালকা বাদামি থেকে সাদা। কানের পেছন থেকে উপরের অংশ কালচে। এতে কয়েকটি ফ্যাকাসে কালচে তিলা থাকে। লেজ খাটো, লেজের পেছন ধূসর হলদে থেকে বাদামি। লেজের প্রান্তদেশ কালো। পা হলদে-বাদামি, চোখ, নাক, মুখ কালচে বর্ণের। নিশাচর প্রাণী। সচরাচর দলে থাকে, কখনও আবার একা বা জোড়ায় থাকে। বনের মধ্যে, বনের প্রান্তে, বসতি এবং লোকালয়ের কৃষি জমির পার্শ্বে বিচরণ করে। কুঞ্জবন, ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকে। খাদ্য তালিকায় রয়েছে স্তন্যপায়ী প্রাণী, গৃহপালিত হাঁস-মুরগি, ভূ-চর পাখি, গৃহস্থালির উচ্ছিষ্ট এবং ফলমূল ইত্যাদি। এরা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রজনন সম্পন্ন করে।

কলা বাদুড়

English Name : Greater Short-Nosed Fruit Bat
Scientific Name : *Cynopterus sphinx*

কলা বাদুড় ছোট নাক বিশিষ্ট ঝুলন্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী। কান বড়, ঝালর সদৃশ্য, পাখনা চকচকে বাদামি বর্ণের। পায়ের আঙুলি ধূসর, আঙুলির মধ্যবর্তী স্থানে বেশ দূরত্ব বিরাজমান। পুরুষ বাদুড় কমলা বর্ণের বুক, পেট এবং গলা সম্বলিত। স্ত্রী বাদুড়ের পেট ধূসর সবুজাভ এবং গলা হালকা বাদামি রঙের। ছোট লেজ বিশিষ্ট। কানের দৈর্ঘ্যের এক তৃতীয়াংশ ও অর্ধাংশ মাঝামাঝি জায়গায় পরস্পর যুক্ত। এরা সাধারণত নিশাচর প্রাণী। সচরাচর শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশে উঁচু গাছের ডালে পাতার আড়ালে থাকে। বাংলাদেশের সকল প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ও গ্রামীণ বনে দেখা যায়। এদের খাদ্য তালিকায় আছে ফলমূল, ফুল, পাতা, পোকামাকড় ইত্যাদি। এরা আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

বড় বাদুড়

English Name : Indian Flying Fox
Scientific Name : *Pteropus giganteus*

বড় বাদুড় বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যায় এমন বাদুড়ের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এদের দেহ সুস্পষ্ট তামাটে-বাদামি রঙের আবরণে আবৃত থাকে। এদের পাখাগুলো বৃহৎ এবং কালো বর্ণের। হাতের প্রথম আঙুলের নখর অতি দীর্ঘাকার। পায়ের পাতা প্রশস্ত, সেই সাথে পাঁচ আঙুলি নখর বিশিষ্ট, কান দীর্ঘ ও কালো। এদের লেজ নেই। এরা নিশাচর এবং গোধূলিকালীন প্রাণী। এরা বৃহৎ দলের সাথে উঁচু গাছের ডালে অথবা লম্বা বাঁশের ঝাড়ে বিশ্রাম করে। গরমের সময়ে দিনের বেলায় পাখনা নাড়িয়ে নিজেকে শীতল রাখে। বিশ্রামের সময় দেহকে ঝুলিয়ে রাখতে পছন্দ করে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে ফলের রস, উড়ন্ত পোকামাকড় ইত্যাদি। এরা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

কোটা বানর

English Name : Rhesus Macaque
Scientific Name : *Macaca mulatta*

কোটা বানর লালচে-বাদামি রঙের মাঝারি আকারের অতি পরিচিত প্রাণী। দেহের মূল অংশ লালচে-বাদামি রঙের লম্বা লোমে আবৃত থাকে। মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগ লালচে। মাঝারি গড়নের লেজ আংশিক উল্টিয়ে রাখে। লেজে সমভাবে বিস্তৃত চুল এবং উপরিতলে পাতলা বাদামি ডোরা থাকে। এরা সাধারণত দিবাচর, ভূ-চর এবং বৃক্ষবাসী। সাধারণত ছোট বা বড় দলে থাকে। পুরুষ বানর দলের প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দেয়। প্রায় সকল বনাঞ্চলে এরা বাস করে। এদের খাদ্য তালিকায় আছে বিভিন্ন ধরনের পাতা, ফুল, ফল, শস্যদানা, শিকড়, অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণী। এরা সর্বভূক। এরা মার্চ-জুন মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে থাকে।

মায়া হরিণ

English Name : Barking Deer
Scientific Name : *Muntiacus muntjak*

মায়া হরিণ তামাটে-বাদামি রঙের ছোট আকৃতির প্রাণী। এদের কপালে সুস্পষ্ট V- আকৃতির অস্থিময় খাঁজ বিদ্যমান। সাধারণত প্রতি খাঁজে কালো দাগ দেখা যায়। দেহতল সাদাটে এবং ধূসর আভা থাকে। সামনের পা জোড়া পেছনের পা জোড়ার চেয়ে লম্বা। পুরুষ হরিণের খাটো দুটি কাঁটাযুক্ত এ্যান্টলার থাকে। এদের লেজ খাটো লেজের বাইরের দিক কালচে বাদামি ও ভেতরের দিক সাদা। এরা দিবাচর ও নিশাচর প্রাণী। সচরাচর একা এবং জোড়ায় দেখা যায়। গাছপালার ঝোপ ও ঘন বনের ঝোপে বিচরণ করে। ভয় পেলে চিৎকার করে উঠে। এরা পাতা, অঙ্কুর, ঘাস ও বুনো ফল খেয়ে থাকে। মার্চ-মে মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে থাকে।

সরীসৃপ (Reptiles)

রক্তচোষা গিরগিটি

English Name : Common Garden Lizard
Scientific Name : *Calotes versicolor*

রক্তচোষা গিরগিটি বাংলাদেশের অত্যন্ত পরিচিত স্থানীয় সরীসৃপ প্রাণী। এর মাথার নিচে কানের পর্দার উপরিভাগে দুটি ভিন্ন কাঁটা থাকে। দেহে বিভিন্ন রকমের রং দেখা যায়, তবে সাধারণত পৃষ্ঠভাগ ধূসর বাদামি, সবুজাভ বা হলুদাভ। পিঠের পশ্চাৎভাগে ফোঁটাসহ আড়াআড়ি ব্যান্ড থাকে। দেহতল অস্বচ্ছ ও সাদাটে। উত্তেজিত অবস্থায় এর মাথা ও গলা উজ্জ্বল লাল বর্ণের ও গলায় কালো পট্টি দেখা যায়। গ্রীবা সন্ধি থেকে ধড় পর্যন্ত সুস্পষ্ট পৃষ্ঠীয় ঝুঁটি বিদ্যমান। এরা ঝোপঝাড়, বন প্রান্ত, গ্রামাঞ্চল ও লোকালয়ে বিচরণ করে। এরা দিবাচর ও বৃক্ষবাসী। একা বা জোড়ায় দেখা যায়। পরিবেশের সাথে রং বদলায়। এরা সাধারণত পোকামাকড় খেয়ে থাকে। এপ্রিল-সেপ্টেম্বর মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

সবুজ গলা গিরগিটি

English Name : Green Fan-Throated Lizard
Scientific Name : *Ptyctolaemus gularis*

সবুজ গলা গিরগিটির গলা প্রশস্ত ও সবুজ রঙের। এটি শুধুমাত্র বাংলাদেশেই পাওয়া যায়। কিন্তু নীল এবং কালো গলার গিরগিটি এখন বিলুপ্তপ্রায়। এদের পৃষ্ঠীয় দাগ রয়েছে। এদের উপরের অংশ উজ্জ্বল অথবা গাঢ় কালচে-সবুজাভ বাদামি রঙের, গাঢ় ফিকে ও দেহের নিম্নতল ফিকে বর্ণের। দেহের পেছনের অংশ কালচে বাদামি রঙে বিস্তৃত হয়ে সবুজাভ গলার রঙের সাথে মিশেছে। এদের পাঁচ আঙুলি সরু ও পাতলা। এরা দিবাচর ও একা থাকে। পিচ্ছিল মাটির নিকটে ঘুরে বেড়ায় যেখানে কীট পতঙ্গ ও মাকড়সা বাস করে। মিশ্রিত চিরসবুজ বনের চার পার্শ্বেই এদের দেখা যায়। এদের খাদ্য তালিকায় আছে কীটপতঙ্গ এবং মাকড়সা। মে-জুলাই মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে থাকে।

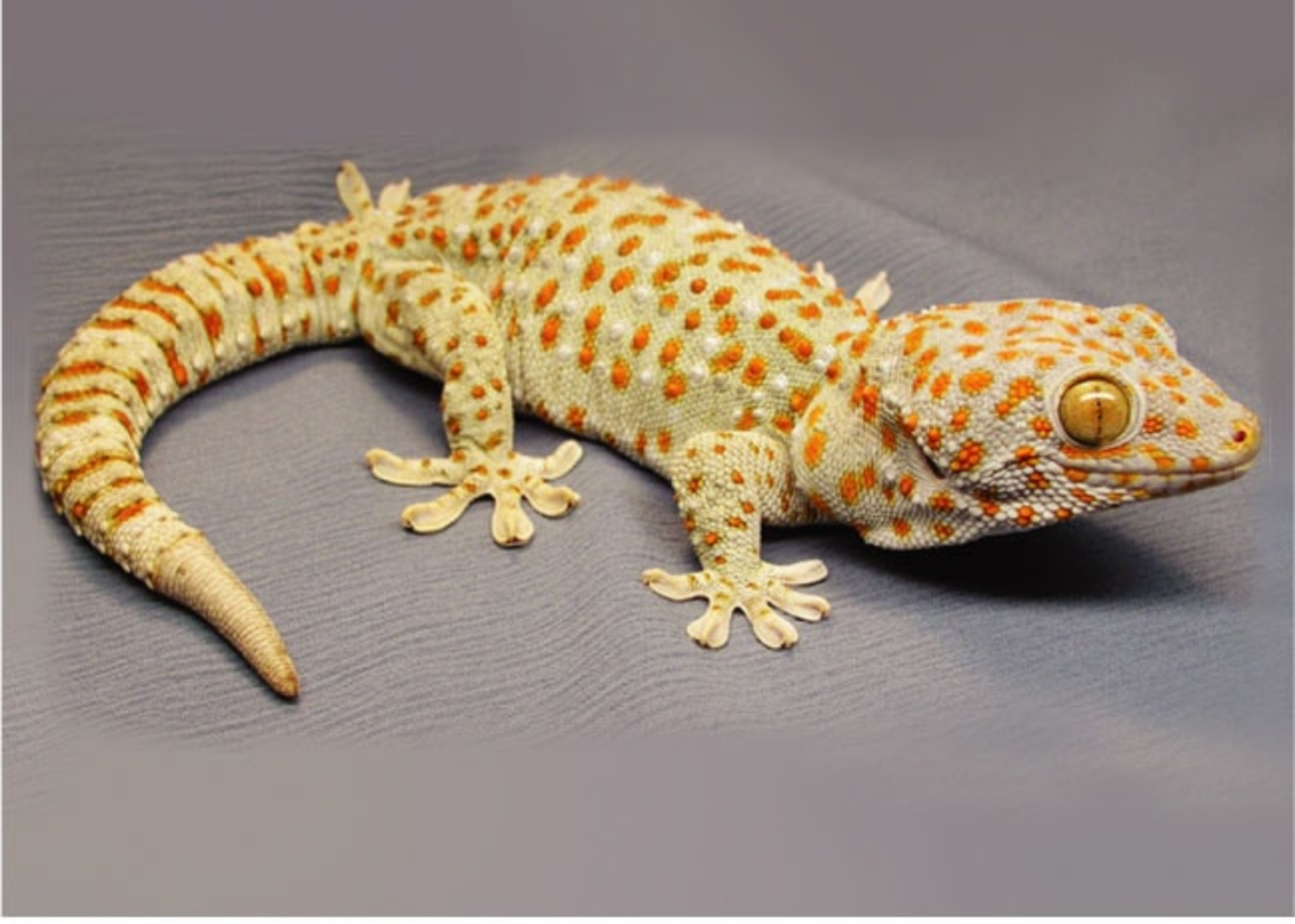

তক্ষক

English Name : Tokay Gecko
Scientific Name : *Gekko gecko*

তক্ষক বৃহৎ আকৃতির অপেক্ষাকৃত বড় মাথার বলিষ্ঠ দেহের সরীসৃপ। সবুজাভ দেহের উপরিভাগে সারিবদ্ধভাবে লালচে অথবা কমলা রঙের গোলাকার দাগ বা ছোপে বিন্যস্ত থাকে। লেজ কালচে ডোরাকাটা, দেহের নিম্নতল ফিকে তামাটে বর্ণের। চোখ হলুদ রঙের, চোখের তারা সবুজ রঙের। দানাদার আঁইশ দ্বারা এদের দেহ আবৃত থাকে। এদের অগ্রপদ ও পশ্চাদপদে পাঁচটি করে আঙুলি দেখা যায়, যা পাতলা। পুরুষ তক্ষকে অবসারণী ছিদ্রপথ পূর্বে ১৩-২৪ টি ছিদ্র থাকে। এরা নিশাচর প্রাণী। সচরাচর প্রত্যেকে আলাদাভাবে নিজ স্থানে লুকিয়ে থাকে। এরা গাছের গর্ত অথবা নির্জন স্থান এবং মানুষের বাড়ির নিরিবিলি স্থানে লুকিয়ে থাকে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে কীটপতঙ্গ, ছোট মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী। বসন্তের শুরুতে ৪-৫ মাসের মধ্যে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে থাকে।

চওড়া লেজি টিকটিকি

English Name : Flat Tailed Gecko
Scientific Name : *Hemidactylus platyurus*

চওড়া লেজি টিকটিকি এর দেহ মজবুত ও চ্যাপ্টা। মাথা মাঝারি ধরনের, তুণ্ড ভোঁতা। দেহের পৃষ্ঠীয়ভাগ ধূসর-বাদামি এবং কালো দাগ থাকে। চোখ ও স্কন্ধের মাঝে কখনো ধূসর দাগ থাকে। দেহের অঙ্কীয়ভাগ হলদে বা ঘোলাটে সাদা। মাথা ও দেহ ক্ষুদ্র ও দানাযুক্ত আঁইশ দ্বারা আবৃত। তুণ্ড এলাকার আঁইশ অপেক্ষাকৃত বড়। এ প্রজাতির টিকটিকির বৈশিষ্ট্য দেহের পার্শ্বভাগ সুস্পষ্ট, লেজের পার্শ্বীয় অংশে ধারালো দাঁত থাকে। এরা নিশাচর ও পতঙ্গভোজী।

অঞ্জনি, আচিল

English Name : Bronze Grass Skink
Scientific Name : *Eutropis macularia*

অঞ্জনি দেখতে পৃষ্ঠ-অঙ্কীয়ভাবে চাপা অতি পরিচিত স্থানীয় সরীসৃপ। দেহ পৃষ্ঠীয় দিকে জলপাই-বাদামি বা উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ রঙের, কিন্তু লেজের পৃষ্ঠ দিকে কালো দাগসহ গাঢ় বাদামি। দেহের পার্শ্বভাগ কালচে। চোখের পিছন থেকে একটি হালকা ডোরা পার্শ্ব-পৃষ্ঠীয় রেখা বরাবর দেহের উভয় পার্শ্ব দিয়ে লেজের গোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। উপরের ঠোঁট সাদা ও নিচের ঠোঁট হলদে সাদা। পেট হলুদাভ সাদা। পৃষ্ঠীয় ও পার্শ্বীয় আঁইশ সর্বদা সমান আকৃতির। এরা সাধারণত দিবাচর ও ভূ-চর। একা বা জোড়ায় থাকতে দেখা যায়। এদের খাদ্য তালিকায় আছে পোকামাকড় ও ছোট মেরুদন্ডী প্রাণী। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের দিকে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

চিতি বন আচিল

English Name : Spotted Litter Skink
Scientific Name : *Sphenomorphus maculatus*

চিতি বন আচিল ছোট লম্বাটে দেহের সূচালো ভোতা তুণ্ডের সরীসৃপ। লেজের দৈর্ঘ্য মাথা ও দেহের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ। কালো দাগে দুটি মধ্য সারিসহ দেহের উপরিভাগ ধাতব-বাদামি রঙের এবং দেহতল হলুদাভ ক্রিম সাদা। দেহের পার্শ্বীয় ডোরা কালো এবং এতে সাদা দাগ থাকে। প্রজননকালে পুরুষের দেহতল কমলা বা পাটল বর্ণ ধারণ করে। এরা দিবাচর। একা বা জোড়ায় থাকতে পছন্দ করে। বনভূমি বা সমতল ভূমিতে বিচরণ করে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে পোকামাকড়, মাকড়সা ও ছোট মেরুদণ্ডী প্রাণী। এপ্রিল-জুন মাসের দিকে প্রজনন সম্পন্ন করে।

গুঁইসাপ

English Name : Bengal Monitor
Scientific Name : *Varanus bengalensis*

গুঁইসাপের দেহের রঙ সাদাটে বা হলুদ রঙের। লম্বা লেজের প্রান্তভাগ সরু, চাপা এবং শীর্ষে দুটি শির থাকে। এদের তুণ্ড শক্ত আবরণে আবৃত ও বিস্তৃত এবং দেহ বলিষ্ঠ আকৃতির। নাসারন্ধ্র চোখের নিকটে অবস্থিত। অনিয়মিত কালো দাগসহ দেহের উপরিভাগ ধূসরাভ বা বাদামি এবং দেহতল হলুদাভ-সাদা। এরা সাধারণত দিবাচর। প্রধানত সকালে এবং সন্ধ্যায় এরা কর্মব্যস্ত থাকে। এরা স্থলচর কিন্তু প্রায়ই গাছে আরোহণ করে। সচরাচর একা বা জোড়ায় থাকে। সাধারণত ধীরে হাঁটে কিন্তু বিপদ থেকে রক্ষা পেতে দ্রুত দৌড়ায়। কুঞ্জবন ও বনের প্রান্তে এরা বাস করে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে জীবন্ত পোকামাকড়, উভচর প্রাণী, ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি এবং মাছ। জুন-সেপ্টেম্বর মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

অজগর সাপ

English Name : Rock Python
Scientific Name : *Python molurus*

অজগর সাপ পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম ও ভারী সরীসৃপ। মাথা বল্লমাকৃতির ও লেজ খাটো। দেহের উপরিভাগ হলুদাভ বা উজ্জ্বল বাদামিসহ অসম আকৃতির এবড়ো-থেবড়ো কালো প্রান্ত বিদ্যমান। দেহতল হলুদাভ-সাদা। প্রান্তভাগ ফিকে চোখে লম্বালম্বি চোখের তারা থাকে। তুণ্ডের অগ্রপ্রান্তে আঁইশ থাকে। এরা চিরসবুজ বন, জঙ্গল, ঘাসপূর্ণ ভূমিতে বিচরণ করে। সাধারণত নিশাচর তবে দিনের বেলায় স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে দেখা যায়। এরা ভালো সাতারু ও আরোহী। এদের খাদ্য তালিকায় আছে ছোট থেকে বড় স্তন্যপায়ী, পাখি, হরিণ, শুকর, বাঘদাস, ইঁদুর ইত্যাদি। মার্চ-জুনব্যাপী প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে। অজগর সাপ চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনা বিভাগের বনে দেখা যায়।

বাদামি গেছো সাপ/বেত-আচড়া

English Name : Common Bronzback Tree Snake
Scientific Name : *Dendrelaphis tristis*

বাদামি গেছো সাপ প্রশস্ত লম্বা দেহের নির্বিষ সরীসৃপ। মাথা গ্রীবা থেকে পৃথক। দেহের উপরিভাগ ব্রোঞ্জ বাদামি বা বেগুনে-বাদামি রঙের সাথে কালচে-বাদামি বা কালো ডোরা থাকে। দেহতল ফ্যাকাসে ধূসর, সবুজ বা হলদে বর্ণের। সাধারণত চোখের পশ্চাৎ এ কালো দাগ থাকে। উত্তেজিত অবস্থায় ঘাড়ের আঁইশ নীল দেখায়। এরা সাধারণত দিবাচর ও বৃক্ষবাসী। সচরাচর ঝোপ-ঝাড়ে বা লিচু গাছে একাকী বিচরণ করতে দেখা যায়। এরা খুব দ্রুত চলাফেরা ও আরোহণ করতে সক্ষম। এদের খাদ্য তালিকায় আছে ব্যাঙ, গিরগিটি, পাখির ডিম ও কীট পতঙ্গ। এপ্রিল-মে মাসব্যাপী প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে থাকে। বাদামি গেছো সাপ বাংলাদেশের সকল বনাঞ্চলে দেখা যায়।

ঘর গিন্নি সাপ

English Name : Common Wolf Snake
Scientific Name : *Lycodon aulicus*

ঘর গিন্নি সাপ মসৃণ, চকচকে, ছোট নির্বিষ সাপ। বাদামি দেহের উপরিভাগে আড়াআড়ি সাদাটে ডোরা যা বাদামি ডিম্বাকৃতির পট্টি দ্বারা বেষ্টিত। দেহতল ক্রিম বর্ণের। বয়সের সাথে আড়াআড়ি সাদাটে ডোরা অনুজ্জ্বল হয়ে থাকে। স্ত্রী ঘর গিন্নি আকারে পুরুষ সাপের চেয়ে বড় হয়। এরা সাধারণত নিশাচর ও একাকী বিচরণ করে। প্রায়ই ছায়াযুক্ত স্থানে বিশ্রাম নিতে দেখা যায়। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে গিরগিটি, ছোট ইঁদুর, ব্যাঙ ইত্যাদি। ফেব্রুয়ারি-জুলাই মাসের দিকে প্রজনন সম্পন্ন করে। ঘর গিন্নি সাপ বাংলাদেশের সর্বত্রই বিচরণ করতে দেখা যায়।

পাহাড়ি সাপ

English Name : Mock Viper
Scientific Name : *Psammodynastes pulverulentus*

পাহাড়ি সাপ মসৃণ আঁইশের নলাকার দেহ ও পৃষ্ঠ-অঙ্কীয়ভাবে চাপা মাথার সরীসৃপ। দেহের বর্ণ বিভিন্ন রঙের। প্রধানত পিঠে গাঢ় চকলেট বাদামি বা হলদে- বাদামি বা হলদে বাদামির উপর কালো দাগ চিহ্ন থাকে। দেহতল বেশ সুগঠিত চকচকে ও গোলাপি বা ধূসর বাদামি রঙের রেখা থাকে। দেহের পার্শ্বদেশে তিনটি সারিতে হলুদ রেখা ও একটি সারিতে হলুদ দাগ থাকে। এরা সাধারণত দিবাচর ও একা থাকে। তবে রাতের বেলায় ও কর্মতৎপর থাকে। সাধারণত হালকা ঝোপ ঝাড়, পাহাড়ি বনে বিচরণ করে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে ব্যাঙ, গিরগিটি, টিকটিকি ও ছোট সাপ। জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসব্যাপী প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে। পাহাড়ি সাপ চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের মিশ্র চিরসবুজ ও পাহাড়ি বনে দেখা যায়।

ধোরা সাপ

English Name : Stripped keelback
Scientific Name : *Amphiesma stolata*

ধোরা সাপের দেহ বিভিন্ন রঙের। দেহের উপরিভাগ সাধারণতভাবে জলপাই বাদামি বা কাল রঙের। দেহের মধ্যভাগে কাল রঙের ব্যান্ড থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক সাপের দৈর্ঘ্য ৯০ সে.মি. পর্যন্ত হতে পারে। তবে সাধারণত ৬০ সে.মি এর বেশি হয় না। লেজের দৈর্ঘ্য দেহের প্রায় এক চতুর্থাংশ। মাথা জলপাই রঙের এবং ঠোঁট হলুদ রঙের। পিউপিল গোলাকার। থুঁতনি ও গলা সাদা থেকে হলুদ রঙের। খাদ্য হিসেবে ব্যাঙ গ্রহণ করে তবে মাঝে মধ্যে টিকটিকিও খায়। মে-সেপ্টেম্বর মাসে ৫-১০ টি ডিম পাড়ে।

রাজ গোখরা সাপ

English Name : King Cobra
Scientific Name : *Ophiophagus hannah*

রাজ গোখরা সর্ববৃহৎ বিষধর সাপ। এটি সাধারণত ৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। তবে সর্বোচ্চ রেকর্ডকৃত দৈর্ঘ্য ৫.৮৫ মিটার। দেহের উপরিভাগ লালচে-বাদামি, জলপাই বাদামি বা কালচে। সাধারণত দেহতলে কমলা রঙের ফিকে আড়াআড়ি ডোরা থাকে। ফনা লম্বা কিন্তু খুব বেশি প্রশস্ত নয়। মাথা ঘাড়ের তুলনায় প্রশস্ত। এরা আর্দ্র বনে বা বাঁশ বনে একাকী ঘুরে বেড়ায়। এরা নিশাচর ও দিবাচর। এরা খুব দ্রুতগামী ও সদা সতর্ক থাকে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে প্রধানত অন্যান্য সাপ, ইঁদুর, পাখি ও ছোট সরীসৃপ। জানুয়ারি-এপ্রিল মাসব্যাপী প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে।

উভচর (Amphibians)

ঝিঁ ঝিঁ ব্যঙ

English Name : Cricket Frog
Scientific Name : *Fejervarya limnocharis*

ঝিঁ ঝিঁ ব্যাঙের দেহ বাদামি ও ধূসর রঙের। দেহ কালচে বাদামি ছোপ বিশিষ্ট এবং মধ্য-পৃষ্ঠীয় রেখাযুক্ত। এদের দেহের উপরিভাগ বাদামি বা ধূসর বর্ণের, দেহের নিম্নতল কালচে সাদা চিহ্নযুক্ত। প্রায়ই পার্থক্যসূচক বিস্তীর্ণ ফিকে রঙের মধ্য-পৃষ্ঠীয় ডোরা দেখা যায়। পায়ের পাতা পাতলা জালিকা বিশেষ। প্রথম আঙুলি ২য় আঙুলের চেয়ে লম্বা। এদের ত্বকে লম্বালম্বি ভাঁজ দেখা যায়। চোখ থেকে কাঁধের উপর পর্যন্ত সুস্পষ্ট ভাঁজ রয়েছে। এরা নিশাচর এবং দিবাচর প্রাণী। সচরাচর একা থাকে। জলাভূমির বনে, আর্দ্র বনভূমি এবং মাটির নিকটে এরা বাস করে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে কীটপতঙ্গ এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী। মার্চ-আগস্ট মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে থাকে। ঝিঁ ঝিঁ ব্যাঙ বাংলাদেশের সকল বনের স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে দেখা যায়।

সোনা ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙ

English Name : Indian Bull Frog
Scientific Name : *Hoplobatrachus tigerinus*

সোনা ব্যাঙ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ব্যাঙ। এদের দেহের উপরিভাগে বাদামি অথবা সবুজাভসহ সুস্পষ্ট কালচে ডোরাযুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে ফিকে রঙের একটি মধ্য-পৃষ্ঠীয় ডোরা তুণ্ড থেকে কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এরা শব্দ করার সময় নীলচে কণ্ঠথলি দৃশ্যমান হয়। দেহের পিছন দিকের অংশে কালো ফোঁটা থাকে। উরুর পিছনের অংশে কালো ও হলদে রঙের মার্বেলের মত দাগ থাকে। এরা নিশাচর ও দিবাচর প্রাণী। সচরাচর একা বা জোড়ায় থাকে। বনের ভেতরে জলাধারে, শুষ্ক মাটির উপরে, ঝোপ ঝাড়ে থাকতে দেখা যায়। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে কীটপতঙ্গ, কাঁকড়া, ইঁদুর ও ছোট পাখি। মার্চ-সেপ্টেম্বর মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে। সোনা ব্যাঙ বাংলাদেশের সকল বন ও বনের পার্শ্ববর্তী জলাধার ও লোকালয়ে দেখা যায়।

ভেনপু ব্যাঙ

English Name : Asian Painted Frog
Scientific Name : *Kaloula pulchra*

ভেনপু ব্যাঙ হালকা বাদামি রঙের এবং গোলাপি আভা দেহের উপরিভাগে ছড়িয়ে থাকে। দেহের নিম্নভাগ হলদে বা হালকা ধূসর। দেহের ত্বক মসৃণ বা অবিন্যস্তভাবে গোলাকার আঁচিল থাকে। মাথা ছোট, তুণ্ড খর্বাকৃতির ও চোখ গোলাকার। মেরুদণ্ড বরাবর তুণ্ড থেকে পায়ু পর্যন্ত উজ্জ্বল হালকা-গোলাপি-বাদামি রঙের রেখা থাকে। সচরাচর একা বা জোড়ায় থাকে। জলাধারের কাছে, গাছপালার ঝোপের আড়ালে যেখানে ভেজা ও স্যাঁতস্যাঁতে স্থান এবং বনের পানির ছড়ার মধ্যে এরা অবস্থান করে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে কীটপতঙ্গ ও জলাভূমির ছোট অমেরুদণ্ডী ও আর্থোপডস। এপ্রিল-জুন মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে থাকে। ভেনপু ব্যাঙ বাংলাদেশের জলাভূমির বন এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের মিশ্র চিরসবুজ বনে দেখা যায়।

দুই দাগী বাশী ব্যাঙ

English Name : Two Striped Grass Frog
Scientific Name : *Hylarana taipehensis*

দুই দাগী বাশী ব্যাঙ অতি ছোট আকৃতির ব্যাঙ, বহু রঙের হওয়াতে উদ্ভিদের থেকে আলাদা করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। প্রাপ্ত বয়স্কদের পায়ের রঙ বিভিন্ন রঙে মিশ্রিত থাকে। দেহের উপরিভাগ হলদে-বাদামি, নিম্ন ভাগ সাদাটে। চোখের সম্মুখে এবং পশ্চাতে বিস্তৃত কালচে বর্ণের। প্রশস্ত হলদেটে পার্শ্বডোরা থাকে। যা সরু রেখার মত হয়ে তুণ্ডের অগ্রপ্রান্তে এবং অন্যদিক থেকে আসা ডোরার সাথে মিশেছে। পায়ের পাতা এবং আঙুলিসমূহ উজ্জ্বল হলদে বর্ণের। এদের ত্বক মসৃণ। এরা সাধারণত নিশাচর, একা একা থাকে এবং বৃক্ষবাসী। গাছের পাতার শাখা-প্রশাখার উপর দিয়ে এবং ঝোপে ঝাড়ে ও বাঁশ ঝাড়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনও বা পাতার উভয় পার্শ্বে, পাতার উপরে ও নিচে দেখা যায়। এদের খাদ্য তালিকায় আছে ছোট কীটপতঙ্গসমূহ। এরা এপ্রিল-আগস্ট মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে। দুই দাগী বাশী ব্যাঙ বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের মিশ্র চির সবুজ বন, ঝোপ ঝাড় ও বাঁশ ঝাড়ে দেখা যায়।

গেছো ব্যাঙ

English Name : Asian Brown Tree Frog
Scientific Name : *Polypedates leucomystax*

গেছো ব্যাঙ কালচে আড়াআড়ি ডোরাযুক্ত, সোনালি দেহের প্রাণী। চোখের সম্মুখে এবং পশ্চাতে বিস্তৃত কালচে রঙের। মাথা লম্বা ও প্রশস্ত। সাধারণত পেছনের উরুতে কয়েকটি সাদাটে দাগ দেখা যায়। মাথার খুলির সাথে ত্বক লেগে থাকে। তুণ্ড সূঁচালো, নাসারন্ধ্রের দিকে কিছুটা ঢালু। পায়ের পাতা ও আঙুলি হলদেটে লম্বা। এরা নিশাচর এবং গোধূলির সময় কর্ম তৎপর থাকে এরা একা বা জোড়ায় থাকে। সাধারণত বৃক্ষবাসী এবং নিচু গাছপালায় বাস করে। এরা গাছের শাখা-প্রশাখায় হেঁটে এবং লাফিয়ে বেড়ায়। খুবই অলসভাবে বিশ্রাম করে। বিশ্রামের সময় দেহকে যতটা পারে গুটিয়ে রাখে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে ছোট কীটপতঙ্গ। এরা এপ্রিল-সেপ্টেম্বর মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে থাকে। গেছো ব্যাঙ বাংলাদেশের সকল ধরনের বনাঞ্চলের চারপার্শ্বে দেখা যায়।

লাল পা গেছো ব্যাঙ

English Name : Twin-spotted Tree Frog
Scientific Name : *Rhacophorus bipunctatus*

লাল পা গেছো ব্যাঙ পৃষ্ঠীয়-অঙ্কীয় চ্যাপ্টা দেহের এবং মাথায় খুব সুন্দর রঙিন ব্যাঙ। এদের সুস্পষ্ট তুণ্ড এবং খুব বড় চোখ থাকে। এদের দেহের উপরিভাগ নীলচে সবুজ অথবা গাঢ় সবুজ বর্ণের এবং নিম্নভাগ উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের। দেহের প্রত্যেক পার্শ্বে দুটি বড় এবং প্রায় সমান কালচে দাগ অবস্থিত। এদের গোলাকার পায়ের পাতার সাথে জালিকাকার আঙুলির প্রান্তদেশ সম্পূর্ণভাবে লেগে থাকে। আঙুলের মধ্যখানের জালিকা লালচে হলুদ রঙের। এরা নিশাচর। দিনের বেলায় নির্জন স্থানে গাছের মধ্যে ঘুমায়। সচরাচর দল হারিয়ে একা থাকে। প্রায়ই মিশ্র চিরসবুজ বনের ছায়াঘেরা গাছের পাতার মধ্যে এবং কুঞ্জবনের ঝোপের পাতায় লেগে থাকে। এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে ছোট কীটপতঙ্গ। এপ্রিল-আগস্ট মাসে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে। লাল পা গেছো ব্যাঙ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের মিশ্র চিরসবুজ বনে দেখা যায়।

উদ্ভিদরাজির বর্ণনা

সেগুন (Teak)

Family : Verbenaceae
Scientific Name : *Tectona grandis*

বৃক্ষ	: দীর্ঘজীবী বৃহদাকার পাতাঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ১৫-৩৫ মিটার।
কাঠ	: শক্ত, মূল্যবান হালকা বাদামি/সোনালি।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: উঁচু জমি, জলবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না গভীর মাটি প্রয়োজন।
বীজ সংগ্রহ	: ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি।
ব্যবহার	: আসবাবপত্র নির্মাণ।
বিস্তৃতি	: সারাদেশেই জন্মায়।

শাল (Sal)

Family : Dipterocarpaceae
Scientific Name : *Shorea robusta*

বৃক্ষ	: সোজা কাণ্ডবিশিষ্ট পাতাঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ২০-৩০ মিটার।
কাঠ	: খুব শক্ত বাদামি।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: উঁচু জমি, অম্লীয় মাটিতে ভাল জন্মে।
বীজ সংগ্রহ	: জুন থেকে জুলাই।
ব্যবহার	: খুঁটি, নির্মাণ কাঠ।
বিস্তৃতি	: গাজীপুর, টাঙ্গাইল এলাকার ভাওয়াল গড় ও দিনাজপুর এলাকা শালবন।

জারুল (Jarul)

Family : Lythraceae
Scientific Name : *Largerstroemia speciosa*

বৃক্ষ	: পাতাঝরা মধ্যম থেকে বড় বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ২০ মিটার।
কাঠ	: হালকা লাল অথবা লালাভ বাদামী বর্ণের হয়।
বীজ	: অক্টোবর-জানুয়ারি।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: স্বাদু পানির জলাশয়ের পাড়ে ও পলিমাটিতে জন্মাতে পারে।
বিস্তৃতি	: সারাদেশেই জন্মায়।
ব্যবহার	: কাঠ খুবশক্ত ও ভারী, নৌকা তৈরি, যন্ত্রপাতি ও খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

কদম (Kadam)

Family : Rubiaceae
Scientific Name : *Anthocephallus chinensis*

বৃক্ষ	: পাতাঝরা, বৃহদাকার বৃক্ষ, ফুল সুন্দর হলদে।
উচ্চতা	: ১৮-২২ মিটার।
কাঠ	: নরম, শিল্পে ব্যবহার হয়।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: উঁচু জমি, অম্লীয় মাটিতে।
বীজ সংগ্রহ	: আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।
বিস্তৃতি	: সারাদেশেই জন্মায়।
ব্যবহার	: মধ্যম শক্ত কাঠ, ফুল জ্বালানি।

শিমুল (Silk Cotton Tree)

Family : Bombacaceae
Scientific Name : *Bombax ceiba*

বৃক্ষ	: বড় উঁচু পাতাঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ১২-১৮ মিটার।
বাকল	: মসৃণ, ধূসর।
কাঠ	: নরম।
বীজ সংগ্রহ	: এপ্রিল।
বিস্তৃতি	: সারাদেশেই জন্মে থাকে।
ব্যবহার	: হালকা ও নির্মাণ, তুলা, জ্বালানি, প্যাকিং বক্সে ব্যবহার করা হয়।

ডুমুর (Fig)

Family : Moraceae
Scientific Name : *Ficus hispida*

বৃক্ষ	: ছোট বা মধ্যম গুল্ম।
উচ্চতা	: ৪ থেকে ৬ মিটার।
কান্ড	: কচি কাণ্ড ফাঁপা।
বীজ সংগ্রহ	: ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: সিক্ত মাটিতে জন্মে, তবে দোআঁশ মাটিতে ভাল হয়।
বিস্তৃতি	: সারাদেশেই জন্মাতে দেখা যায়।
ব্যবহার	: কচিডগা, পাতা গো খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়, ফল খাওয়া যায়।

জাম (Black Berry)

Family : Myrtaceae
Scientific Name : *Syzygium Spp*

বৃক্ষ	:	বৃহদাকার চিরৎসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	২৫-২৭ মিটার।
কাঠ	:	খুব শক্ত।
বীজ সংগ্রহ	:	জুন থেকে জুলাই।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	অনেক ধরনের মাটিতে জন্মে। তবে পলিমাটিতে ও দোআঁশ মাটিতে ভাল।
বিস্তৃতি	:	সারা দেশে জাম গাছ লাগানো যায়, পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ি জাম বেশি দেখা যায়।
ব্যবহার	:	ফল খাওয়া হয়, কাঠ দ্বারা নির্মাণ ও আসবাবপত্র তৈরি করা যায়।

মিনজিরি (Minjiri)

Family : Leguminosae
Scientific Name : *Cassia siamea*

বৃক্ষ	:	মধ্যমাকার চিরসবুজ বৃক্ষ, পাতার বর্ণ গাঢ় সবুজ, সুদর্শন গাছ।
উচ্চতা	:	১৪ থেকে ১৭ মিটার।
কাঠ	:	মধ্যম।
বীজ সংগ্রহ	:	মার্চ থেকে এপ্রিল।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	উঁচু ও মাঝারি উঁচু দো-আঁশ মাটি ভাল হয়, রাস্তায় পাশে বেশি লাগানো যায়, সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।
বিস্তৃতি	:	সারাদেশেই জন্মে, তবে ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশি জন্মে।
ব্যবহার	:	সস্তা আসবাব, খুঁটি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা যায়, ছায়া-দায়ী জীবন্ত বেড়া হিসেবে ব্যবহার করা যায়, জ্বালানি হিসেবে ভাল, বছরে তিন বার ডাল পাতা কাটা যায়।

সজিনা (Drum stick, Sajna)

Family : Moringaceae
Scientific Name : *Moringa oleifera*

বৃক্ষ	: মধ্যমাকার পাতাঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ১০ মিটার।
কাঠ	: নরম।
বীজ সংগ্রহ	: এপ্রিল থেকে মে।
বিস্তৃতি	: সারা দেশেই জন্মে, তবে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বেশি জন্মে।
ব্যবহার	: সবজি ও জ্বালানি কাঠ।

কৃষ্ণচূড়া (Pigcon tree)

Family : Fabaceae
Scientific Name : *Delonix regia*

বৃক্ষ	: দ্রুত বর্ধনশীল, বৃহদাকার, প্রায় চিরহরিৎ বৃক্ষ।
কাঠ	: নরম।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: অনুর্বর মাটিতে জন্মে, তবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।
বীজ সংগ্রহ	: ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি।
বিস্তৃতি	: সারা দেশেই জন্মে, তবে উঁচু পাহাড়ি এলাকায় কম।
ব্যবহার	: সৌন্দর্য গাছ, জ্বালানি কাঠ।

তেঁতুল (Tamarind)

Family : Leguminosae
Scientific Name : *Tamarindus indica*

বৃক্ষ	: চিরহরিৎ বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ২০ থেকে ২৫ মিটার।
কাঠ	: লালচে বাদামি শক্ত।
বীজ সংগ্রহ	: মার্চ থেকে এপ্রিল।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি, মধ্যম বুনট।
বিস্তৃতি	: সারাদেশেই জন্মে।
ব্যবহার	: ফল, কাঠ ও জ্বালানি ব্যবহার নির্মাণ ও আসবাব কাঠ।

পানি মান্দার (Alder/Pania Mandar)

Family : Leguminosae (Papilionoidae)
Scientific Name : *Erythrina fusca*

বৃক্ষ	: ক্ষুদ্র থেকে মধ্যমাকার বৃক্ষ, পাতাঝরা।
উচ্চতা	: ৬ থেকে ৮ মিটার।
কাঠ	: নরম।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: অনুর্বর, নিচু স্থানেও জন্মে, জলাবদ্ধতা কিছুটা সহ্য করতে পারে।
বীজ সংগ্রহ	: মে থেকে জুন।
বিস্তৃতি	: বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে বেশি জন্মে।
ব্যবহার	: জীবন্ত বেড়া, জ্বালানি কাঠ।

পলাশ বা কিংশুক (Bastard teak)

Family : Leguminosae
Scientific Name : *Butea monosperma*

বৃক্ষ	: মাঝারি আকারের পাতাঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ৬ থেকে ৮ মিটার।
কাঠ	: নরম, হালকা বাদামি থেকে সাদা।
বীজ সংগ্রহ	: জুন থেকে জুলাই।
বিস্তৃতি	: দেশের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে বেশি জন্মে।
ব্যবহার	: সুন্দর গাছ, হালকা, কাঠ জ্বালানি।

চাকুয়া কড়ই (Chakua koroi)

Family : Leguminosae (Mimosideae)
Scientific Name : *Albizia chinensis*

বৃক্ষ	: বৃহদাকার দ্রুত বর্ধনশীল বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ২৫ থেকে ৩০ মিটার।
বীজ সংগ্রহ	: ডিসেম্বর থেকে মার্চ।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: অম্ল মাটি, জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না মাটির উর্বরতা বাড়ায়।
বিস্তৃতি	: বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম ও পাহাড়ি অঞ্চলে (চা বাগান) বেশি পাওয়া যায়, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও দিনাজপুর এলাকায়ও জন্মাতে দেখা যায়।
ব্যবহার	: জ্বালানি, প্যাকেজিং কাঠ।

চালা বা উদাল (Chala)

Family : Sterculiaceae
Scientific Name : *Sterculia villosa*

বৃক্ষ	: মধ্যমাকারের পাতাঝরা বৃক্ষ, দ্রুত বর্ধনশীল।
উচ্চতা	: ১১ থেকে ১৬ মিটার।
কাঠ	: নরম, হালকা।
বীজ সংগ্রহ	: মে থেকে জুন।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: হালকা মাটিতে জন্মে, পাতাঝরা বনে ভাল জন্মে, শুষ্ক জমিতেও জন্মাতে পারে।
বিস্তৃতি	: বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইল এর মধুপুরে বেশি জন্মে।
ব্যবহার	: জ্বালানি কাঠ ও দিয়াশলাই শিল্পে ব্যবহার হয়।

মহুয়া (Mahua)

Family : Magnoliaceae
Scientific Name : *Madhuca indica*

বৃক্ষ	: মধ্যম থেকে বৃহৎদাকার পাতাঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ১৫ থেকে ২২ মিটার উঁচু।
কাঠ	: মধ্যম শক্ত।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: মাঝারি উঁচু ও উঁচুর গভীর প্রশম মাটি মধ্যম উর্বর।
বীজ সংগ্রহ	: জুন থেকে জুলাই।
বিস্তৃতি	: বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে শালবনে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মে।
ব্যবহার	: হাল্কা নির্মাণ, ভেষজ ব্যবহার ও জ্বালানি কাঠ।

দেবদারু (Mast tree)

Family : Annonaceae
Scientific Name : *Polyalthia longifolia*

বৃক্ষ	: চিরসবুজ বৃক্ষ, সুদর্শন।
উচ্চতা	: ১০ থেকে ২০ মিটার (জাতভেদে)।
কাঠ	: হালকা, নরম।
বীজ সংগ্রহ	: জুলাই থেকে আগস্ট।
বিস্তৃতি	: সৌন্দর্য স্থান, নিম্নাঞ্চলে জন্মে।
ব্যবহার	: প্যাকিং বাক্স ও দিয়াশলাইয়ের কাঠি।

বকুল (Medlar)

Family : Sapotaceae
Scientific Name : *Mimusops elengi*

বৃক্ষ	: মধ্যম থেকে বড় চিরসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ১২ থেকে ১৫ মিটার।
কাঠ	: শক্ত, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয় ।
বীজ সংগ্রহ	: সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে হালকা ছায়াতেও জন্মাতে পারে।
বিস্তৃতি	: বাহারী গাছ ও সুগন্ধি ফুলের জন্য সারাদেশেই পাওয়া যায়।
ব্যবহার	: ঔষধি গুণ আছে, পাকা ফল খাওয়া যায় ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ভাল।

লটকন (Anatto Dye Plant)

Family : *Bixaceae*
Scientific Name : *Bixa orellana*

বৃক্ষ	: ছোট ও মধ্যম আকারের গুল্ম বা বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ৪ থেকে ৫ মিটার।
বীজ সংগ্রহ	: ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: বেলে দোআঁশ মাটিতে জন্মানো যায়।
বিস্তৃতি	: প্রায় সারা দেশেই জন্মে থাকে।
ব্যবহার	: রং উৎপাদিত হয়, ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কাজু বাদাম (Cashew nut)

Family : Anacardiaceae
Scientific Name : *Anacardium occidentale*

বৃক্ষ	: মধ্যম আকারের গাছ, চিরসবুজ ধরনের।
উচ্চতা	: ৫ থেকে ৭ মিটার।
কাঠ	: মধ্যম।
বীজ সংগ্রহ	: জুন থেকে জুলাই।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: বেলে দোআঁশ মাটিতে ভাল হয়।
বিস্তৃতি	: প্রায় সারাদেশেই দেখতে পাওয়া যায়।
ব্যবহার	: ফল খাওয়া যায়, কাঠ দ্বারা নিম্নমানের আসবাব তৈরি হয়।

ডেউয়া বা ডেওফল (Dewa)

Family : Moraceae
Scientific Name : *Artocarpus lacucha*

বৃক্ষ	: বৃহদাকার পাতাঝরা গাছ।
উচ্চতা	: ২২ থেকে ২৪ মিটার।
কাঠ	: শক্ত।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: ভিজা মাটিতে জন্মে, চারা অবস্থায় ছায়াতে ক্ষতি হয় না।
বিস্তৃতি	: সিলেট, চট্টগ্রামের বনসহ সারাদেশেই সামাজিক বন বা বসত বনে জন্মানো যায়।
ব্যবহার	: ফল খাওয়া যায়, পাতা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কাঠ নির্মাণ কাজ ও সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

জলপাই (Olive)

Family : Elaeocarpaceae
Scientific Name : *Elaeocarpus robustus*

বৃক্ষ	: চিরসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ১০ থেকে ১৮ মিটার।
কাঠ	: নরম।
বীজ সংগ্রহ	: নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: গাছ সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।
বিস্তৃতি	: সারাদেশেই জলপাই গাছ জন্মে।
ব্যবহার	: ফল খাওয়া যায়, কাঠ দিয়ে প্যাকিং বাক্স তৈরি করা যায়, ডালপালা জ্বালানি হয়।

কুল বরই (Kul)

Family : Rhamnaceae
Scientific Name : *Zizyphus mauritiana*

বৃক্ষ	:	মধ্যম আকারের বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	৭ থেকে ১০ মিটার।
কাঠ	:	শক্ত, লাল বর্ণের।
বীজ সংগ্রহ	:	জানুয়ারি থেকে মার্চ।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	বিভিন্ন ধরনের মাটিতে জন্মে, তবে পলি মাটিতে ভাল হয়, জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।
বিস্তৃতি	:	সারাদেশেই জন্মে থাকে, বসতবাড়িতে বেশি লাগানো হয়।
ব্যবহার	:	ফল খাওয়া যায়, কাঠ দ্বারা কৃষি ও অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরি হয়।

শেওড়া (Siamese Bush)

Family : Moraceae
Scientific Name : *Streblus asper*

বৃক্ষ	:	ঘন পল্লবি ছোট গাছ, চিরসবুজ।
উচ্চতা	:	৩ থেকে ৫ মিটার।
কাঠ	:	শক্ত তার আঁশ বাঁকা শাখাবহুল।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	অনেক ধরনের মাটিতে জন্মে, রাস্তায় পাশে বেশি দেখা যায়, আংশিক ছায়াতেও জন্মে সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।
বিস্তৃতি	:	সারাদেশেই জন্মে, রাস্তার পাশে ও জলাশয়ের ধারে বেশি জন্মাতে দেখা যায়।
ব্যবহার	:	ঔষধি গুণ রয়েছে, পাতা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়, মণ্ড তৈরি হয়, জ্বালানি ও মাছের আশ্রয় ডাল হিসেবে ভাল।

করনজা (Beech tree)

Family : Leguminosae (Papilionoidae)
Scientific Name : *Pongamia pinnata*

বৃক্ষ	: ছোট ও মধ্যম আকার গাছ।
উচ্চতা	: ১০ থেকে ১৭ মিটার।
কাঠ	: মধ্যম শক্ত।
বীজ সংগ্রহ	: আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।
বিস্তৃতি	: বাংলাদেশের জোয়ার প্লাবিত এলাকায় বেশি জন্মে, নদীনালা ও জলাশয়ের ধারে প্রায় জন্মে বিল হাওড় এলাকায়ও বেশি জন্মে।
ব্যবহার	: ঔষধি গুণ আছে, বীজ থেকে তেল হয়, তেল জ্বালানো যায়, পাতা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কাঠ দ্বারা কৃষি সরঞ্জাম তৈরি করা যায়।

জিগা (Jialbhadi)

Family : Burseraceae
Scientific Name : *Garuga pinnata*

বৃক্ষ	:	মধ্যম আকারের আছে পাতাঝরা প্রকৃতির দ্রুত বড় হয়।
উচ্চতা	:	১২ থেকে ১৬ মিটার।
কাঠ	:	নরম।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	পাতাঝরা মিশ্রবনের মাটিতে জন্মে প্রচণ্ড সূর্যালোকে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয় অনুর্বর মাটিতেও জন্মে।
বিস্তৃতি	:	দেশের পূর্বাঞ্চলে ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ি বনসহ সারাদেশেই জন্মে থাকে, বসতবাড়িতে বেশি ব্যবহার হয়।
ব্যবহার	:	পরিপক্ব কাঠ দ্বারা সৌখিন দ্রব্য তৈরি করা যায় কাঠ শোধন করে রেলওয়ে স্লিপার তৈরি হয় পাতা ডগা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায় জীবন্ত বেড়া তৈরির কাজে বেশি ব্যবহার হয়।

কাঠ বাদাম (Almond)

Family : Combretaceae
Scientific Name : *Terminalia catappa*

বৃক্ষ	: লম্বা পাতাঝরা উদ্ভিদ।
কাঠ	: শক্ত।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: বালিময় সৈকতেও জন্মে, তবে পলিমাটিতে বৃদ্ধি ভাল হয়, জলাবদ্ধতায় টিকে থাকতে পারে সূর্যালোক চাহিদা বেশি।
বীজ সংগ্রহ	: আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।
বিস্তৃতি	: সারাদেশের বসতবাড়ি রাস্তার পাশে ও বন বাগানে জন্মানো যায়, পাহাড়ি এলাকায় ও এ গাছ জন্মাতে দেখা যায়।
ব্যবহার	: ফল খাওয়া যায়, কাঠ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা যায়, প্লাইউড তৈরি করা যায়, ঔষধি গুণ আছে, বীজ থেকে তেল হয়।

রঙ্গি গাছ বা তুন (Toon Tree)

Family : Meliaceae
Scientific Name : *Toona ciliata*

বৃক্ষ	: মধ্যম আকারের পাতা ঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ১৩ থেকে ১৯ মিটার।
কাঠ	: শক্ত।
বীজ সংগ্রহ	: জুন থেকে জুলাই।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: অনেক ধরনের মাটিতেই জন্মে, যেমন- সিক্ত মাটি, শুকনা মাটি ও নিকাশযুক্ত অন্যান্য বুনটের মাটি।
বিস্তৃতি	: দেশের পাহাড়ি বন ও শালবনে বেশি পাওয়া যায়, এছাড়া সারাদেশেই রঙ্গি গাছ জন্মাতে দেখা যায়।
ব্যবহার	: কাঠ আসবাবপত্র তৈরি ও নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়, নৌকা ও বাদ্যযন্ত্র তৈরিতে ও ব্যবহার বেশি, রিকশা তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

ভাদি (Bhadi)

Family : Anacardiaceae
Scientific Name : *Lannea coromandelica*

বৃক্ষ	: মধ্যম আকারের পাতাঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ৭ থেকে ৯ মিটার।
বীজ সংগ্রহ	: জুলাই থেকে আগস্ট।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: উঁচু ও মাঝারি উঁচু, মধ্যম উর্বর জমি।
বিস্তৃতি	: ভাদি প্রজাতি পাহাড়ি অঞ্চল ও অন্যান্য জাত সারাদেশেই জন্মাতে দেখা যায়।
ব্যবহার	: জীবন্ত বেড়া, জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বড় হরিনা/পিটা (Pitha)

Family : Sapindaceae
Scientific Name : *Erioglossum rubiginosum*

বৃক্ষ	: ছোট গাছ, চিরসবুজ।
উচ্চতা	: ৩ থেকে ৫ মিটার।
বীজ সংগ্রহ	: আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: সিক্ত মাটিতে জন্মে, চিরসবুজ বনে বেশি পাওয়া যায়, পিটা গাছের জন্য দোআঁশ মাটি ভাল।
বিস্তৃতি	: সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার পাহাড়ি এলাকায় বেশি জন্মে, এছাড়াও সারাদেশে জংলী পরিবেশে জন্মাতে দেখা যায়।
ব্যবহার	: ফল খাওয়া যায়, কাঠ যন্ত্রপাতির হাতল ও অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

চালতা (Chalta)

Family : Dilleniaceae
Scientific Name : *Dillenia indica*

বৃক্ষ	: মাঝারি আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ১২ থেকে ১৪ মিটার।
কাঠ	: মধ্যম শক্ত।
বীজ সংগ্রহ	: ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, পটুয়াখালীতে বেশি দেখা যায়, তবে উঁচু ও মাঝারি উঁচু মাটিতে।
বিস্তৃতি	: সারাদেশেই কম বেশি জন্মে।
ব্যবহার	: নৌকার সরঞ্জাম, জ্বালানি।

হিজল (Hijal)

Family : Lecythidaceae
Scientific Name : *Barringtonia acutangula*

বৃক্ষ	: মধ্যমাকার চিরসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ৯ থেকে ১৩ মিটার।
কাঠ	: নরম জলাশয়ের মাছের আশ্রয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
বীজ সংগ্রহ	: আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।
বিস্তৃতি	: হাওড় ও নিচুঁ এলাকা।
ব্যবহার	: নরম কাঠ, জলাশয়ে মাছের আশ্রয় ও জ্বালানি।

পিতরাজ (Baddiraj)

Family : Meliaceae
Scientific Name : *Aphanamixis polystachya*

বৃক্ষ	:	বৃহদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	২০ থেকে ২৫ মিটার।
কাঠ	:	মধ্যম শক্ত।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	অনুর্বর জমিতে জন্মাতে পারে, নদী নালা ও বিলের পানির ধারে জন্মে, আংশিক ছায়াতে ও জন্মে, বসতবাড়ির সীমানায় লাগানো হয় সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।
বীজ সংগ্রহ	:	মার্চ থেকে এপ্রিল।
বিস্তৃতি	:	সারাদেশেই জন্মে, তবে সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বেশি জন্মাতে দেখা যায়।
ব্যবহার	:	ঔষধি গুণ আছে, কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি করা যায়, জ্বালানি হিসেবে ভাল।

বহাল ও কানউজা (Sebesten)

Family : Boraginaceae
Scientific Name : *Cordia dichotoma*

বৃক্ষ	: মধ্যম আকারের পাতাঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ৮ থেকে ১১ মিটার।
কাঠ	: মধ্যম শক্ত।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: ভিজা দোআঁশ মাটিতে ভাল জন্মে, শুষ্ক মাটিতেও টিকে থাকতে পারে, আংশিক ছায়া সহ্য করতে পারে, সাময়িক জলাবদ্ধতা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।
বীজ সংগ্রহ	: আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।
বিস্তৃতি	: সারা দেশেই পাওয়া যায়, তবে নেত্রকোনা ও সিলেট অঞ্চলে নিঁচু জমিতে বেশি জন্মে।
ব্যবহার	: ফল খাওয়া যায়, সুগন্ধি, কাঠ নির্মাণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।

পান বট (Peepul tree)

Family : Moraceae
Scientific Name : *Ficus religiosa*

বৃক্ষ	: বৃহদাকার বৃক্ষ, পাতাঝরা।
উচ্চতা	: ১০ থেকে ২০ মিটার।
কাঠ	: মধ্যম শক্ত।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: সিক্ত মাটিতে বেশি হয়, সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে, অধিক সূর্যালোকে ভাল জন্মে।
বীজ সংগ্রহ	: জুন থেকে জুলাই।
বিস্তৃতি	: সারা দেশেই জন্মে থাকে।
ব্যবহার	: পাতা গো-খাদ্য এবং ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কাঠ প্যাকিং বাক্স তৈরিতে ব্যবহৃত করা যায়।

বট বা ঝুরি বট (Banyan tree)

Family : Moraceae
Scientific Name : *Ficus benghalensis*

বৃক্ষ	:	চিরসবুজ ছড়ানো বড় বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	১৫ থেকে ২০ মিটার।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	অনুর্বর জমিতেও জন্মে। সাময়িকভাবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।
বীজ সংগ্রহ	:	জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি।
বিস্তৃতি	:	সারা দেশেই জন্মাতে দেখা যায়।
ব্যবহার	:	নিম্নমান জ্বালানি কাঠ, পাতার ডগা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়, ঔষধি ব্যবহার আছে।

জগা ডুমুর (Jagya fig)

Family : Moraceae
Scientific Name : *Ficus racemosa*

বৃক্ষ	: বৃহদাকার পাতাঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ১২ থেকে ২০ মিটার।
কাঠ	: নরম, মধ্যম শক্ত।
বীজ সংগ্রহ	: জুন থেকে জুলাই।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	: সিক্ত মাটিতে জন্মে, সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে, ছায়াতেও জন্মে।
বিস্তৃতি	: সারা বাংলাদেশেই জন্মাতে দেখা যায়।
ব্যবহার	: ফল খাওয়া যায়, ঔষধি গুণ আছে, পাতা ও কচি ডগা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

কাঁঠাল (Jackfruit)

Family : Moraceae
Scientific Name : *Artocarpus heterophyllus*

বৃক্ষ	:	বৃহদাকার চিরহরিৎ বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	১৫ থেকে ২০ মিটার।
কাঠ	:	হলদে শক্ত।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	উর্বর দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ
বীজ সংগ্রহ	:	মে থেকে জুলাই।
বিস্তৃতি	:	ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ময়মনসিংহের লালমাটি এলাকা।
ব্যবহার	:	বহু ব্যবহারমুখী গাছ, কাঠ শক্ত ও মূল্যবান।

বেল (Wood Apple)

Family : Rutaceae
Scientific Name : *Aegle marmelos*

বৃক্ষ	:	মাঝারি উচ্চতা বিশিষ্ট বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	৭ থেকে ৯ মিটার।
কাঠ	:	হলদে সাদা, মধ্যম শক্ত।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	উঁচু উর্বর গভীর মাটি, বিক্রিয়া প্রশম।
বীজ সংগ্রহ	:	এপ্রিল থেকে মে।
বিস্তৃতি	:	প্রায় সারা দেশেই জন্মে তবে দেশের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে বেশি জন্মে।
ব্যবহার	:	কাঠ শক্ত, সবুজ ফল আমাশয় ও ডায়রিয়া রোগের উপশমকার।

নিম (Morgosa Tree)

Family : Meliaceae
Scientific Name : *Azadirachta indica*

বৃক্ষ	:	মধ্যম থেকে বড় আকারের গাছ।
উচ্চতা	:	১৫ থেকে ২৫ মিটার।
কাঠ	:	শক্ত।
বীজ সংগ্রহ	:	আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	সিক্ত মাটিতে ভাল জন্মে তবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না, বেলে মাটিতে নিম গাছ ভাল জন্মে।
বিস্তৃতি	:	দেশের উত্তরাঞ্চলসহ সারা দেশেই বসতবাড়ি ও রাস্তার পাশে জন্মাতে দেখা যায়।
ব্যবহার	:	আসবাবপত্র, নিমের ডাল দাঁতের মাজন হিসেবে ব্যবহৃত হয়, পাতা, বীজ ও নিম তেলের ব্যাপক ভেষজ ব্যবহার রয়েছে, কৃষি যন্ত্রপাতি ও খেলনা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

অশোক (Asoka Tree)

Family : Laguminosae
Scientific Name : *Saraca indica*

বৃক্ষ	: চিরসবুজ ক্ষুদ্রাকৃতির গাছ।
উচ্চতা	: ৮ থেকে ৯ মিটার।
বীজ সংগ্রহ	: জুন থেকে জুলাই।
বিস্তৃতি	: দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বেশি, উন্মুক্ত মাঠ, সড়ক ও সামাজিক বন।
ব্যবহার	: কাঠ নরম পাতা গো খাদ্য পাতা ও বাকল ভেষজ, জ্বালানি।

অর্জুন (White Murdah)

Family : Combretaceae
Scientific Name : *Terminalia arjuna*

বৃক্ষ	:	মধ্যম থেকে বৃহদাকার পাতা ঝরা গাছ।
উচ্চতা	:	১৫ থেকে ২২ মিটার।
কাঠ	:	শক্ত।
বীজ সংগ্রহ	:	মে থেকে জুন।
বিস্তৃতি	:	বাংলাদেশের সকল জেলা, রাস্তার পাশে ও বসতবাড়িতে দেখা যায়।
ব্যবহার	:	বাকলের ভেষজ মূল্য বেশি, হাঁপানি, আমাশয়, ব্যথার জন্য ছাল উপকারী, কাঠ নির্মাণ ও খুঁটিতে ব্যবহার করা হয়।

বহেরা (Belleric Myrobalan)

Family : Combretaceae
Scientific Name : *Terminalia belerica*

বৃক্ষ	:	বৃহদাকার পাতা ঝরা বৃক্ষ।।
বাকল	:	খসখসে।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	অনেক মাটিতে জন্মে, আলোর চাহিদা বেশি।
বীজ সংগ্রহ	:	নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর।
বিস্তৃতি	:	গজারী বনে প্রাকৃতিকভাবে জন্মে সারাদেশেই পাওয়া যায়।
ব্যবহার	:	বহেরার ফল মস্তিষ্কের শক্তিবর্ধক, পাকস্থলি বলকারক, ক্ষুধাবর্ধক, হজমকারক, রক্তপাত, বন্ধকারক, অজীর্ণ, উদরাময়, অতিসারে বিশেষ উপকার হয়।

হরিতকি (Chebulic Myrobalan)

Family : Combretaceae
Scientific Name : *Terminalia chebula*

বৃক্ষ	:	মধ্যম থেকে বৃহদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	২৮ থেকে ৩২ মিটার।
কাঠ	:	খুব শক্ত, গাঢ় বেগুনি।
বীজ সংগ্রহ	:	জানুয়ারি থেকে মার্চ।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	পাহাড়ি এলাকাসহ প্রায় সকল উঁচু জমিতে জন্মে।
বিস্তৃতি	:	হরিতকি গাছের আদি নিবাস ভারত, পাকিস্তান, মায়ানমার এবং বাংলাদেশ।
ব্যবহার	:	ফল অর্শ রোগে চোখের রোগে, পিত্ত বেদনায়, জ্বর, কাশি, হাপানি, পেট ফাঁপা, জন্ডিস, আমাশয় ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ফল থেকে ট্যানিন, লেখার কালি ও রং পাওয়া যায়।

আমলকি (Amloki)

Family : Euphorbiaceae
Scientific Name : *Phyllanthus embelica*

বৃক্ষ	:	মাঝারি ধরনের পত্র ঝরা বৃক্ষ
উচ্চতা	:	৬ থেকে ৮ মিটার
কাঠ	:	নরম, লাল বা বাদামি লাল
বীজ সংগ্রহ	:	নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	বেলে দোআঁশ মাটিতে অধিক পরিমাণে আমলকী গাছ জন্মে।
বিস্তৃতি	:	বাংলাদেশ, ভারত, চীন, শ্রীলংকা ও মায়ানমার।
ব্যবহার	:	ফলটক ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এবং ত্রিফলার একটি ফল, এছাড়াও ফল হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের শক্তিবর্ধক, বমি নিবারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ছাতিম/ছাতিয়ান (Devils Tree)

Family : Apocynaceae
Scientific Name : *Alstonia scholaris*

বৃক্ষ	:	গাছ লম্বাটে বড়।
উচ্চতা	:	১৫ থেকে ২০ মিটার।
কাঠ	:	মধ্যম, ডালপালা নরম।
বীজ সংগ্রহ	:	মার্চ থেকে এপ্রিল।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	নিচু জমি থেকে পাহাড়ি এলাকা পর্যন্ত মাটিতে জন্মে।
বিস্তৃতি	:	সারাদেশেই জন্মে, তবে সিলেট, চট্টগ্রাম ও পাহাড়ি এলাকায় বেশি দেখা যায়।
ব্যবহার	:	কাঠ প্রধানত দিয়াশলাই শিল্পে ব্যবহৃত হয় বাকল এর রস হৃদরোগ, এজমা, আলসার, আমাশয় ও কুষ্ঠরোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

সাদা কড়ই (White Siris)

Family : Leguminosae
Scientific Name : *Albizia procera*

বৃক্ষ	:	বৃহদাকার প্রায় পাতা ঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	৩০ থেকে ৩২ মিটার।
কাঠ	:	সার কাঠ, শক্ত, আসবাব, নির্মাণ।
বীজ সংগ্রহ	:	ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	খরা ও সামান্য জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে, মাটির উর্বরতা বাড়ায়।
বিস্তৃতি	:	সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল এলাকায় বেশি জন্মে।
ব্যবহার	:	নির্মাণ কাঠ, জ্বালানি।

কালা কড়ই (Black Siris)

Family : Leguminaosae
Scientific Name : *Albizia lebbeck*

বৃক্ষ	:	বৃহদাকার পাতা ঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	৩০ থেকে ৩৫ মিটার।
কাঠ	:	শক্ত, আসবাব ও নির্মাণ, গাঢ় বাদামি ভারি।
বীজ সংগ্রহ	:	জানুয়ারি থেকে মার্চ।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	মাটির উর্বরতা বাড়ায় চা বাগানে ছায়া গাছ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অনুর্বর জমিতেও জন্মে।
বিস্তৃতি	:	সিলেট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ এলাকায় বেশি জন্মে, দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলেও জন্মে।
ব্যবহার	:	নির্মাণ কাঠ ও জ্বালানি।

মস ট্রি (Moss tree)

Family : Tiliaceaes
Scientific Name : *Brownlowia elata (Roxb)*

বৃক্ষ	:	মধ্যমাকার চিরসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	২.৫ থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত।
কাঠ	:	নরম, লালচে ধূসর।
বীজ সংগ্রহ	:	অক্টোবর।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	জলাবদ্ধ, পর্যায়ক্রমে প্লাবিত ভূমি, পাহাড়ী এলাকা, নদী তীরবর্তী কর্দমাক্ত মাটিতে ভাল জন্মে।
বিস্তৃতি	:	চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার।
ব্যবহার	:	পশু খাদ্য ও ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনে ব্যবহার করা হয়

সোনালু/বান্দর লাঠি (Monkey Stick)

Family : Leguminosae
Scientific Name : *Cassia fistula*

বৃক্ষ	:	মধ্যমাকৃতির পাতা ঝরা বৃক্ষ, ধীর বর্ধনশীল।
উচ্চতা	:	৮ থেকে ১২ মিটার।
কাঠ	:	খুব শক্ত।
বীজ সংগ্রহ	:	মার্চ থেকে এপ্রিল।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	গভীর মাটি, অনুর্বর মাটিতেও জন্মে।
বিস্তৃতি	:	সারা দেশেই জন্মে তবে দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বেশি।
ব্যবহার	:	শক্ত কুঠি, নির্মাণ, সৌন্দর্য গাছ, জ্বালানি।

চাপালিশ (Chapalish)

Family : Moraceae
Scientific Name : *Artocarpus chaplasha*

বৃক্ষ	:	বৃহদাকার পাতা ঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	৩০ থেকে ৩৫ মিটার।
কাঠ	:	শক্ত হলদে বাদামি।
বীজ সংগ্রহ	:	জুন থেকে আগস্ট।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	উঁচু জমি, মধ্যম উঠার লোনা মাটিতে ভাল হয় না, পাহাড়ি মাটিতে জন্মে।
বিস্তৃতি	:	পার্বত্য জেলাসমূহ এবং লাল মাটি ও বরেন্দ্র এলাকার উঁচু জমি।
ব্যবহার	:	আসবাবপত্র, নির্মাণ ও জ্বালানি।

গামার (Gamar)

Family : Verbenaceae
Scientific Name : *Gmelina arborea*

বৃক্ষ	:	পাতাঝরা বৃহদাকার উদ্ভিদ।
উচ্চতা	:	৩০ থেকে ৩৫ মিটার।
কাঠ	:	খুব শক্ত, হালকা, বর্ণ সাদা।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	অনেক ধরনের মাটিতেই জন্মে, তবে উর্বর উপত্যকায় ভাল জন্মে।
বীজ সংগ্রহ	:	জুন থেকে জুলাই।
বিস্তৃতি	:	চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এর পাহাড়ি এলাকায় ও সমভূমির বনে বেশি দেখা যায়।
ব্যবহার	:	নির্মাণ কাঠ হিসেবে উত্তম, আসবাবপত্র তৈরি হয়।

গাব (Gab)

Family : Ebenaceae
Scientific Name : *Diospyros peregrina*

বৃক্ষ	:	মধ্যম আকারের চির সবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	৭ থেকে ১২ মিটার।
বীজ সংগ্রহ	:	জুলাই থেকে আগস্ট।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	বিভিন্ন প্রকার মাটিতে জন্মে, সিক্ত ও ছায়াযুক্ত স্থানেও জন্মানো যায়, সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে।
বিস্তৃতি	:	সারাদেশেই গাব গাছ জন্মে, বসত বাড়িতে গাব গাছ বেশি দেখা যায়।
ব্যবহার	:	ফল খাওয়া যায়, কাঁচা গাবের রস নৌকা ও জালে লাগানো যায়।

চম্পা ও স্বর্ণ চম্পা (Champa)

Family : Magnoliaceae
Scientific Name : *Michelia champaca*

বৃক্ষ	:	বৃহদাকার চির সবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	৩০ থেকে ৩৫ মিটার।
কাঠ	:	শক্ত, মূল্যবান কাঠ, হলদে বাদামি।
বীজ সংগ্রহ	:	আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।
বিস্তৃতি	:	সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে দেখা যায়।
ব্যবহার	:	আসবাবপত্র তৈরি, ভিনিয়র, দরজা জানালার পাল্লা, গৃহ নির্মাণ, জাহাজ, লক ও নৌকা নির্মাণ, ফুল থেকে সুগন্ধি আতর তৈরি হয়, ফুল থেকে উদ্বায়ী তৈল ও রং পাওয়া যায়।

ছাগল লেদা (Ban narang)

Family : Euphorbiaceae
Scientific Name : *Suregada multiflora*

বৃক্ষ	:	ছোট থেকে মধ্যম আকৃতির গাছ, পাতা ঝরা, প্রকৃতির সুদর্শন।
উচ্চতা	:	৮ থেকে ১৪ মিটার।
কাঠ	:	হালকা।
বীজ সংগ্রহ	:	মে থেকে জুন।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	শুদ্ধ ও সিক্ত উভয় মাটিতেই জন্মে, আংশিক ছায়াতেও জন্মে, তবে দোআঁশ মাটি উত্তম।
বিস্তৃতি	:	প্রাকৃতিক বন এবং গ্রামীণ এলাকায় জন্মে।
ব্যবহার	:	বীজ খাওয়া যায়, কাঠ দিয়ে যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম তৈরি করা যায়, গাছের বাকল বেশ শক্ত।

কনক, বনক, মাঝারী শাল (Kanaka Champa)

Family : Sterculiaceae
Scientific Name : *Pterospermum acerifolium*

বৃক্ষ	: বড় আকারের চিরসবুজ গাছ।
উচ্চতা	: ২০ থেকে ২৫ মিটার।
কাঠ	: কাঠ লাল, শক্ত, ভারী ও টেকসই।
বিস্তৃতি	: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পাহাড়ি বনাঞ্চলে জন্মে।
ব্যবহার	: বীজ, তক্তা ও লাঙল তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

গর্জন (Garjan)

Family : Dipterocarpaceae
Scientific Name : *Dipterocarpus turbinatus*

বৃক্ষ	:	বড়, সোজা ও লম্বা চিরসবুজ।
উচ্চতা	:	৭০ থেকে ৮০ মিটার।
কাঠ	:	শক্ত, বর্ণ ধূসর বাদামি।
বীজ সংগ্রহ	:	মে থেকে জুন।
বিস্তৃতি	:	বৃহত্তর চট্টগ্রাম বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।
ব্যবহার	:	নির্মাণ কাজ, ট্রলার তৈরি, তক্তা, রেলওয়ে স্লিপার, দরজা জানালা, গর্জন তেল, জ্বালানি ও রজন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গোদা/গোদা হরিনা (Goda)

Family : Verberaceae
Scientific Name : *Vitex glabrata*

বৃক্ষ	: মাঝারী ধরনের পত্রহরিৎ বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ১৫ থেকে ২০ মিটার।
বিস্তৃতি	: পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের বনাঞ্চল।
কাঠ	: কাঠ ধূসর, উজ্জ্বল, শক্ত, টেকসই ও খুব ভারী।
ব্যবহার	: গাড়ি চাকা, ঢেঁকি, সস্তা আসবাবপত্র নির্মাণে কাঠ বেশি ব্যবহৃত হয়।

বন সোনালু (Pink Cassia)

Family : Leguminosae
Scientific Name : *Cassia nodosa*

বৃক্ষ	:	মাঝারি আকারের চিরসবুজ।
উচ্চতা	:	১৫ মিটার।
বীজ সংগ্রহ	:	ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি।
বিস্তৃতি	:	চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল।
ব্যবহার	:	শোভাবর্ধনকারী গাছ হিসাবে বাগানে রাস্তার ধারে লাগানো হয়, কাঠ নির্মাণ কাজ ও খুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বান্দরহোলা (Bandarhola)

Family : Sonneratiaceae
Scientific Name : *Duabanga grandiflora (Roxb.)*

বৃক্ষ	: বড় আকারের চিরহরিৎ বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ৪৫ মিটার।
বীজ সংগ্রহ	: মার্চ থেকে এপ্রিল।
বিস্তৃতি	: বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।
কাঠ	: কাঠ মোটামোটি শক্ত, দৃঢ়, হালকা ও টেকসই।
ব্যবহার	: নৌকা, ট্রলার, তক্তা, পাটাতন, আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

বৈলাম (Boilam)

Family : Dipterocarpaceae
Scientific Name : *Anisoptera scaphula*

বৃক্ষ	: বড় আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ৪৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে।
বীজ সংগ্রহ	: মে থেকে জুন।
বিস্তৃতি	: বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।
কাঠ	: কাঠ হালকা, কাঠ শক্ত দৃঢ়, টেকসই।
ব্যবহার	: সস্তা আসবাবপত্র, নৌকা, ট্রলার, গৃহনির্মাণ, প্যাকিং বক্স তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

শীল বাটনা, কাটা বাটনা (Batna)

Family : Fagaceae
Scientific Name : *Quercus Velutina*

বৃক্ষ	: বড় আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ২৫ মিটার পর্যন্ত।
বীজ সংগ্রহ	: জুলাই থেকে আগস্ট।
বিস্তৃতি	: চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে দেখা যায়।
কাঠ	: কাঠ হলুদাভ সাদা, শক্ত ও ভারী।
ব্যবহার	: গৃহ নির্মাণসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

বরুনা, লাডুম, পিতাগুলা (Baruna)

Family : Capparidaceae
Scientific Name : *Crataeva nurvala*

বৃক্ষ	: মাঝারি আকারের পত্র ঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ৭ থেকে ৯ মিটার।
বীজ সংগ্রহ	: জুন থেকে জুলাই।
বিস্তৃতি	: বাংলাদেশের সর্বত্রই নিচু জায়গায় এ গাছ দেখা যায়।
কাঠ	: কাঠ মোটামোটি শক্ত, দৃঢ় ও টেকসই।
ব্যবহার	: কাঠ ড্রাম, খেলনা, মডেল, বাক্স তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

হারগাজা (Hargaza)

Family : Dilleniaceae
Scientific Name : *Dillenia pentagyna*

বৃক্ষ	: মধ্য আকৃতির পাতা ঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ১৫ থেকে ২০ মিটার।
বীজ সংগ্রহ	: জুন থেকে জুলাই।
বিস্তৃতি	: কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ এর প্রাকৃতির বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।
কাঠ	: কাঠ শক্ত, দৃঢ় ও ভারী।
ব্যবহার	: কাঠ ঘরের খুঁটি নৌকা, আলমারি ও ম্যাচশলা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

তেলসুর (Telsur)

Family : Depterocarpaceae
Scientific Name : *Hopea odorata*

বৃক্ষ	: বৃহদাকার চিরসবুজ গাছ।
উচ্চতা	: ২৫ থেকে ৩০ মিটার।
বীজ সংগ্রহ	: মে থেকে জুন।
বিস্তৃতি	: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে তেলসুর পাওয়া যায়।
কাঠ	: কাঠ খুবই শক্ত, ভারী, দৃঢ় ও টেকসই কাঠ।
ব্যবহার	: নির্মাণ কাজে, ঘরের মেঝে পাইলিং, আসবাবপত্র, জাহাজ ও রেলওয়ে স্লিপার ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

রক্তন (Raktan)

Family : Celastraceae
Scientific Name : *Lophopetalum fimbriatum*

বৃক্ষ	:	মধ্য হতে দীর্ঘাকৃতির চির সবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	৩০ মিটার পর্যন্ত।
বীজ সংগ্রহ	:	আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর।
বিস্তৃতি	:	কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।
ব্যবহার	:	আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

উরিআম (Uriam)

Family : Anacardiaceae
Scientific Name : *Mangifera sylvastica*

বৃক্ষ	: বড় আকারের চির সবুজ বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ৩০ থেকে ৫০ মিটার পর্যন্ত।
বীজ সংগ্রহ	: মে থেকে জুন।
বিস্তৃতি	: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।
কাঠ	: কাঠ লাল বাদামি বর্ণের এবং খুবই শক্ত ও টেকসই।
ব্যবহার	: নৌকা, লক, সাম্পান ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, ফল কুকুরের কামড় এর ঔষধ।

কুসুম, জয়না (Kusum tree)

Family : Sapindaceae
Scientific Name : *Schleichera oleosa*

বৃক্ষ	:	বড় আকারের পত্রঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	৩০ থেকে ৪০ মিটার।
কাঠ	:	শক্ত।
বীজ সংগ্রহ	:	জুন থেকে জুলাই।
উপযুক্ত মৃত্তিকা	:	শুষ্ক ও সুনিষ্কাশিত মাটিতে জন্মে, বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি উত্তম।
বিস্তৃতি	:	চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম।
কাঠ	:	কাঠ টেকসই ও ভারী।
ব্যবহার	:	তেলের ঘানি ও চিনির কলে কুসুম কাঠ ব্যবহারে খুবই চাহিদা আছে, এছাড়া ঢেঁকি, কৃষি উপকরণ, যন্ত্রের হাতল, কাঠ কয়লা ও জ্বালানিতে ব্যবহৃত হয়।

ধারমারা (Dharmara)

Family : Bignoniaceae
Scientific Name : *Stereospermum personatum*

বৃক্ষ	:	বৃহদাকার চির সবুজ গাছ।
উচ্চতা	:	২০ থেকে ২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।
বীজ সংগ্রহ	:	ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ।
বিস্তৃতি	:	বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট বনাঞ্চল।
ব্যবহার	:	কাঠ তেমন টেকসই নয়; বাস, ট্রাক, রিকশার বডি নির্মাণে ও কেবিনেট তৈরির কাজেও কাঠ ব্যবহৃত হয়।

সিভিট (Civit)

Family : Anacardiaceae
Scientific Name : *Swintonia floribunda*

বৃক্ষ	: বৃহদাকার প্রকাণ্ড পত্র ঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ৫০ মিটার পর্যন্ত।
বীজ সংগ্রহ	: এপ্রিল থেকে মে।
বিস্তৃতি	: বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের বনাঞ্চল।
কাঠ	: কাঠ মোটামুটি শক্ত।
ব্যবহার	: প্লাইউড, ভিনিয়ায়, ম্যাচ বাক্স, কাগজের মণ্ড চায়ের বাক্স, সস্তা আসবাবপত্র ও নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়।

বাজনা (Bazna)

Family : Rutaceae
Scientific Name : *Zanthoxylum rhetsa*

বৃক্ষ	:	মধ্যমাকার পাতা ঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	৩০ থেকে ৩৫ মিটার।
বীজ সংগ্রহ	:	আগস্ট থেকে অক্টোবর।
কাঠ	:	ধূসর, শক্ত ও ঘন আঁশযুক্ত।
বিস্তৃতি	:	পাতা ঝরা পাহাড়ি বন ও শালবনের প্রান্তদেশে পাওয়া যায়।
ব্যবহার	:	ফল, বীজ, ছাল ও কাণ্ড ঔষধি গুণ সম্পন্ন। এর ছাল বুক ও পাকস্থালীর ব্যাথা নাশক।

চিকরাশি (Chickrassi)

Family : Meliaceae
Scientific Name : *Chikrassia tabularis*

বৃক্ষ	: বড় আকৃতির পাতা ঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ২৫ মিটার পর্যন্ত।
বীজ সংগ্রহ	: জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি।
বিস্তৃতি	: বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা বনাঞ্চলে জন্মে।
কাঠ	: কাঠ শক্ত, সুন্দর, কাঠ ভারী।
ব্যবহার	: আসবাবপত্র, ভিনিয়ায়, রেলের বগি, গৃহ নির্মাণ, দরজা-জানালার পাল্লা ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

লোহাকাঠ (Iron wood)

Family : Leguminosae
Scientific Name : *Xylia dolabriformis*

বৃক্ষ	: বড় আকারের পত্রহরিৎ বৃক্ষ।
উচ্চতা	: ৩৮ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়।
বীজ সংগ্রহ	: ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি।
বিস্তৃতি	: সিলেট, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম।
কাঠ	: কাঠ খুবই শক্ত, দৃঢ়, টেকসই ও ভারী।
ব্যবহার	: ঘরের খুঁটি, ব্রিজ, গৃহ নির্মাণ, রেলওয়ে স্লিপার ও পাইলিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়।

করবী (Oleander)

Family : Apocynaceae
Scientific Name : *Nerium indicum*

বৃক্ষ	:	চির সবুজ গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	২ থেকে ৩ মিটার।
বীজ সংগ্রহ	:	আগস্ট থেকে অক্টোবর।
বিস্তৃতি	:	বাংলাদেশের সর্বত্রই জন্মে।
ব্যবহার	:	ফুল ও শোভাবর্ধনকারী হিসেবে বাগানে লাগানো হয়।

কাঞ্চন (Kanchan)

Family : Caesalpinoideae
Scientific Name : *Bauhinia acuminata*

বৃক্ষ	: গুল্ম বা ছোট আকারের গাছ।
বীজ সংগ্রহ	: এপ্রিল থেকে মে।
বিস্তৃতি	: বাংলাদেশের সর্বত্রই পাওয়া যায়।
ব্যবহার	: শোভাবর্ধনকারী ফুলের গাছ হিসেবে লাগানো যায়।

কাউফল (Kao)

Family : Gesneriaceae
Scientific Name : *Garcinia cowa*

বৃক্ষ	: মাঝারি আকারের চির সবুজ গাছ, গাছের মুকুট পিরামিডের মত গোলাকার।
উচ্চতা	: ১০ থেকে ১২ মিটার পর্যন্ত।
বীজ সংগ্রহ	: জুন থেকে জুলাই।
বিস্তৃতি	: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশি জন্মে, তবে দেশের অন্যান্য স্থানেও দেখা যায়।
কাঠ	: কাঠ ধূসর সাদা বর্ণের, মোটামোটি শক্ত ও ভারী।
ব্যবহার	: গৃহ নির্মাণ ব্যতীত এ কাঠের ব্যবহার সীমিত।

কুরচি (Kurchi)

Family : Apocynaceae
Scientific Name : *Holarrhena antidysentirica*

বৃক্ষ	:	মাঝারি গাছ, বসন্তকালে পাতা ঝরে যায়।
উচ্চতা	:	২০ থেকে ২৫ মিটার পর্যন্ত।
বিস্তৃতি	:	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশি জন্মে, তবে দেশের অন্যান্য স্থানেও দেখা যায়।
ব্যবহার	:	ঔষধি গুণসম্পন্ন, রক্তা আমাশয়ে, রক্তপিত্তে, মুখের ক্ষতে কুরুচির ছাল ব্যবহার করা হয়।

আকন্দ (Swallow wart)

Family : Asclepiadaceae
Scientific Name : *Calotropis gigantea*

বৃক্ষ	:	আকন্দ একটি মাঝারি গুল্ম জাতীয় গাছ।
উচ্চতা	:	২ থেকে ৩ মিটার।
বীজ সংগ্রহ	:	জুলাই থেকে আগস্ট।
বিস্তৃতি	:	বাংলাদেশের সর্বত্র উঁচু ভূমি ও রাস্তার পাশে বিক্ষিপ্তভাবে এ গাছ দেখা যায়।
ঔষধি ব্যবহার	:	পাতা, আঠা, শেকড়ের ছাল, ফুল একজিমা, চর্মরোগ, ছুলি ও মেছতায়, কানের যন্ত্রণায়, গেটে বাত, ঠান্ডা, কাঁশি ও অজীর্ণ রক্ত আমাশয়ে ব্যবহার করা হয়।

জবা (China rose)

Family : Malvaceae
Scientific Name : *Hibiscus rosa-sinensis*

বৃক্ষ	:	বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট, নানা রঙের জবা ফুল পাওয়া যায়।
উচ্চতা	:	১ থেকে ৩ মিটার।
বিস্তৃতি	:	সমগ্র বাংলাদেশে চাষ হয়।
ব্যবহার	:	এ তেল কেশবর্ধক বলে খুব জনপ্রিয়, জবা ফুলের কুঁড়ি জ্বর নাশক, পাতার রস জলপাই তেলের সাথে মিশিয়ে মাথার তেল তৈরি করা যায়, জবা ফুল জুতার কালি করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ঢাকি জাম (Dhaki Jam)

Family : Myrtaceae
Scientific Name : *Syzygium grandis*

বৃক্ষ	:	বড় আকৃতির পাতা ঝরা বৃক্ষ।
উচ্চতা	:	২৫ মিটার পর্যন্ত।
বীজ সংগ্রহ	:	জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি।
বিস্তৃতি	:	বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা বনাঞ্চলে জন্মে।
কাঠ	:	কাঠ শক্ত, সুন্দর, কাঠ ভারী।
ব্যবহার	:	আসবাবপত্র, ভিনিয়ায়, রেলের বগি, গৃহ নির্মাণ, দরজা-জানালার পাল্লা ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

বাস্তবায়নের পথে ...

ক্যাবল কার বর্ধিত করণ

EVERGREEN SET
INTEGRATED
High Range
MODEL: SCC13502-065 (BOUGAINVILLEA)
top view
list of components
Perspective 1
Perspective 2
W 12m
PRODUCTS / SI-COMEL / 53 EVERGREEN / HIGH

EXCLUSIVE SET
CONCEPTUAL
Perspective 2
top view
L 12.8m
MODEL: SCC13502-211AB (EAGLE)
W 11.5m
list of components
Perspective 1
PRODUCTS / SI-COMEL /

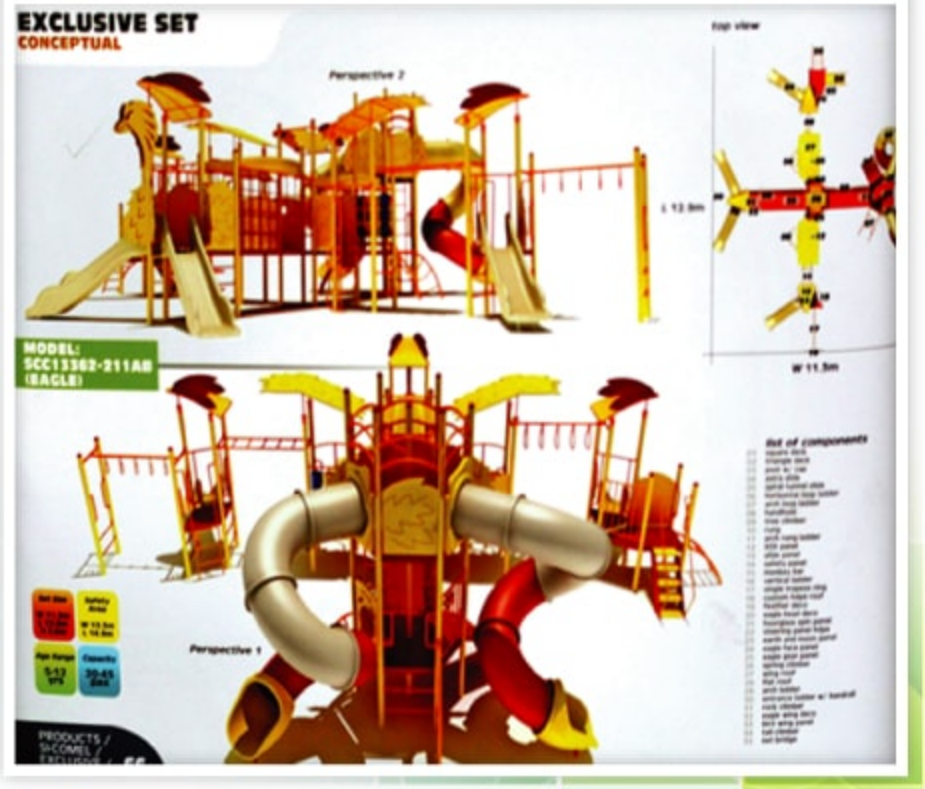

পরিবেশ বান্ধব সীমানা প্রাচীর

References

1. Feroz, M.M., Kamrul, M.K., Khan, M.M.H., 2011, Biodiversity of Protected Areas of Bangladesh.
2. IUCN, Bangladesh, 2000, Red Book of Threatened Mammals / Birds / Reptiles / Amphibians of Bangladesh, IUCN-(International Union for Conservation of Nature) Bangladesh Country office, Dhaka, Bangladesh.
3. Halder, R. R., 2010, A Photographic Guide to Birds of Bangladesh.
4. Ahmed, Z.U., Huq, E.A., Kabir, S.M.H., Ahmad, M., Ahmed, A.T.A., 2009, Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh, Vol 26.
5. Ahmed, Z.U., Ahmad,M., Ahmed, A.T.A., 2011, Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh, Vol 25.
6. Ahmed, Z.U., Ahmed, A.T.A., Kabir, S.M.H. Ahmad,M., 2011, Encyclopedia of Flora and Fauna of Bangladesh, Vol 27.
7. Zabala, N.Q., 1990, Silviculture of Species
8. Dey, Tapan, 2006, Medicinal plants and Tree species of Bangladesh
9. Khan, M.M.H., 2008, A Guide to Wildlife, Protected Areas of Bangladesh
10. Troup, R.S., 1921, The Silviculture of Indian trees. Oxford, at the Clarendon Press. 1195p.